

Peace

# রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাসি-কান্না ও জিকির

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
وَبَارِكْ عَلَى  
رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ  
وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ  
وَالصَّالِحِينَ

Peace  
Publication

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা  
Peace Publication



রাসূল ﷺ-এর  
হাসি-কান্না ও জিকির



কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে  
রাসূল ﷺ এর  
হাসি-কান্না ও জিকির

মূল

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

পরিমার্জনায়

মুকতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী  
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম  
এম.এফ, এম.এ  
মুকাসসির  
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা  
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আন্বিক হোসাইন  
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম  
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি  
আরবি প্রভাষক  
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা  
মতলব, চাঁদপুর।



পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট  
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

রাসূল ﷺ এর

হাসি-কান্না ও জিকির

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী

প্রকাশক

মো: নূরুল ইসলাম মনি

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

প্রকাশকাল : নভেম্বর - ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হাভেন

বাধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

ওয়েব সাইট : [www.peacepublication.com](http://www.peacepublication.com)

ইমেইল : [peacerafiq@yahoo.com](mailto:peacerafiq@yahoo.com)

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা ।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল  
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফফ  
লিসাঙ্গ-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ
২. মুহাম্মদ আব্দুর রব আফফান  
গারবুদ্দীরা ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ  
লিসাঙ্গ-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ
৩. মুহাম্মদ উমার ফারুক আব্দুল্লাহ  
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার-হফফ  
লিসাঙ্গ-মদীনা ই: বি: হাদীস বিভাগ
৪. আজমাল হুসাইন আব্দুন নূর  
নতুন সানাইয়া ইসলামিক সেন্টার-রিয়াদ  
লিসাঙ্গ-মদীনা ই: বি: শরিয়্যা বিভাগ
৫. শহীদুল্লাহ খান আব্দুল মান্নান  
সৌদির পক্ষ থেকে বাংলাদেশে মুবাল্লেগ  
লিসাঙ্গ-মদীনা ই: বি: দা'ওয়া বিভাগ





## প্রকাশকের কথা

সমুদয় প্রশংসা মহান রাক্বুল আ'লামীনের, যিনি তাঁর একান্ত অনুগ্রহে 'রাসূল ﷺ এর হাসি-কান্না ও জিকির' নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল ﷺ এর ওপর।

'রাসূল ﷺ এর হাসি-কান্না ও জিকির' নামক মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করা খুবই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ কাজ। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। পবিত্র কুরআনকে বুঝতে হলে রাসূল ﷺ এর সুবিশাল কর্মময় জীবনকে জানতে হবে। তাঁর পবিত্র জীবন জানা ছাড়া কুরআন বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসূল ﷺ এর জীবনের বিভিন্ন সময়ে, কাজে, ঘটনায় ও অবস্থায় তাঁর হাসি-কান্না ও রাক্বুল আলামীনের জিকির কেমন ছিলো তা জানা আমাদের একান্ত জরুরী। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই মূলত উক্ত গ্রন্থটির কাজ হাতে নিয়েছি।

'রাসূল ﷺ এর হাসি-কান্না ও জিকির' এ বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক আলোচনা সম্বলিত কোনো গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গ্রন্থটি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী থেকে সংকলিত। এটি আমরা আমাদের মতো করে সম্পাদনা ও প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।

মানুষ সমাজবদ্ধ ও পারিবারিক জীবন সম্পন্ন সৃষ্টি। তাঁর জীবনে রয়েছে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না-বেদনা বিরহসহ সব কিছু। তাই এগুলো শরীয়তের বিধান মোতাবেক পরিচালিত করার জন্য উক্ত গ্রন্থটি একান্ত জরুরী।

পরিশেষে এ মহান কাজে যারা সময়, শ্রম ও মেধা দিয়ে  
গ্রন্থটিকে সুন্দর, মার্জিত ও সাবলীল করার জন্য পরামর্শ ও  
সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের  
সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে  
প্রতিশ্রুতি রইল।

বইটি পরিমার্জনা করতে ইসলামের আলো, ইসলামী প্রচার  
ব্যুরো, রাবওয়াহ রিয়াদ ও ইসলাম হাউসের সহযোগিতা নিয়েছি  
বলে তাদের জন্য রইল কৃতজ্ঞতা।

বইটি ভাল লাগলে অন্তত একজনকে বলুন আর আপত্তি থাকলে  
আমাদের বলুন। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইসলামের  
পারিবারিক বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করে দুনিয়ার শান্তি  
ও আখেরাতের মুক্তি পাবার তাওফিক দান করুন। আমিন!

৩০.১১.২০১১ ইং

# সূচিপত্র

১. চরিত্র	২৩
১. উত্তম চরিত্রের ফযীলত	২৩
২. রাসূল ﷺ এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা	২৬
১. রাসূল ﷺ এর দানশীলতা	২৬
২. রাসূল ﷺ এর লজ্জাশীলতা	২৭
৩. রাসূল ﷺ এর বিনয় ও নম্রতা	২৮
৪. রাসূল ﷺ এর সাহসিকতা	২৯
৫. রাসূল ﷺ এর কোমল আচরণ	৩০
৬. রাসূল ﷺ এর ক্ষমা প্রদর্শন	৩১
৭. রাসূল ﷺ এর দয়া	৩১
৮. খাদেম বা সেবকের প্রতি রাসূল ﷺ এর দয়া	৩২
৯. শত্রুদের প্রতি রাসূল ﷺ এর দয়া	৩৩
১০. রাসূল ﷺ এর হাসি	৩৩
১১. রাসূল ﷺ এর কান্না	৩৪
১২. আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর রাগ	৩৫
১৩. উম্মতের প্রতি নবী করীম ﷺ এর করুণা ও সহানুভূতি	৩৬
১৪. জনগণের সাথে রাসূল ﷺ এর বিনোদনতা	৩৭
১৫. রাসূল ﷺ এর দুনিয়ার বিমুখতা	৩৭
১৬. রাসূল ﷺ এর ন্যায়পরায়ণতা	৩৯
১৭. রাসূল ﷺ এর সহনশীলতা	৩৯
১৮. রাসূল ﷺ এর ধৈর্য্য ধারণ	৪১
১৯. রাসূল ﷺ এর নসিহত	৪২
৩. রাসূল ﷺ এর প্রকৃতি ও স্বভাব	৪৬
৪. যিকির-আজকার	৫০
১. জিকিরের ফযীলত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জিকিরের পদ্ধতি	৫০
২. জিকির ও দোয়ার পদ্ধতি	৫১
৩. জিকিরের উপকারিতা	৫১
৪. বাকিয়াতুস সালিহা তথা স্থায়ী নেক আমল	৫২

৫. আত্মাহর জিকিরের ফযীলত	৫২
৬. জিকিরের মজলিসের ফযীলত	৫৪
৭. প্রত্যেক মজলিসে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব	৫৫
৮. সর্বদা জিকির করার ফযীলত	৫৫

### জিকিরের প্রকার

৫. সকাল-সন্ধ্যার জিকির	৫৮
১. জিকিরের সময়	৫৮
২. সকাল-সন্ধ্যার জিকির	৫৮
৩. সকালে যা বলবে	৬৯
৪. বিকালে যা বলবে	৬৯
৫. রাত্রে যা বলবে	৭০
৬. সাধারণ জিকির	৭০

### নির্দিষ্ট জিকির

৭. সাধারণ অবস্থার জিকির	৭৭
১. কাপড় পরিধানের সময় যা পড়তে হবে	৭৭
২. নতুন কাপড় পরিধানের সময় দু'আ	৭৭
৩. বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দু'আ	৭৮
৪. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ	৭৯
৫. পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে	৮০
৬. মসজিদের দিকে গমন করার সময় যে দু'আ পড়বে	৮১
৭. মসজিদে প্রবেশ করার সময় দু'আ	৮১
৮. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে	৮২
৯. নতুন চাদ দেখার সময় যে দু'আ পড়বে	৮২
১০. আজান শনার সময় যে দু'আ পড়তে হয়	৮৩
৮. কঠিন বিপদের সময় গুরুত্বপূর্ণ জিকিরসমূহ	৮৫
১. বিপদের সময় যা পড়বে	৮৫
২. ভয়ানক কোন বস্তু চোখে পড়লে যা বলবে	৮৬
৩. চিন্তায় পড়লে যে দু'আ পড়বে	৮৬

৪. কোন জনগোষ্ঠী থেকে ভয় পেলে যা পাঠ করবে	৮৭
৫. দুশমনের সম্মুখীন হলে যা পড়বে	৮৮
৬. শত্রু ধাওয়া করলে যা বলবে	৮৯
৭. দুশমনের ওপর বিজয়ের জন্য যে দু'আ পড়বে	৮৯
৮. কোন বিপদ ঘটে গেলে যা পাঠ করবে	৯০
৯. পাপ করে ফেললে যা করণীয়	৯১
১০. ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে যে দু'আ পড়তে হয়	৯১
১১. ছোট বা বড় যে কোন ধরনের বিপদে যা বলতে হয়	৯২
১২. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য যে দু'আ পড়বে	৯৩
১৩. রাগের সময় যা বলবে	৯৩
<b>৯. সাময়িক অবস্থায় পঠনীয় জিকির</b>	<b>৯৪</b>
১. মজলিস থেকে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়	৯৪
২. মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনে যা বলতে হয়	৯৫
৩. কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে যে দু'আ পড়তে হয়	৯৫
৪. উপদেশ দেয়ার পরও যদি শরীয়ত বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে	৯৬
৫. অনৈসলামিক কার্যকলাপ উৎখাতের সময় যা বলতে হয়	৯৬
৬. যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য ভাল কিছু করলে তার জন্য যে দু'আ করতে হয়	৯৭
৭. গাছে বা বাগানে প্রথম ফল দেখলে যা বলতে হয়	৯৮
৮. কোন সুখবর আসলে যা করতে হবে	৯৯
৯. আর্চর্য ও খুশীর সময় যা বলবে	৯৯
১০. মেঘ ও বৃষ্টি দেখলে যা বলতে হয়	১০০
১১. প্রবল বাতাস প্রবাহের সময় যা বলবে	১০০
১২. নিজ খাদেমের জন্য যে দু'আ করবে	১০১
১৩. কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবে	১০১
১৪. প্রশংসিত ব্যক্তি যা বলবে	১০২
১৫. কেউ সম্পদ ও সম্মান চাইলে এই দু'আ বলবে	১০২
<b>১০. শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ ও জিকির</b>	<b>১০৩</b>
১. রোগের প্রকারভেদে ও তার সূচিকিৎসা	১০৩
২. পালনকর্তার চিকিৎসা দুভাবে	১০৩

৩. অন্তরের রোগ	১০৪
৪. মানবরূপী ও জ্বীন শয়তানের ক্ষতিকে প্রতিহত করা	১০৪
৫. মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা	১০৫
৬. শয়তানের দুষমনীর স্বরূপ	১০৬
৭. শয়তানের শত্রুতার কিছু নিদর্শন	১০৭
৮. শয়তানের রাস্তাসমূহ	১০৮
৯. মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশের রাস্তাসমূহ	১০৯
১০. মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের পদক্ষেপসমূহ	১০৯
১১. মানুষ যার মাধ্যমে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে পারে	১১০
১. নিরাপত্তা লাভের প্রথম পছা	১১০
২. নিরাপত্তা লাভের দ্বিতীয় পছা	১১১
৩. নিরাপত্তা লাভের তৃতীয় পছা	১১২
৪. নিরাপত্তা লাভের চতুর্থ পছা	১১৩
৫. নিরাপত্তা লাভের পঞ্চম পছা	১১৩
৬. নিরাপত্তা লাভের ষষ্ঠ পছা	১১৪
৭. নিরাপত্তা লাভের সপ্তম পছা	১১৪
৮. নিরাপত্তা লাভের অষ্টম পছা	১১৫
৯. নিরাপত্তা লাভের নবম পছা	১১৬
১০. নিরাপত্তা লাভের দশম পছা	১১৬
১১. নিরাপত্তা লাভের একাদশ পছা	১১৭
১২. নিরাপত্তা লাভের দ্বাদশ পছা	১১৭
১৩. নিরাপত্তা লাভের ত্রয়োদশ পছা	১১৮
১৪. নিরাপত্তা লাভের চতুর্দশ পছা	১১৯
১৫. নিরাপত্তা লাভের পঞ্চদশ পছা	১১৯
১৬. নিরাপত্তা লাভের ষষ্ঠদশ পছা	১১৯
১৭. নিরাপত্তা লাভের সপ্তদশ পছা	১১৯
১১. যাদু ও জ্বীনের চিকিৎসা	১২০
১. জ্বীনের সাথে মানুষের অবস্থাসমূহ	১২০
২. যে কারণে জ্বীনের আসর হয়ে থাকে	১২০
৩. দুভাবে জ্বীনের আসর ও জাদুর চিকিৎসা করা যায়	১২০

১২. বদনজরের ঝাড়ফুক	১২৮
১. নজর লাগা	১২৮
২. নজর লাগার পদ্ধতি	১২৮
৩. যার প্রতি নজর লাগে তার দুটি অবস্থা	১২৯
৪. যেভাবে গোসল করবে	১২৯
১৩. দো'য়ার বিধি-বিধান	১৩৩
১. দো'য়ার প্রকারভেদ	১৩৩
২. দোয়া ইবাদত	১৩৩
৩. দোয়া মাসয়ালাহ	১৩৩
৪. দোয়ার প্রভাব	১৩৪
৫. দোয়া কবুল হওয়া	১৩৪
৬. দোয়া কবুল হওয়ার বাধা	১৩৫
৭. বিপদের সাথে দোয়ার অবস্থাসমূহ	১৩৫
৮. বিপদের সাথে দোয়ার তিনটি অবস্থা নিচে আলোচনা করা হলো	১৩৫
৯. দোয়ার ফযীলত	১৩৬
১০. দোয়ার আদব ও কবুল হওয়ার কারণসমূহ	১৩৬
১১. কোন কোন ধরনের দোয়া জায়েয ও জায়েয নয়	১৩৭
১২. যে সমস্ত উত্তম সময়, স্থান ও অবস্থায় দোয়া কবুল হয়	১৩৮
ক. দোয়া কবুলের উত্তম সময়	১৩৮
খ. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম স্থানসমূহ	১৩৮
গ. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম অবস্থাসমূহ	১৩৯
১৪. কুরআন ও হাদীসের কিছু দো'য়া	১৩৯
১. কুরআনুল কারীম থেকে কতিপয় দো'য়া	১৩৯
২. রাসূল ﷺ এর কতিপয় দো'য়া	১৪৯
<b>আদব-শিষ্টাচার</b>	
১৫. সালামের আদব	১৭৪
১. সালামের ফযিলত	১৭৪
২. সালামের পদ্ধতি	১৭৫
৩. প্রথমে সালাম প্রদানকারীর ফযিলত	১৭৬

৪. প্রথমে যে সালাম দেবে	১৭৭
৫. মহিলা ও শিশুদের প্রতি সালাম	১৭৭
৬. ফেতনামুক্ত হলে মহিলাগণ পুরুষকে সালাম দিতে পারবে	১৭৮
৭. ঘরে প্রবেশের সময় সালাম	১৭৮
৮. জিন্মীদেরকে সালাম না দেয়া	১৭৯
৯. মুসলিম ও কাফেরদের সমাবেশ সালাম প্রদান করার নিয়ম	১৭৯
১০. আগমন ও প্রস্থানের সময় সালাম	১৮০
১১. সাক্ষাতের সময় প্রণাম করা বা ঝোঁকা নিষেধ	১৮০
১২. মুসাফাহার ফযিলত	১৮১
১৩. কখন মুসাফাহা ও কোলাকুলি (আলিঙ্গন) করতে হবে	১৮১
১৪. অনুপস্থিত লোকের সালামের জবাবের নিয়ম	১৮১
১৫. আগন্তুকের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হওয়া	১৮২
১৬. দাঁড়িয়ে সম্মান করুক করার শাস্তি	১৮৩
১৭. সালাম শুনা না গেলে তিনবার দেয়ার হুকুম বিধান	১৮৩
১৮. জামা'আতের প্রতি সালামের হুকুম	১৮৪
১৯. পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেয়া-নেয়া নিষেধ	১৮৪
২০. আগন্তুককে বন্ধুত্ব দেখানো উত্তম ও অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা যাতে করে তার যথার্থ স্থানে রাখতে পারে	১৮৫
২১. "আলাইকাস সালাম" বলে সালাম দেওয়া নিষেধ	১৮৫
২২. সালাম ও তার জবাব দেয়ার পর যে সকল অভিবাদন বলবে	১৮৬

## ১৬. পানাহারের আদব ও শিষ্টাচার ১৮৭

১. স্নানাত হলো : সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া আরম্ভ করা	১৮৭
২. পূত-পবিত্র হালাল খাবার থেকে খাওয়া	১৮৭
৩. পানাহারের প্রারম্ভে "বিসমিল্লাহ" বলা ও নিজের দিক থেকে খাওয়া	১৮৮
৪. ডান হাতে পানাহার করা	১৮৯
৫. পান করার সময় পাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা	১৮৯
৬. অন্যকে পান করানোর পদ্ধতি	১৮৯
৭. দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করা	১৯০
৮. দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয	১৯০



৯. সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার না করা	১৯১
১০. আহারের নিয়ম	১৯১
১১. আহারের পরিমাণ	১৯২
১২. খাবারের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়	১৯৩
১৩. অধিক খাবার খাওয়া অনুচিত	১৯৩
১৪. আহার করানো ও আহারে সহযোগিতা করার ফযিলত	১৯৩
১৫. আহারকারীর খাবারের প্রশংসা করা	১৯৪
১৬. পানীয় বস্তুতে ফুঁ দেয়া নিষেধ	১৯৪
১৭. পানীয় পরিবেশনকারী সকলের শেষে পান করবে	১৯৫
১৮. একত্রিতভাবে আহার করা	১৯৫
১৯. মেহমানের সম্মান ও নিজেই তার সেবা করা	১৯৫
২০. খাবার খাওয়ার সময় মানুষ যেভাবে বসবে	১৯৬
২১. খাবারের উদ্দেশ্যে বসার পদ্ধতি	১৯৬
২২. ব্যস্ত ব্যক্তির খাওয়ার নিয়ম	১৯৭
২৩. ঘুমানোর সময় পানির পাত্র ঢেকে রাখা ও বিসমিল্লাহ বলা	১৯৭
২৪. সেবকের সাথে আহার করা	১৯৮
২৫. যদি খাবার সালাতের পূর্বে হাজির হয় তাহলে প্রথমে খাবার খাওয়া	১৯৮
২৬. বাসন থেকে খাওয়ার পদ্ধতি	১৯৯
২৭. দুধ পান করলে যা করবে	১৯৯
২৮. খাবার খাওয়ার পরে আল্লাহর প্রশংসা করার ফযিলত	১৯৯
২৯. খাবার খাওয়ার পরে যে দোয়া বলবে	১৯৯
৩০. মেহমানের আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় যা করবে	২০১
৩১. মেহমানের পক্ষ থেকে মেজবানের জন্য দোয়া	২০১
৩২. পানি পান করানো বা ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য দোয়া	২০২
<b>১৭. রাস্তা ও বাজারের আদব ও শিষ্টাচার</b>	<b>২০২</b>
১. রাস্তার হক	২০২
২. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা	২০৩
৩. রাস্তায় পেশাব-পায়খানা না করা	২০৪
৪. কিবলার দিকে খুখু ফেলা নিষেধ	২০৪

৫. যানবাহনে আরোহণের সময় যা বলবে	২০৪
৬. চলার পথে সোয়ারীর প্রতি খেয়াল রাখা ও রাস্তার উপর না করা	২০৪
৭. অহংকারী ব্যক্তির মত চলা থেকে বিরত থাকা	২০৫
৮. ক্রয়-বিক্রয়ে মহানুভবতা	২০৫
৯. ঋণ পরিশোধের সময় হলে তা আদায় করা	২০৬
১০. অভাবীকে পরিশোধের জন্য সুযোগ দেয়া ও ক্ষমা করা	২০৬
১১. সালাতের সময় ক্রয়-বিক্রয় না করা	২০৬
১২. সর্বাবস্থায় ইনসাফ বজায় রাখা	২০৭
১৩. অধিক পরিমাণে শপথ না করা	২০৭
১৪. হারাম ও জঘন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় এবং লেন-দেন ত্যাগ করা	২০৭
১৫. মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নেয়া	২০৮
১৬. পণ্যের অবৈধ মজুত না করা	২০৯
<b>১৮. সফরের (ভ্রমণের) আদব ও শিষ্টাচার</b>	<b>২০৯</b>
১. নেক ব্যক্তিবর্গের ওসিয়াত কামনা	২০৯
২. সফরের প্রারম্ভে মুসাফিরের জন্য প্রার্থনা	২১০
৩. অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের প্রার্থনা	২১০
৪. সংসঙ্গীর সাথে ভ্রমণ করা	২১০
৫. একাকী সফর না করা	২১১
৬. কুকুর ও ঘণ্টা সাথে নিয়ে ভ্রমণ না করা	২১২
৭. সঙ্গী-সাথীকে ভ্রমণে ও অন্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা	২১২
৮. আরোহণের দোয়া	২১২
৯. সফরের দোয়া	২১৩
১০. সফরে দু'জন বের হলে যা করণীয়	২১৪
১১. ভ্রমণে তিন জনের একজন আমির (নেতা) নিয়োগ করবে	২১৫
১২. জালেমদের অঞ্চল দিয়ে গমনের সময় মুসাফিরের দোয়া	২১৫
১৩. উপরে উঠা ও নিচে নামার সময় মুসাফির যা বলবে	২১৫
১৪. সফর অবস্থায় ঘুমের নিয়ম	২১৬
১৫. কোন স্থানে নামার সময় দোয়া	২১৬
১৬. মুসাফির যখন সকাল করবে তখন যা বলবে	২১৬

১৭. সফরে কোন গ্রাম চোখে পড়লে বলবে	২১৭
১৮. বৃহস্পতিবার সফর করা মুস্তাহাব	২১৮
১৯. সকালে সফরে বের হওয়া এবং রাত্রিতে চলা	২১৮
২০. হজ্ব বা অন্য সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর যা বলবে	২১৯
২১. প্রয়োজন শেষে করে মুসাফির যা করবে	২১৯
২২. সফর শেষে আগমনের সময়	২২০
২৩. সফর শেষে রাত্রিতে আসলে পরিবারকে জানানো সুল্লাত	২২০
<b>১৯. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব</b>	<b>২২১</b>
১. নিদ্রা যাওয়ার সময় যা করণীয়	২২১
২. ঘুমের আগে হাত চর্বি ও অন্যান্য গন্ধ মুক্ত করা	২২১
৩. অযু অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার ফযীলত	২২১
৪. নিদ্রা যাওয়ার সময় যা তিলাওয়াত করবে	২২২
৫. ঘুমের সময় 'আল্লাহ আকবার', 'সুবহানালাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা	২২৩
৬. প্রয়োজনের বেশি শয্যা না করা	২২৪
৭. তিনবার বিছানা ঝাড়ু দেয়া পরিষ্কার করা	২২৪
৮. ওযু অবস্থায় ডান পার্শ্ব হয়ে নিদ্রা যাওয়া	২২৫
৯. নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলবে	২২৬
১০. যখন জাগ্রত হতেন তখন রাসূল ﷺ যা বলতেন	২২৯
১১. রাতে নিদ্রাহীন অবস্থায় পাশ পরিবর্তন ও বিড়বিড় করার সময় যা করণীয়	২২৯
<b>২০. স্বপ্নের আদব</b>	<b>২৩০</b>
১. স্বপ্নের প্রকারভেদ	২৩০
২. যখন ঘুমে যা ভালোবাসে বা ঘৃণা করে দেখবে তখন যা করণীয়	২৩১
৩. ভাল স্বপ্ন দ্বারা আনন্দকরণ	২৩৩
৪. ঘুমের মধ্যে রাসূল করীম ﷺ কে স্বপ্ন দেখা	২৩৩
৫. ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি কারো সাথে খেল-তামাশা কাউকে না বলে	২৩৪
<b>২১. অনুমতি গ্রহণের আদব</b>	<b>২৩৪</b>
১. ঘরে প্রবেশের আদব	২৩৪
২. অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি	২৩৫
৩. অনুমতি গ্রহণের সময় যেখানে দণ্ডায়মান হবে	২৩৬

৪. অনুমতি গ্রহণকারীকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সেঁ যা বলবে	২৩৬
৫. দাস-দাসী ও ছোটদের অনুমতি গ্রহণের আদব	২৩৭
৬. অনুমতি ছাড়া কাউকে বাদ রেখে গোপনে কথা বলা	২৩৮
৭. অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে দৃষ্টি না দেওয়া	২৩৮
<b>২২. হাঁচির আদব</b>	<b>২৩৮</b>
১. হাঁচির জবাব দেয়া যদি হাঁচিদাতা 'আল হামদুলিল্লাহ' বলে	২৩৮
২. হাঁচি প্রদানকারীর জবাবের পদ্ধতি	২৩৯
৩. কাকের ব্যক্তি হাঁচি দিলে তার জবাবে যা বলবে	২৪০
৪. হাঁচির সময় করণীয়	২৪০
৫. হাঁচি দাতার জবাব যখন দেয়া হবে	২৪০
৬. হাঁচি দাতার যতবার জবাব দিতে হবে	২৪১
৭. হাই তোলার সময় যা করণীয়	২৪১
<b>২৩. রোগী দেখার আদব</b>	<b>২৪২</b>
১. রোগী দেখার ফযীলত	২৪২
২. রোগী দেখতে যাওয়ার বিধান	২৪২
৩. বালা-মুসীবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে যা বলবে	২৪৩
৪. রোগী পরিদর্শনকারী যেখানে বসবে	২৪৩
৫. রোগী পরিদর্শনকারী রোগীর জন্য যে দোয়া পাঠ করবে	২৪৪
৬. নারীরা পুরুষ রোগীদেরকে দেখতে পারবে	২৪৫
৭. মুশরিক রোগীকে দেখা	২৪৬
৮. যাবতীয় ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করা	২৪৭
৯. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যা উপকারী তার দিক নির্দেশনা দেওয়া	২৪৭
১০. রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট গমন করে যা বলবে	২৪৮
১১. মৃত ব্যক্তিকে হুসু দেয়া	২৫০
১২. রোগীর ঝাড়-ফুঁক	২৫০
১৩. শহরে প্রেগ-মহামারী দেখা দিলে যা করণীয়	২৫১
<b>২৪. পোশাকের আদব</b>	<b>২৫২</b>
১. পোশাকের উপকারিতা	২৫২
২. ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদির কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া	২৫২

৩. সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক	২৫৩
৪. নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের সীমা	২৫৩
৫. টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলানোর শাস্তি	২৫৪
৬. যেসব বস্ত্র ও বিছানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ	২৫৬
৭. যেভাবে চলা ও যে কাপড় পড়া নিষিদ্ধ	২৪৮
৮. নারীদের বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হারাম	২৬০
৯. সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক হুকুম	২৬১
১০. মাথার কাপড়	২৬২
১১. নতুন পোশাক ও অন্য কিছু পরিধান করার সময় যা বলবে	২৬২
১২. নতুন বস্ত্র পরিধানকারীর জন্য দোয়া	২৬৩
১৩. জুতা পরিধানের নিয়ম	২৬৩
১৪. পুরুষের আংটি পরার হুকুম	২৬৪
১৫. নারীদের জন্য সোনা ও রূপার যা যা পড়া জায়েয	২৬৫
১৬. পোশাক ও বিছানায় বিনয়ী প্রদর্শন	২৬৬

### রাসুলের ওসিয়ত

২৫. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ১০টি অছিয়ত	২৬৭
১. প্রথম অছিয়ত	২৬৮
২. দ্বিতীয় অছিয়ত	২৬৯
৩. তৃতীয় অছিয়ত	২৭২
৪. চতুর্থ অছিয়ত	২৭৪
৫. পঞ্চম অছিয়ত	২৭৪
৬. ষষ্ঠ অছিয়ত	২৭৭
৭. সপ্তম অছিয়ত	২৭৮
৮. অষ্টম, নবম ও দশম অছিয়ত	২৭৯
৯. মুয়ায বিন জাবাল (রা) প্রিয় নবী ﷺ-এর আরও ৩টি অছিয়ত	২৮১
১০. আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর ৩ টি অছিয়ত	২৮২
১১. আবু জার গিফারী (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ৫টি অছিয়ত	২৮৪

২৬. আবু জার (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর ৮টি অছিয়ত	২৮৬
১. প্রথম অছিয়ত	২৮৭
২. দ্বিতীয় অছিয়ত	২৮৮
৩. তৃতীয় অছিয়ত	২৮৮
৪. চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়ত	২৮৮
৫. ষষ্ঠ ও সপ্তম অছিয়ত	২৮৮
৬. অষ্টম অছিয়ত	২৮৮
২৭. জ্ঞানেক ছাহাবীর উদ্দেশ্যে রাসূলের ৫টি অছিয়ত	২৮৯
২৮. রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জ্ঞানেক ছাহাবীকে রাসূলের অছিয়ত	২৯০
২৯. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	২৯১
১. প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	২৯৪
৩০. মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	২৯৭
১. মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	২৯৯
৩১. মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রিয় নবীর উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত	৩০৩
৩২. ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	৩০৩
৩৩. মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর আরও ১০টি অছিয়ত	৩০৯
৩৪. আক্বাস (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলের ৯টি অছিয়ত	৩১৪
১. খলিফাদের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	৩১৬
২. আনসারদের প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ -এর অছিয়ত	৩১৭

## কুরআনের বাণী

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا  
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۚ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا  
الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۚ

ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে। এ চরিত্র তারাই অর্জন করে, যারা ধৈর্যশীল এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান। (সূরা-৪১ হা-মীম সেজদা : আয়াত-৩৪-৩৫)

## ১. চরিত্র

## ১. উত্তম চরিত্রের ফযীলত

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۚ

আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা কালাম : ৪)

২. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ  
أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ۚ

২. আবু দারদা (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : (পাপ পুণ্যের) দাঁড়িপাল্লায় উত্তম চরিত্র অপেক্ষা কোন কিছুই ভারী নয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৯)

৩. عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ  
: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ الْقَوْمُ نَعَمْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا ۚ

৩. আমার ইবনে শু'আইব থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি (শু'আইব) তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন খবর দেব না যে, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে কে প্রিয়তম এবং শেষ বিচার দিবসে অবস্থান করার দিক দিয়ে কে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী? "কেউ জবাব না দিলে, তিনি দুই-তিনবার এ কথা পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর সবাই বলল : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : সে হলো সে ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। (আহমদ, হাদীস নং ৬৭৩৫)

\* পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। ঈমানদার ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার ও আল্লাহর ইবাদতে রাত্রি যাপনকারীর মর্যাদার সমতুল্য। সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ঈমানদার যে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রবান। অতএব, এ থেকেই সাব্যস্ত হয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য হাছিল করার চেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্র হাছিল করাই শ্রেয়।

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ خِبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِبَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاقَرَ مِنْهَا ائْتَلَفَ .

৪. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত একটি খনি। অন্ধকার যুগের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তম যদি তারা দ্বীনি জ্ঞান হাছিল করে। (ক্বহ জগতে) আত্মাগুলো ছিল পরস্পর মিলিত। অতএব (ঐ সময়) যেসব আত্মা পরস্পর পরিচয় লাভ করে, তারা এ জগতে মিলিত হয় এবং যারা তখন অপরিচিত ছিল (বর্তমানে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। (বুখারী : হাদীস নং-৩৪৯৩)

\* উত্তম চরিত্রের গুণে গুণান্বিত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সহজ উপায় হলো রাসূলে করীম ﷺ এর অনুসরণ করা। যাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন করীম। তিনি ছিলেন



সৃষ্টি ও আদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানুষ। যে তাঁকে বঞ্চিত করে তাকে তিনি প্রদান করেন, যে তাঁর প্রতি জুলুম করে তাকে তিনি ক্ষমা করেন। যে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখেন। যে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে তিনি তার সাথে সদ্ব্যবহার করেন। আর এগুলোই তো উত্তম চরিত্রের মূলনীতি। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু রাসূলে করীম ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কিছু এমন বিষয় রয়েছে, যা রাসূলে করীম ﷺ এর জন্য একান্তই নির্দিষ্ট, সেক্ষেত্রে তাঁর সাথে কেউ সমকক্ষ নয়। যেমন : নবুওয়্যাত, অহি নাযিল, চারের অধিক বিবাহ, তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর পরবর্তীতে বিবাহ করা হারাম, তাঁর সম্পত্তির মালিক না হওয়া এবং বিরতিহীন রোজা রাখা ইত্যাদি।

এ অধ্যায়ে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ ও চরিত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তিনি যার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং স্বয়ং নিজেই যে চরিত্রের মূর্তপ্রতীক। ঐ সমস্ত গুণাবলী ও প্রকৃতি স্বভাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যে গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। যাতে প্রত্যেক মুসলিম ঐ সমস্ত গুণের অনুসরণ করে নিজে গুণান্বিত, সুশোভিত ও তা হাছিলের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধশালী করতে পারে।

৫. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের আশা পোষণ করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে রয়েছে উত্তম নমুনা (জীবনের সর্বক্ষেত্রের আদর্শ)। (সূরা -৩৩ আহযাব : আয়াত-২১)

৬. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ .

তুমি ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর এবং সংকাজের আদেশ কর আর জাহিলদেরকে এড়িয়ে চলো। (সূরা-৭ আরাফ : আয়াত-১৯৯)

## ২. রাসূল ﷺ এর উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

আর নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(সূরা-৬৮ কালাম : আয়াত-৪)

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاِحْشَاوًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ : اِنَّ مِنْ خِيَارِ كُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ অশ্লীলভাষী ও অসদাচরণের অধিকারী ছিলেন না। তিনি ঘোষণা করতেন : তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে চরিত্র নৈতিকতায় সর্বোত্তম।

(বুখারী : হাদীস নং ৩৫৫৯)

৩. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي : أُمَّ وَلَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا أَلَّا صَنَعْتَ .

৩. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ এর দশ বছর যাবত খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কিন্তু তিনি আমাকে কখনও “উহ” শব্দটি কিংবা কেন এ কাজটি করনি বা কেন এ কাজটি করেছ এরূপ কথা বলেননি। (বুখারী : হাদীস নং ৬০৩৮)

১. রাসূল ﷺ এর দানশীলতা

১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) يَقُولُ : مَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَا .

১. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এর নিকট কোন জিনিস চাইলে তিনি কখনো না শব্দটি উচ্চারণ করেননি।

(বুখারী : হাদীস নং ৬০৩৪)

২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেড়ে যেত যখন জিবরঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভ করতেন। জিবরঈল (আ) তাঁর সাথে রমযানের প্রতি রাতে সাক্ষাত করে তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত করাতেন। রাসূল করীম ﷺ দ্রুত প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও উত্তম দানশীল ছিলেন। (বুখারী : হাদীস নং-৬)

৩. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ .

৩. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল করীম ﷺ-এর নিকট ইসলামের নামে যা কিছু চাওয়া হত তা তিনি প্রদান করতেন। তিনি (আনাস) বলেন : একবার এক ব্যক্তি আগমন করলে তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে এমন সংখ্যক ছাগল দিলেন। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে বলল : হে সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর; কেননা মুহাম্মদ ﷺ এমন দান করেন যে, গরীব হওয়ার ভয় করেন না। (মুসলিম, হাদীস নং-২৩১২)

২. রাসূল ﷺ-এর লজ্জাশীলতা

১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বন্ধ কুটিরে পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন এমন কিছু দেখতেন যা তিনি অপছন্দ করতেন, তা তাঁর চেহারা মুবারকে ফুটে উঠলে আমরা বুঝতে পারতাম। (বুখারী : হাদীস নং-৬১০২)

৩. রাসূল ﷺ এর বিনয় ও নম্রতা

১. عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .

১. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : তিনি বলেন তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত (বাড়াবাড়ি) করো না, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (রা) প্রসঙ্গে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে : আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

(বুখারী হাদীস নং-৩৪৪৫)

২. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ : يَا أُمَّ فَلَانٍ أَنْظِرِي أَيُّ السِّكِّكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَعَتْ مِنْ حَاجَتِهَا .

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নির্বোধ এক নারী বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ﷺ বললেন : হে অমুকের মা! তুমি যে কোন রাস্তায় স্থান ইচ্ছা কর, যাতে আমি তোমার প্রয়োজন মিটাতে পারি। অতঃপর তিনি উক্ত নারীর প্রয়োজন শেষ হওয়া পর্যন্ত রাস্তার কোন স্থানে তার সাথে অবস্থান করলেন। (মুসলিম হাদীস নং-২৩২৬)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যদি আমাকে (পুত্র) বাহু অথবা পায়্যা খেতে আহ্বান করা হয় তবুও তার দাওয়াত গ্রহণ করব, আর যদি আমাকে (পুত্র) বাহু কিংবা পায়্যা হাদিয়া দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করব। (বুখারী, হাদীস নং-২৫৬৮)

#### ৪. রাসূল ﷺ এর সাহসিকতা

১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَنْطَلَقَ نَاسٌ قَبْلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاجِعًا، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرَيْ، فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ : لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطُّ .

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের চেয়ে সুশী, অধিক দানকারী ও অধিক সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অত:পর কিছু সংখ্যক লোক শব্দের দিকে রওয়ানা দিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগেই শব্দের দিকে চলে যান এবং ফিরে এসে তাদেরকে রাস্তায় দেখতে পান। তিনি তাঁর ঘাড়ে তরবারী নিয়ে আবু তালহার জিনবিহীন ঘোড়ার উপর আরোহণ করেছিলেন আর বলছিলেন : “তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে না, তোমরা ভয় কর না।” অত:পর তিনি বলেন : আমরা পেয়েছি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মতো দ্রুত বা এটি যেন সমুদ্রই অথচ ঘোড়াটি ছিল অদ্রুতগামী। (মুসলিম, হাদীস নং-২৩০৭)

২. عَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْاَعْدُوِّ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمئِذٍ بَأْسًا .

২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আশ্রয়ে ছিলাম। আর তিনি আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি শত্রুদের নিকটবর্তী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সেদিন অধিকতর সাহসী।

(আহমদ, হাদীস নং-৬৫৪)

৫. রাসূল ﷺ এর কোমল আচরণ

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَخْبَرَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعُوا وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে ফেলে। যার ফলে লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে অগ্রসর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন : তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবে পূর্ণ এক বালতি পানি ঢেলে দাও। বস্তুত: তোমাদেরকে নমনীয়তা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়। (বুখারী, হাদীস নং-৬১২৮)

۲. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَسْرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِنُوا وَلَا تُنْفِرُوا .

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা (মানুষের প্রতি) সহজতর হও এবং কঠিন হয়ো না। আর মানুষদেরকে শান্ত কর এবং তাড়িয়ে দিও না। (মুসলিম, হাদীস নং-১৭৩৪)

۳. عَنْ عَائِشَةَ (رض) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ .

৩. নবী করীম ﷺ এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : হে আয়েশা! নিশ্চয়ই আল্লাহ বিনয়ী, তিনি বিনয়তাকে ভালোবাসেন।

তিনি বিনয়তার ক্ষেত্রে যা প্রদান করেন কঠোরতা এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুতে প্রদান করেন না। (বুখারী, হাদীস নং-৬৯২৭)

## ৬. রাসূল ﷺ এর ক্ষমা প্রদর্শন

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

আর তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন কর ও মার্জনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা-৫ মায়িদা : আয়াত-১৩)

২. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبَعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ جُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا .

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখনই দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি সহজটিই গ্রহণ করে নিতেন, যদি তাতে পাপের সম্ভাবনা না হতো। আর যদি তা পাপের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে অধিকতর দূরে থাকতেন। নবী করীম ﷺ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করা হলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিশোধ নিতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৩৫৬০)

## ৭. রাসূল ﷺ এর দয়া

১. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمَ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট উমামা বিনতে আবুল আসকে কাধে নিয়ে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলেন। যখন রুকু করেন তখন (তাকে) রেখে দেন আর যখন উঠেন তখন তাকে উঠিয়ে নেন। (বুখারী, হাদীস নং-৫৯৯৬)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَبِيسٍ وَالتَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الثَّوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ .

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুশন করলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনে হাবেস আত-তামীমী বসাবস্থায় ছিলেন। আকরা বলেন : আমার দশজন সন্তান রয়েছে তাদের কাউকে চুশন করি না। রাসূলে করীম ﷺ তার তাকিয়ে করে বলেন : যে দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না। (বুখারী, হাদীস নং-৫৯৯৭)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيَطْوِلْ مَا شَاءَ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মানুষদের ইমামতি করে তখন যেন (সালাত) সহজ করে; কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষ থাকে। পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ যখন নিজে সালাত আদায় করে, তখন ইচ্ছেমত লম্বা করবে।

(বুখারী, হাদীস নং-৩০)

৮. খাদেমের প্রতি রাসূল ﷺ এর দয়া

রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন-

هُمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ .

তারা তোমাদেরই ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা তাদেরকে তাই খাওয়াবে যা তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করবে,



তাদের তাই পরিধান করাবে, যা তোমরা পরিধান করবে। তাদের ওপর ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর যদি ক্ষমতার বাইরে কোন কাজ চাপিয়ে দাও, তাহলে সে কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করবে।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৬৬১)

৯. শত্রুদের প্রতি রাসূল ﷺ-এর দয়া

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ .

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ইহুদি বালক নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিল। সে রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম ﷺ তাকে দেখার জন্য যান। তিনি তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন : তুমি ইসলাম কবুল কর। সে তখন তার নিকট উপস্থিত পিতার দিকে তাকালে পিতা তাকে বলল : আবুল কাসেম (নবী ﷺ)-এর কথা মেনে নাও, তখন সে ইসলাম কবুল করল। নবী করীম ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় বললেন : যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন।

(বুখারী, হাদীস নং-১৩৫৬)

১০. রাসূল ﷺ-এর হাসি

١. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-কে কখনও সবগুলো দাঁত দেখিয়ে হাসতে দেখিনি যার ফলে তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৬০৯২)

٢. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِهِ .

২. জ্বাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী করীম ﷺ আমাকে কখনও তার নিকট গমন করতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন তখনই মুচকি হেসে দেখেছেন।

(বুখারী, হাদীস নং-৬০৮৯)

১১. রাসূল ﷺ এর কান্না

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : اِقْرَأْ عَلَيَّ ؛ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَرَأْتُ سُورَةَ النَّسَاءِ حَتَّى آتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَذَا شَهِيدًا . النساء : قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন : “তুমি আমার প্রতি কুরআন পড়।” আমি বললাম : হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি কুরআন পড়ব, অথচ কুরআন আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ! আমি সূরা নিসা পাঠ করে যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম : “যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব এবং সকল বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করব। তখন তারা কি করবে?” তখন তিনি আমাকে বললেন : “এখন তোমার যথেষ্ট হয়েছে।” আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, তাঁর দু’ চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। (বুখারী, হাদীস নং-৫০৫০)

২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ (رض) قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحْمِيِّ مِنَ الْبُكَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে শিকীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল করীম ﷺ কে সালাত আদায় করতে দেখি এমতাবস্থায় তাঁর ভেতরে জাঁতা কলের শব্দের মত কান্নার আওয়াজ হচ্ছিল। নাসাই শরীফের বর্ণনায় রয়েছে “পাতিলের পানি ফুটার মত আওয়াজ হচ্ছিল।” (আবু দাউদ, হাদীস নং-৯০৪)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا.

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল কাসেম عليه السلام বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি- আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অধিক কাঁদতে এবং কম হাসতে।

৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

৪. আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ عليه السلام বলেছেন- কোন মুমিন বান্দার দু' চোখ থেকে আন্নাহর ভয়ে যদি মাছির মাখা পরিমাণ পানিও বের হয়ে তার গণ্ডদেশের উষ্ণতা অতিক্রম করে আন্নাহ তা কে আশুনের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিবেন। (ইবনে মাজা)

১২. আন্নাহর বিধানের ক্ষেত্রে রাসূল عليه السلام এর রাগ

১. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَفِي الثَّبِيتِ قِرَامٌ فِيهِ صُورٌ، فَتَلَوْنُ وَجْهَهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ، وَقَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ.

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম عليه السلام বাড়িতে আমার নিকট আসলেন। সে সময় ঘরে অনেক ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলানো ছিল। (এ দেখে) নবী করীম عليه السلام এর চেহারা মলিন হওয়া গেল। অতঃপর তিনি পর্দাটি নিয়ে ছিড়ে ফেলে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : নবী করীম عليه السلام তখন একথাও বলেন : যারা এসব প্রাণীর ছবি নির্মাণ করে, শেষ বিচার দিবসে তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৬১০৯)

২. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِئِلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي فِرْعَوْنَةَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّثِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيَنْجُوَنَّ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

২. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “এক ব্যক্তি রাসূল করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে বলল, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করি না। কারণ, সে সালাত অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সেদিন উপদেশ দেওয়ার সময় যতটা রাগন্বিত হতে দেখলাম ততটা রাগন্বিত হতে আর কোন দিন দেখিনি। তিনি বললেন : হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যারা বিরক্ত সৃষ্টি করে সালাত থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা সালাতের ইমামতি করবে তারা যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কেননা মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে। (বুখারী, হাদীস নং-৬১১০)

১৩. উম্মতের প্রতি নবী করীম ﷺ এর করুণা ও সহানুভূতি

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

۱. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ .

১. অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল ﷺ এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, ঈমানদারদের প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা-৯ তাওবা : আয়াত-১২৮)

২. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا

وَهُوَ يَذْبَهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا أَخِذْ بِحُجْرِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفْلَتُونَ  
مِنْ يَدِي .

২. জ্বাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার ও তোমাদের মধ্যের উপমা হলো ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। অতঃপর তাতে কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় পড়তে আরম্ভ করল। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি সেগুলোকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। অনুরূপ আমি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমর ধরে টানছি আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে পালাচ্ছ।

(মুসলিম হাদীস নং-২২৮৫)

১৪. জনগণের সাথে রাসূল ﷺ এর বিনোদনতা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخَالِطَنَا  
حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغِيرُ .

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার ছোট ভাইকে বললেন : ওহে আবু উমাইর! তোমর নুগাইর (পাখির বাচ্চাটি) কি হয়েছে?

(বুখারী হাদীস নং ৬১২৯)

১৫. রাসূল ﷺ এর দুনিয়া বিরাগী

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَّهُمْ  
ارْزُقُوا آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! মুহাম্মদের বংশধরের প্রয়োজনীয় রিযিক দান করুন।

(বুখারী হাদীস নং-৬৪৬০)

۲. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْذُ قَدِمَ  
الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بَرٍّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تَبَاعًا حَتَّى قُبِضَ .

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : মুহাম্মাদ ﷺ এর পরিবার মদীনায় আগমন করার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একাধারে তিন দিন গমের খাবার পেট ভরে খাননি। (বুখারী, হাদীস নং-৫৪১৬)

৩. عَنْ عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ (رض) كَانَتْ تَقُولُ : وَاللَّهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلِي فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أَوْقَدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارًا قَالَتْ يَا خَالَتُ : فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ؟ قَالَتْ : الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَاقِعُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَانِيهَا فَيَسْقِيْنَاهُ .

৩. উরওয়া (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন : ভাগিনা, আব্বাহর কসম! আমরা নতুন চাঁদ দেখতাম, পুনরায় নতুন চাঁদ দেখতাম। অতঃপর নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু' মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোন ঘরে চুলায় আগুন জ্বালানো হতো না। উরওয়া বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম খালা! তাহলে কি দ্বারা আপনাদের জীবিকা নির্বাহী হতো? তিনি জবাবে বলেন : দুটি কালো জিনিস দ্বারা : খেজুর ও পানি। আর এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কয়েক ঘর আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাদের কতিপয় দানের দুখাল উষ্ট্রী ও ছাগল ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য দুধ প্রেরণ করতেন যা থেকে তিনি আমাদের পান করাতেন। (বুখারী, হাদীস নং-২৫৬৭)

৪. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (رض) قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرْتَبَهُ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً .

৪. আমর ইবনে হারেছ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইস্তিকালের সময় দিনার, দিরহাম ও দাস-দাসী কিছুই ছেড়ে যাননি। শুধুমাত্র

একটি সাদা রঙের গাধা ও তাঁর অস্ত্র আর এক চিলতে জমি যা দান করে দিয়েছিলেন। (বুখারী, হাদীস নং-৪৪৬১)

১৬. রাসূল ﷺ এর ন্যায়পন্নায়ণতা

عَنْ عَائِشَةَ (رضد) أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ  
الَّتِي سَرَقَتْ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اتَّشَفَعْ فِي  
حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؛ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ  
الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا  
سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ  
فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত : মাখযুমী গোত্রের এক নারীর চুরি করা প্রসঙ্গে কুরাইশদেরকে উদ্দিগ্ন করে তুলে।..... (এতে আছে) উসামা নবী করীম ﷺ এর সাথে এ বিষয়ে কথা তুললে রাসূলুহুয়াহ ﷺ বলেন : তুমি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি মওকুফের সুপারিশ করছ? অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ দাঁড়িয়ে খুৎবায় বললেন : তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে; কারণ তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে কোন গরীব অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। (বুখারী, হাদীস নং-৩৪৭৫)

১৭. রাসূল ﷺ এর সহনশীলতা

عَنْ عَائِشَةَ (رضد) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ  
أَحَدٌ؟ فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ  
يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِئِيلَ بْنِ عَبْدِ

كُلَّالٍ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرَدْتُ فَأَنْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ  
وَجْهِهِ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَقَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا  
بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظْلَمْتَنِي فَنظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي  
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رُدُّوا عَلَيْكَ  
وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ  
فَنَادَانِي مَلَكَ الْجِبَالِ وَسَلَّمْ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ  
قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا مَلَكَ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثْنِي رَبُّكَ  
إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ  
الْأَخْشَبِينَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ  
مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! উহুদের দিনের চেয়েও বেশি বিপদের কোন দিন আপনার প্রতি ঘটেছিল কি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তোমার স্বগোত্রের পক্ষ থেকে সম্মুখীন হয়েছিলাম। আর আকাবার দিন তাদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যখন (তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে) নিজেকে ইবনে আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলালের নিকট (তায়েফে) উপস্থাপন করলাম। আমি যা চেয়েছিলাম তাতে কোন সাড়া দেয়নি। আমি সেখান থেকে বিষন্ন চেহারায় প্রত্যাভর্তন করলাম। অবশেষে 'কারনুল ছা'আলাব' নামক স্থানে এসে পৌঁছলে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে দেখি আমি একখণ্ড মেঘের ছাঁয়ার নিচে শয়ন করে আছি।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি তন্মধ্যে জিবরাঈল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন : আপনার জাতি আপনাকে যা বলেছে এবং জবাব দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন, তাদের বিষয়ে আপনার যা ইচ্ছা নির্দেশ করুন। তিনি বলেন : এরপর আমাকে পাহাড়ের ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন : হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কি



বলেছে আল্লাহ তা শ্রবণ করেছেন। আমি পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে আপনার পালনকর্তা আপনার নিকট পাঠিয়েছেন; যাতে করে আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করেন। যদি আপনি চান তবে “আখশাবাইন” দু’পাহাড়কে তাদের উপর চাপিয়ে দেব। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেন : “বরং আশা করি আল্লাহ তা’আলা তাদের ঔরস থেকে এমন সন্তান বের করবেন, যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে ও তার সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করবে না।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৭৯৫)

১৮. রাসূল ﷺ এর ধৈর্য ধারণ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَجَلُ إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنْ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَجَلٌ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট আসলাম, তখন তিনি পীড়িত আমি তাঁর দেহে হাত দিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দেহে অত্যন্ত জ্বর। তিনি বললেন : হ্যাঁ, তোমাদের দু’জনের সমান জ্বরে পতিত হয়েছে। (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি বললাম : তাহলে এতে আপনার দ্বিগুণ নেকী। তিনি বললেন : হ্যাঁ।

(বুখারী, হাদীস নং-৫৬৬৭)

٢. عَنْ خُبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ (رض) قَالَ : شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بِرِدَّةٍ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُوْنَا فَقَالَ : قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيَمْشَطُ بِأَمْشَاطٍ

الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ  
 لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِيبُ مِنْ صَنْعَاءِ إِلَى  
 حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّبَّ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ  
 تَسْتَعْجِلُونَ .

২. খাব্বাব ইবনে আরত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ  
 ﷺ এর নিকট এমন এক সময় অভিযোগ করলাম, যখন তিনি কা'বা ঘরের  
 ছায়ায় চাদর দিয়ে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। আমরা বললাম : আপনি  
 আমাদের জন্য কি সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দু'আ করবেন  
 না? তিনি বলেন : দেখ! তোমাদের পূর্বে যারা মু'মিন ছিল (তাদের প্রতি এমন  
 নির্যাতন হতো যে) তাদের কাউকে ধরে জমিনে গর্ত করে পুঁতে দেয়া হত।  
 অতঃপর তার মাথায় করাত রেখে দিখিত্তি করা হত। আর লোহার চিক্রনি দ্বারা  
 দেহের গোশত ও হাড় আলাদা করা হত। কিন্তু এমন নির্মম অত্যাচারও তাকে  
 দ্বীন থেকে টলাতে পারেনি। আদ্বাহর কসম! এ দ্বীন পূর্ণতা লাভ করবে, এমনকি  
 ভ্রমণকারী সান'আ থেকে হাজরা মাউত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে সফর করবে; কিন্তু আদ্বাহ  
 ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না। আর মেঘপালের জন্য একমাত্র বাঘের ভয়  
 অবশিষ্ট থাকবে; কিন্তু তোমরা আসলে তাড়াহুড়া করছ। (বুখারী, হাদীস নং-৬৯৪৩)

১৯. রাসূল ﷺ এর নসিহত

۱. كَانَ ﷺ يَقُولُ : لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَعِكُمْ قَلْبِلًا  
 وَكَبَكِبْتُمْ كَثِيرًا .

১. রাসূল ﷺ বলতেন : আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে কম  
 করে হাসতে এবং অধিক পরিমাণ কাঁদতে। (বুখারী, হাদীস নং-৪৬২)

۲. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : أَكْثَرُ مَا ذَكَرَهُ هَازِمُ اللَّذَاتِ .

২. রাসূল ﷺ বলতেন : মৃত্যুকে তোমরা অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।

(তিরমিযী, হাদীস নং- ২৩০৭)

৩. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

৩. রাসূল ﷺ বলতেন : কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক কথা বলা বন্ধ রাখা না জায়েয। দু'জনের সাক্ষাত হলে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এদের মাঝে উত্তম ব্যক্তি হলো যে সর্বপ্রথম সালাম দেয়। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৬০)

৪. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : إِبَائِكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَا جَسُورًا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُوتُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

৪. রাসূল ﷺ বলতেন : তোমরা কুখারনা করা থেকে বিরত থাক; কারণ কুখারনা করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি তালাশ করো না, গোয়েন্দাগীরি করো না, একে অন্যের উপর দাম বেশি বল না, আপোষে হিংসা কর না, একে অপরকে ঘৃণা কর না, একে অপরকে পশ্চাদ-দেখাবে না (সম্পর্ক ছিন্ন করবে না)। আর আপোষে সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

(বুখারী, হাদীস নং-৬০৬৬)

৫. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : لَا يَكُونُ اللِّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫. রাসূল ﷺ বলতেন : অভিশাপকারীরা শেষ বিচার দিবসে না সুপারিশকারী হবে, আর না হবে সাক্ষীদাতা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৯৮)

৬. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هُؤْلَاءَ بِوَجْهِهِ وَهُؤْلَاءَ بِوَجْهِهِ.

৬. রাসূল ﷺ বলতেন : দুই মুখের মানুষ (চোগলখোর) সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ। যে এর নিকট এক চেহারা নিয়ে আগমন করে এবং অপর জনের নিকট অন্য চেহারা নিয়ে আগমন করে। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫২৬)

۹. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৯. রাসূল ﷺ বলতেন : এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না এবং কোন দুষমনের নিকট অর্পণ করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহও তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে কোন মুসলিমের বিপদ দূর করে আল্লাহ তার শেষ বিচার দিবসের বিপদগুলোর বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ শেষ বিচার দিবসে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

(বুখারী, হাদীস নং-২৪৪২)

۸. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ .

৮. রাসূল ﷺ বলতেন : জুলুম করা থেকে তোমরা বিরত থাক; কারণ শেষ বিচার দিবসে জুলুমের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর তোমরা অতি লোভ-লালসা করা থেকে ভয় কর; কারণ লোভ-লালসা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিকে বিনাশ করেছিল। অতি লোভ তাদেরকে খুন-খারাপ ও হারাম জিনিসকে হালাল করতে উৎসাহিত করেছিল। (মুসলিম, হাদীস নং-২৫৭৮)

۹. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْشُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ .

৯. রাসূল ﷺ বলতেন : যখন তোমরা সামনে প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখের উপর মাটি নিক্ষেপ করবে। (মুসলিম, হাদীস নং-৩০০২)

১০. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : لَا تُزْكَوْا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْرِ مِنْكُمْ .

১০. রাসূল ﷺ বলতেন : তোমরা নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা কর না। আত্মাহুই তোমাদের মধ্যের সখলোকদের বেশি জানেন। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৪২)

১১. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

১১. রাসূল ﷺ বলতেন : কোন বিপদ নাযিল হলে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তাহলে বলবে : আত্মাহুই আস্থ্যিনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরাল্লী, ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইয়া কানাতিল ওয়াফাতু খাইরাল্লী।

হে আত্মাহুই আমাকে জীবিত রাখেন যতদিন আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণকর, আর আমাকে মৃত্যুদান করুন, যখন আমার জন্য কল্যাণকর হয়।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৫১)

১২. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ .

১২. রাসূল ﷺ বলতেন : তোমাদের মাঝে যে তার ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৯৯)

১৩. وَكَانَ ﷺ يَقُولُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ .

১৩. রাসূল ﷺ বলতেন : যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে আর না হয় চুপ থাকে। যে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সমাদর করে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৫)

### ৩. রাসূল ﷺ এর প্রকৃতি ও স্বভাব

১. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا  
لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ .

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখমণ্ডল ছিল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম আখলাক-চরিত্রের অধিকারী। তিনি বেশি লম্বা ছিলেন না এবং ঋটো ও ছিলেন না। (বুখারী, হাদীস নং-৩৫৪৯)

۲. وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا  
أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا .

২. রাসূল ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তখন তা বুঝার সুবিধার্থে তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোন গোত্রের নিকট এসে সালাম দিতেন, তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৯৫)

۳. وَكَانَ ﷺ إِذَا رَأَعَهُ شَيْءٌ قَالَ : هُوَ الَّذِي رِئِيَ لَا أُشْرِكُ بِهِ  
شَيْئًا .

৩. যখন রাসূল ﷺ কোন কিছুতে ভয়ভীতি অনুভব করতেন তখন তিনি বলতেন : তিনিই আমার পালনকর্তা, আমি তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না। (নাসাঈ হাদীস নং-৬৫৭)

۴. كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ وَحَشْوَةٌ مِنْ لَبْفٍ .

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিছানা ছিল চামড়ার। আর তার ভেতরের ভরাট ছিল খেজুরের আঁশ বা ছাল। (বুখারী হাদীস নং-৬৪৫৬)

৫. وَكَانَ ﷺ رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ.

৫. রাসূল ﷺ ছিলেন দয়ালু এবং তাঁর নিকট যে কেউ আসত তাকে কথা দিতেন আর যদি তাঁর নিকট থাকতো, তবে তাকে প্রদান করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং-২৮১)

৬. كَانَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ.

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষা ছিল সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি তাঁর ভাষা শ্রবণ করতে সহজেই বুঝতে পারতো। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৮৩৯)

৭. وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَبَقَطَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

৭. রাসূল ﷺ-এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করতেন অথবা নিশ্চুপ থাকতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৯৩৯)

৮. وَكَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَبَقَطَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

৮. রাসূল ﷺ সর্বদায় মিসওয়াক সাথে নিয়ে নিদ্রা যেতেন। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন প্রথমে মিসওয়াক করতেন। (আহমদ, হাদীস নং-৫৯৭৯)

৯. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ.

৯. রাসূল ﷺ পথ চলার সময় পেছনে পেছনে চলতেন; কারণ যাতে করে দুর্বলদের সাথে নিয়ে যেতে পারেন, প্রয়োজনে বাহনের পেছনে বসিয়ে নিতে পারেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-২৬৩৯)

১০. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ.

১০. রাসূল ﷺ যখন ঠাণ্ডা বেশি পড়ত তখন যোহরের সালাত তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন এবং যখন গরম বেশি পড়ত তখন ঠাণ্ডা করে (বিলম্ব করে) সালাত আদায় করতেন। (বুখারী, হাদীস নং-৯০৬)

১১. وَكَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ -

১১. রাসূল ﷺ যখন কোন অসুবিধা বোধ করতেন তখন “মু’আওবেযাত” তথা আশ্রয় চাওয়ার সূরা পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে উক্ত হাত দেহে মুছতেন।  
(মুসলিম, হাদীস নং-২১৯২)

১২. وَكَانَ إِذَا اِكْتَحَلَ اِكْتَحَلَ وِثْرًا وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِثْرًا -

১২. রাসূল ﷺ যখন (চোখে) সুরমা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় করে ব্যবহার করতেন এবং যখন (পেশাব-পায়খানা করার পরে পরিষ্কারের জন্য) টিলা ব্যবহার করতেন তখন বেজোড় টিলা ব্যবহার করতেন।  
(আহমদ, হাদীস নং-১৭৫৬২)

১৩. وَكَانَ تَعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ -

১৩. রাসূল ﷺ সুগন্ধি পছন্দ করতেন। (আহমদ, হাদীস নং-২৬৩৬৪)

১৪. وَكَانَ إِذَا آتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -

১৪. যখন রাসূল ﷺ এর নিকট আনন্দময় বিষয় আসত তখন আল্লাহ তা’আলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেতেন।  
(ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-১৩৯৪)

১৫. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى -

১৫. রাসূল ﷺ কে যখন কোন বিষয় চিন্তায় ফেলত তখন তিনি সালাত আরম্ভ করে দিতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৩১৯)

১৬. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ -



১৬. রাসূল ﷺ যখন খুতবা পাঠ করতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে উঠত, গলার আওয়াজ জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত। এমনকি মনে হতো তিনি যেন শত্রু বাহিনী থেকে সতর্ক করে বলছেন : তোমরা সকালেই আক্রান্ত হবে, তোমরা সন্ধ্যাই আক্রান্ত হবে। (মুসলিম, হাদীস নং-৮৬৭)

১৭. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ -

১৭. রাসূল ﷺ যখন গৃহে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৩)

১৮. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ -

১৮. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু'আ করতেন তখন প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৯৮৪)

১৯. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَهُ قِطْعَةً قَمْرٍ -

১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন আনন্দিত করা হতো তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, যেন তাঁর মুখমণ্ডল একখণ্ড চাঁদের টুকরা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৯)

২০. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرِهَ أَمْرًا قَالَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ -

২০. রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন কোন বিষয় বিপদগ্রস্ত করে তুলত তখন তিনি বলতেন : “ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু বিরহমাতিকা আসতাগীস”।

হে চিরঞ্জীব! হে সর্বস্বত্তার ধারক! তোমার রহমতের উসিলায় সাহায্যের দরখাস্ত করছি। (তিরমিযি, হাদীস নং-৩৫২৪)

২১. وَكَانَ ﷺ يَقْرَأُ مُتْرَسِلًا إِذَا مَرَّ بِأَيَّةٍ فِيهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعْوِذٍ -

২১. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেমে থেমে, আস্তে আস্তে (কুরআন) তিলাওয়াত করতেন। আর তাসবিহ্ উল্লেখ আছে এমন কোন আয়াত যখন তিলাওয়াত করতেন তখন তাসবিহ্ও পাঠ করতেন। আর যখন কোন কিছু চাওয়া প্রার্থনার আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন প্রার্থনা করতেন এবং যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোন আয়াত তিলাওয়াত করতেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

## ৪. যিকির-আজকার

কুরআনের বাণী-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَى  
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ  
هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টি বিষয়ে, (তারা বলে) হে আমাদের পালনকর্তা! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদেরকে তুমি জাহান্নামের থেকে রক্ষা কর।

(সূরা আল-ইমরান : ১৯০-১৯১)

### ১. জিকিরের ফযীলত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জিকিরের পদ্ধতি

আল্লাহর জিকিরকারীদের মাঝে রাসূলুল্লাহই ﷺ ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তিনি সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল আল্লাহর জিকির বা জিকির সংশ্লিষ্ট, তাঁর আদেশ ও নিষেধ এবং তাঁর শরীয়ত বর্ণনা ছিল সুমহান আল্লাহর জিকির এবং তাঁর পালনকর্তা নাম, গুণাবলী তাঁর কার্যাবলী ও বিধান প্রয়োগ সবই ছিল তাঁর প্রভুর জিকির। অনুরূপ রাসূল ﷺ এর পালনকর্তার প্রশংসা, তাসবিহ বা পবিত্রতা ঘোষণা, তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা, তাঁর কাছে প্রার্থনা, তাঁকে আহ্বান করা, তাঁকে ভয় করা ও তাঁর কাছে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা সবই ছিল আল্লাহর জিকির।

\* এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু জিকির উল্লেখ করেছি।

\* আল্লাহ তা'আলার জিকির যাবতীয় ইবাদতের মাঝে সহজ ইবাদত কিন্তু সবচেয়ে ফযীলত ও মর্যাদাপূর্ণ জিহ্বা নড়ানো দেহ নড়ানোর চেয়ে অনেক সহজ। এ জিকিরে আল্লাহ তা'আলা যে ফযীলত ও মহাপুরস্কার দিবেন তা অন্য কোন আমলে দিবেন না।

## ২. জিকির ও দোয়ার পদ্ধতি

যে সকল দু'আ বা জিকির উচ্চ আওয়াজ করার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য জিকির ও দু'আ নিম্নস্বরে করাই শরীয়তসম্মত।

### ১. কুরআনের বাণী-

وَأذْكُرُّ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  
بِالْغَدْوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَفْلِينَ۔

তোমার পালনকর্তাকে মনে মনে সবিনয়ে ও নিঃসংকোচে অনুচ্চস্বরে সকালে ও সন্ধ্যায় স্বরণ কর। আর (হে মুহাম্মাদ ﷺ) তুমি এ বিষয়ে গাফিল ও উদাসীন হবে না। (সূরা-৭ আ'রাফ : আয়াত-২০৫)

### ২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَذْعُرَا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ۖ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔

তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের পালনকর্তাকে ডাকবে, তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না। (সূরা-৭ আ'রাফ : আয়াত-৫৫) =

### ৩. জিকিরের উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলার জিকিরে বহু অনেক উপকার রয়েছে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। জিকির আল্লাহর সন্তুষ্ট হাছিল করায়, শয়তানকে দূর করে দেয়, কঠিন কাজকে সহজ করে দেয়, বিপদ-আপদ মুক্ত করে, অন্তর থেকে চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে, দেহ ও মনে শক্তি যোগায়, অন্তর ও মুখে উজ্জ্বলতা আনয়ন করে, রিয়িককে বরকতময় করে দেয় ও ভয়কে দূর করে দেয়। আর জিকির হলো জান্নাতে বৃক্ষ রোপণকারী।

আল্লাহ তা'আলার জিকির গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। কবরের আযাব থেকে মুক্তি দান করে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে ব্যবধান দূর করে এবং আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করে দেয় ও তার দিকে প্রত্যাভর্তন ও নৈকট্য হাছিল করে দেয়। আল্লাহর জিকির জিকিরকারীকে শক্তি দান করে। আর জিকিরকারীকে সম্মান, মহস্ব ও উজ্জ্বলতা প্রদান করে। আর জিকিরই হলো জিকিরকারীর ওপর প্রশান্তি নাথিলের উপকরণ। আল্লাহ তা'আলার রহমত জিকিরকারীকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট তার বর্ণনা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাদের নিকট তাকে

নিয়ে অহংকার করে থাকেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সার্বক্ষণিক তাঁর জিকির করার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا - وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

(সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-৪১-৪২)

৪. বাকিরাভূস সালিহা তথা স্থায়ী নেক আমল

১. “সুবহানালাহ” যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রভুত্বে ও তাঁর ইবাদতে অংশীদার স্থাপন না করা ও তাঁর নামে ও গুণে কোন প্রকার সাদৃশ্য স্থাপন না করা।
২. “আলহামদু লিল্লাহ” যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা। তিনি তাঁর সত্ত্বায়, নামে ও গুণে প্রশংসিত। আর তিনি তাঁর কাজ, নে'আমত প্রদানের ক্ষেত্রে এবং তাঁর দীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে প্রশংসিত।
৩. “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। এ কালেমাই সমস্ত সৃষ্টিজীবের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র লা শারীক আল্লাহর ইবাদতকে স্থির করে।
৪. “আল্লাহ আকবার” আল্লাহ তা'আলার সুমহান গুণ ও তাঁর আজমত (মাহাত্ম) ও কিবরিয়াতে (বড়ত্বে) তিনি একক তার কোন শরীফ নেই বলে ঘোষণা করা।
৫. “লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ” আল্লাহ তা'আলা সকল কিছু পরিবর্তনের একক সত্তা, অবস্থার পরিবর্তন আল্লাহই করে থাকেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা কোন কাজই সমাধা করতে পারি না।

৫. আল্লাহর জিকিরের কবীলত

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ -

সুতরাং, তোমরা আমাকেই স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো।  
আর তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

(সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৫২)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ  
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো,  
আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়। (সূরা-১৩ রাদ : আয়াত-২৮)

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا .

আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণকারী নর-নারীগণ, আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন  
ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৫)

৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ  
تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنِ  
ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنِ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ  
فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنِ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا  
وَإِنِ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنِ اتَّانَى بِمَشْيِ  
أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً .

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ ইরশাদ  
করেছেন : আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন : “আমি আমার বান্দার নিকট আমার  
বিষয়ে তার ধারণা অনুযায়ী। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার  
সাথে, সে যখন আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে অন্তরে স্মরণ  
করি। সে যখন কোন সম্মানিত ব্যক্তির সামনে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার

চেয়ে উচ্চ সম্মানিত ব্যক্তির নিকট তাকে স্বরণ করে থাকি। সে যদি আমার দিকে এক বিষত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে প্রসারিত হস্তদ্বয় পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে গমন করি। (বুখারী, হাদীস নং-৭৪০৫)

৫. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ .

৫. আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলাকে স্বরণকারী ও তার স্বরণ থেকে উদাসীন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হলো : জীবিত ও মৃত ব্যক্তির সমতুল্য। (বুখারী, হাদীস নং-৬৪০৭)

৬. জিকিরের মজলিসের ফযীলত

عَنْ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَالثَّخَفِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَفْعَدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

আল-আগারর আবু মুসলিম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) প্রসঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা নবী করীম ﷺ এর নিকট হাজির থেকে শুনেছেন, তিনি ﷺ বলেন : কোন দল যখন একত্রে বসে আল্লাহ তা'আলার জিকির করতে থাকে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলার রহমত তাদেরকে আবৃত করে ফেলে ও তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের নিকট তাদের নাম উল্লেখ করেন। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০০)

৭. প্রত্যেক মজলিসে আল্লাহর জিকির ও রাসূল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً -

সুতরাং তুমি তোমার পালনকর্তার নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। (সূরা-৭৩ মুম্বাশেহল : আয়াত-৮)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন : কোন দল যদি কোন বৈঠকে আল্লাহ তা'আলার জিকির ও নবী করীম ﷺ এর ওপর দরুদ না পড়ে, তবে তাদের জন্য সে বৈঠক আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহ চাইলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। (আহমদ, হাদীস নং-৯৫৮০)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِبْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةٌ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেন : কোন সম্প্রদায় কোন বৈঠক শেষ করল, যাতে আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করল না, তারা যেন দুর্গন্ধময় গাধার মরদেহ নিয়ে উঠল, আর সে বৈঠক তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৮০)

৮. সর্বদা জিকির করার ফযীলত

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টির সৃজনে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা করে বলে যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি এটা অনর্থ সৃষ্টি করেননি, আপনিই পবিত্রত। অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।

[সূরা-৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১৯০-১৯১]

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

সালাত শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোঁজ করবে ও আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফল হও।

(সূরা -৬২ জুমু'আ : আয়াত-১০)

۳. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ شَرَانِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শরীয়তে এমন অনেক কাজ রয়েছে তার মধ্যে এমন আমল শিক্ষা দিন যা আমি সর্বদা পালন করতে পারি। রাসূলে করীম ﷺ বলেন : তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত রাখবে।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৭৫)

۴. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ



وَحَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَحَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا  
 عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلَىٰ قَالَ  
 ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى .

৪. আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: আমি কি তোমাদের উত্তম আমলের কথা বলব না, যা তোমাদের পালনকর্তার নিকট অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর রাস্তায়) সোনা-রূপা খরচ করা অপেক্ষাও উত্তম। আর তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চেয়েও অধিক উত্তম? তাঁরা বললেন, জী; বলুন, তিনি বললেন: “আল্লাহর জিকির তথা স্মরণ করা। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৩৭৫)

۵. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَىٰ  
 كُلِّ اَحْيَانِهٖ .

৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সব সময় আল্লাহর জিকির করতেন। (মুসলিম, হাদীস নং-৩৭৩)

# জিকিরের প্রকার

## ৫. সকাল-সন্ধ্যার জিকির

### ১. জিকিরের সময়

সকাল : ফজর সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিকিরের উত্তম সময়।

সন্ধ্যা : আসর সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে কেউ যদি উল্লেখিত সময় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, তার জন্য অন্য সময় পড়াতে কোন সমস্যা নেই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ -

এবং তোমার পালনকর্তার সপ্রশংসা-পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা সূ-ফ : আয়াত-৩৯)

### ২. সকাল-সন্ধ্যার জিকির

১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْزَادَ عَلَيْهِ -

وَفِي لَفْظٍ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ -

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় [সুবহানালাহি ওয়া বিহামদিহি] অর্থ :

(আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।) একশত বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে অধিক নেকী নিয়ে কেউ আসতে পারবে না, তবে কেউ যদি তার সমান বা তার চেয়ে অধিক পাঠ করতে থাকে তার কথা আলাদা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯২) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : যে ব্যক্তি এ জিকিরটি প্রতি দিন একশত বার পড়বে তার জীবনের যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সাগরের ফেনার সমতুল্য হয় না কেন।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯১)

۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسَى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدًا عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্, লাহ্লামুলকু ওয়ালাহ্লামহামদ, ওয়াহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

অর্থ : (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।) একশত বার পাঠ করবে, সে দশজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত নেক লেখা হবে ও একশত পাপ মোচন করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে সে নিরাপদে থাকবে। আর তার চেয়ে অধিক নেকীর অধিকারী কেউ হবে না, তবে যে ব্যক্তি তার সমতুল্য বা অধিক পাঠ করবে তার কথা আলাদা। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯১)

۳. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَبْدُ الْأِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

صَنَعْتُ أَبَوْهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبَوْهُ بِذَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

৩. শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন : সায়েয়দুল ইস্তেগফার হলো তুমি বলবে : [আল্লাহ্মা আন্তা রাক্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা খালাক্বুতানী ওয়া আনা 'আন্দুক, ওয়া আনা 'আলা 'আহদিক। ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বুত্বু, আ'উযুবিকা মিন শাররি মা সনা'ত্বু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযান্নী, ফাগফির লী ফাইল্লাহ লা ইয়াগফিরক্ব য়ুনবা ইল্লা আন্তা]।

অর্থ (হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার গোলাম। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার ওপর তোমার যে নে'আমত রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ ওনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় দোয়াটি অটল বিশ্বাসের সাথে পাঠ করে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে ব্যক্তি এ দোয়াটি বিশ্বাসের সাথে রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতের অধিবাসী হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩০৬)

٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ

اللَّيْلَةَ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسَوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ  
 الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ সন্ধ্যা বেলায় বলতেন :[আমসাইনা ওয়া আমসালমুলকু লিল্লাহ, ওয়ালাহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ, আব্বাহুয়া ইন্নী আসআলুকা মিন খইরি হাযিহিল লাইলাতি ওয়া খইরি মা ফীহা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা, আব্বাহুয়া ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল কাসালি ওয়ালাহারামি ওয়া সূয়িল কিবার্ ওয়া ফিৎনাতিদ দুনিয়া ওয়া 'আযাবিল কুবর]

অর্থ : আমরা এবং গোটা বিশ্ব জগত আব্বাহর আরাধনার ও আনুগত্যের জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর যাবতীয় প্রশংসা আব্বাহর জন্য, আব্বাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তার। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে পালনকর্তা! এ রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু কল্যাণ নিহিত আছে আমি তোমার নিকট তার প্রার্থনা করছি। আর এ রাতের মাঝে এবং তার পরে যা কিছু অকল্যাণ নিহিত আছে, তা হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। প্রভু! অলস্য এবং বার্ধ্যাক্যের কষ্ট থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। প্রভু! জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।) আর সকালেও এ দু'আ পাঠ করতেন তবে

أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا শব্দদ্বয়ের পরিবর্তে

۵. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا  
 أَصْبَحَ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ  
 نَمُوتُ وَالْيَاكُ النَّشُورُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ  
 نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَالْيَاكُ الْمَصِيرُ۔

৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ সকালে বলতেন : [আল্লাহু বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকাননশূর] অর্থ : (হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি ও তোমার নামেই আমরা সন্ধ্যা করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে।) আর সন্ধ্যায় বলতেন : [আল্লাহু বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা আসবাহনা ওয়া বিকা নাহইয়া ওয়া বিকা নামুতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর]। হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমরা সন্ধ্যা করেছি ও তোমার নামেই আমরা সকাল করেছি এবং তোমার নামেই বেঁচে আছি ও তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নিকট আমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৬৮)

৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ۖ الصِّدِّيقَ (رض) سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَيَّ مُسْلِمًا.

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম ﷺ কে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি সকালে-ও-সন্ধ্যায় পড়ব। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন : হে আবু বকর! সকাল-সন্ধ্যায় তুমি পড়বে : [আল্লাহু ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়ালআরয, আলিমাল গাইবি ওয়াশশাহাদাহ, লা ইলাহা ইল্লা আস্তা, রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহ, আউযুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্বানি ওয়া শিরকিহ, ওয়া আন আকুতারিফা 'আলা নাফসী সূয়ান্ আও আজুররুহু ইলা মুসলিম] অর্থ : (হে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সৃষ্টিকারী! হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা! প্রত্যেক বস্তুর পালনকর্তা

ও অধিপতি! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ থেকে এবং শয়তানের মন্দ ও শিরক থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমি নিজের অনিষ্ট থেকে এবং কোন মুসলমানের অনিষ্ট করা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫২৯)

٧. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُ هُذَلَاءِ الدُّعَوَاتِ حِينَ يُمَسِّي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي وَأَحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي -

৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আগুলো কখনো পরিত্যাগ করতেন না। [আব্দুল্লাহু ইব্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল'আফিয়াতা ফিদুনওয়া ওয়ালআখিরাহ্, আব্দুল্লাহু ইব্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল'আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনয়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মালী, আব্দুল্লাহুয়াসতুর 'আওরা-তী ওয়া আমিন রও'আতী ওয়াহফাযনী মিন বাইনা ওয়া মিন খলফী ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী ওয়া মিন ফাওক্বী ওয়া আ'উয বিকা আন উগতালা মিন তাহতী] অর্থ : (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি ক্ষমার আর কামনা করছি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজনের এবং আমার সম্পদের নিরাপত্তার। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ আড়াল করে রাখ, চিন্তাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পর্যবসিত করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখের বিপদ থেকে এবং পশ্চাদের বিপদ থেকে, আমার ডানের বিপদ থেকে এবং বামের বিপদ থেকে, আর উপরের গজব থেকে। তোমার মহত্বের উসিলায় তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার নিম্নদেশ থেকে আগত বিপদ থেকে অর্থাৎ মাটি ধসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৮৭১)

৪. عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَوَّهَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِدْلٌ رَقَبَةٍ مِنْ وَكْدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ .

৮. আবু আয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : “যে ব্যক্তি সকালে এ দু’আটি পড়বে : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহলমুলকু ওয়ালাহলহামদু ওয়াহুওয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর] অর্থ : (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, একচ্ছত্র মালিকানা শুধু তাঁর, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।) সে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশ থেকে একজন দাস মুক্ত করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে ও দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। আর সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত উক্ত ফযীলত প্রাপ্ত হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৭৭)

৯. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ .

৯. উসমান ইবনে ‘আফফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : “কোন ব্যক্তি যদি এ দু’আটি- [মিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা‘আসমিহী শাইয়ুন ফিলআরদি ওয়া লা ফিসসামায়ি ওয়া হুয়াসসামী‘উল ‘আলীম] অর্থ : (আমি শুরু করছি সেই



আদ্বাহর নামে, যার নামের সাথে দুনিয়া ও আকাশের কোন বস্তু ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়ে তাহলে তাকে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

(ইবনে মাজ্জাহ, হাদীস নং-৩৮৯৬)

১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى : أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

১০. আব্দুল্লাহ ইবনে আবজা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়াটি পড়তেন। [আসবাহনা 'আলা ফিতুরতিল ইসলাম, ওয়া 'আলা কালিমাতিল ইখলাস, ওয়া 'আলা ধীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন ﷺ ওয়া 'আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাও' ওয়া মা কানা মিনাল মুশরিকীন] অর্থ : (আদ্বাহর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিত্বাতের ওপর ও এখলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ধীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ট মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (আহমদ, হাদীস নং-১৫৪৩৪)

১১. عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ (رض) أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ فِيهِ تَمْرٌ وَأَنَّهُ كَانَ يَتَعَاهَدُهُ، فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ، فَإِذَا هُوَ بِدَائِبَةِ شَبِّهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَقُلْتُ لَهُ أَجِنِّي أَمْ أَنْسِي؟ قَالَ بَلْ جِنِّي - وَفِيهِ - فَقَالَ أَبِي فَمَا يَنْجِينَا مِنْكُمْ؟ قَالَ : هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ... مَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنْهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ

مِنَّا حَتَّىٰ يُمْسِيَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : صَدَقَ الْخَبِيثُ .

১১. উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, পাথরে পরিবেষ্টিত একটি স্থানে তিনি খেজুর সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন, যা দিনে-দিনে হ্রাস পাচ্ছিল। এক রাতে তিনি স্থানটিতে পাহারায় ছিলেন। এমন সময় তিনি পরিপূর্ণ বয়সের একটি জন্তু দেখতে পেলেন। জন্তুটি তাকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি জ্বীন সম্প্রদায়ভুক্ত নাকি মানব সম্প্রদায়ের? জবাবে সে বলল : আমি জ্বীন সম্প্রদায়ভুক্ত। ... কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার কোন পথ আছে কি? সে বলল : সূরা বাক্বারার [২৫৫ নং] আয়াত ... اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ...

যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় আয়াতটি তিলাওয়াত করবে সকাল হওয়া পর্যন্ত সে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়বে সে আমাদের ক্ষতি থেকে নিরাপদে থাকবে। সকাল হলে উবাই (রা) নবী করীম ﷺ এর নিকট এলেন এবং উক্ত ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন, শুনে তিনি বললেন : দুই দুরাচার সত্য কথাই বলেছে। (হাকেম, হাদীস নং-২০৬৪)

۱۲. عَنْ ثَوْبَانَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُمْسِي أَوْ يُصْبِحُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১২. সাউবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আটি : [রদীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিলইসলামি দ্বীনা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যা] অর্থ : আমি আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নবী হিসেবে লাভ করে সন্তুষ্ট। ৩ বার পাঠ করবে, শেষ বিচার দিবসে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তুষ্ট করবেন। (আহমদ, হাদীস নং-২৩৪৯১)

১৩. عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ بِنَا ... فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ : قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَيْءٍ .

১৩. মু'আয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা বৃষ্টিময় অন্ধকার রাতে আমরা নবী করীম صلى الله عليه وسلم এর অপেক্ষায় প্রহর গুনছি, তিনি আমাদের সালাত পড়াবেন। অতঃপর নবী করীম صلى الله عليه وسلم আমাদের সালাত পড়ানোর উদ্দেশ্যে বের হলেন। এরপর আমাকে বললেন : “পড়” আমি বললাম : কি পড়ব? তিনি বললেন : সকাল ও সন্ধ্যায় সূরা এখলাস ও সূরা নাস ও ফালাক পড়ব। এটি তোমার সবকিছু থেকে সংরক্ষণ করবে। (নাসাঈ, হাদীস নং-৫৪২৮)

১৪. عَنْ أَبِي مَالِكٍ (رضد) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبِرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ .

১৪. আবু মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম صلى الله عليه وسلم এরশাদ করেছেন তোমাদের মধ্যে যে কেউ সকালে উপনীত হলে এ দু'আ পড়বে : [আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন, আলাহুমা ইন্নী আসআলুকা খইরা হাযাল ইয়াওমা ফাতহাহ ওয়া নাসরাহ ওয়া নূরাহ ওয়া বারাকাতাহ ওয়া হুদাহ, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বা'দাহ]

অর্থ : আমরা এবং বিশ্ব জগত আল্লাহর প্রার্থনায় ও আনুগত্যের জন্য সকালে উপনীত হয়েছি। হে রব! আমি তোমার সমীপে এ সকালের সর্বমঙ্গল, বিজয়,

সাহায্য, জ্যোতি, বরকত ও হিদায়াত প্রার্থনা করছি। আর এর মাঝে ও পরের সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অনুরূপ যখন সন্ধ্যা উপনীত হবে তখন বলবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-৫০৮৪)

কিন্তু সন্ধ্যায় বলবে : আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি।

১৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُولَ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَبْتَ : يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، فَاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ .

১৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ফাতেমাকে বললেন : তোমাকে আমি সকাল সন্ধ্যায় যা পাঠ করতে বলেছি তা পাঠ করতে বাধা কোথায়? তুমি যখন সকাল ও বিকাল আসবে তখন বলবে : ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বইয়্যুমু বিরহমাতিকা আসতাগীছ, ফাআসলিহ্ লী শা'নী কুল্লাহ, ওয়া লা তাকিলনী ইলা নাকসী তুরফাতা 'আইনীনা। অর্থ : (হে চিরজীবী! চিরস্থায়ী! তোমার রহমতের উছলায় তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তুমি আমার সর্বাবস্থাকে ঠিক করে দাও এবং এক মুহূর্তের জন্য আমাকে আমার নিজেই ওপর অর্পণ করো না। (নাসাঈ, হাদীস নং-১০৪০৫)

১৬. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِي : حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَّاهُ اللَّهُ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

১৬. আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আটি সাতবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকাল পরকালের সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখবেন। [হাসবিয়ান্নাহ লা ইলাহা ইল্লা হওয়া 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হওয়া রক্বুল

‘আরশিল ‘আবীম] অর্থ : (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি তাঁরই ওপর ভরসা করছি, তিনিই মহা আরশের মালিক।)

(যাদুল মা‘আদ : ২/২৭৬)

### ৩. সকালে যা বলবে

عَنْ جُوَيْرِيَةَ (رضا) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْعَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَيَّ الْحَالِ النَّيِّ فَارْقُنْكِ عَلَيْهَا؛ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ قُلْتِ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتِ بِمَا قُلْتِ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتَهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

জুওয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে তাকে সেখানে রেখে বাইরে গমন করেন। তিনি ﷺ চাশতের সময় ফিরে এসে দেখেন জুওয়াইরিয়া সেখানেই বসে আছেন। তখন নবী করীম ﷺ বলেন : “তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছি সেভাবেই আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নবী করীম ﷺ বললেন : “তোমার পরে আমি ৪টি শব্দ বলেছি যা তুমি এ যাবত বলেছ তার সমপরিমাণ গুণন। “সুবহানায়াহি ওয়া বিহামদিহ, ‘আদাদা খলক্বিহ, ওয়া রিদা নাফসিহ, ওয়া যিনাতা ‘আরশিহ, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৭২৬)

### ৪. বিকালে যা বলবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضا) أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتِ حِينَ أَمْسَبْتَ أَعْوَدُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرِّي.

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক নবী করীম ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! গতকাল আমি বিচ্ছুর কামড়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম, নবী করীম ﷺ বললেন : তুমি যদি সন্ধ্যায় বলতে : [আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক] অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর (সুন্দর নামগুলোর) উসিলায়, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারতো না। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৯)

৫. রাতে যা বলবে

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَرَأَ  
بِالْآيَاتِينَ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

আবু মাসউদ আল-বাদারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত রাতে তিলাওয়াত করবে, সে রাতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। (বুখারী, হাদীস নং-৪০০৮)

## ৬. সাধারণ জিকির

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাসবীহ (সুবাহনাল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহ আকবার) ও এস্তেগফার বা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাসহ সার্বক্ষণিক পড়ার মত শরীয়তসম্মত জিকিরগুলো উল্লেখ করেছি-

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَلِمَتَانِ  
حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي  
الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ .

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : দুটি এমন বাক্য আছে, যা বলতে সহজ, শেষ বিচার দিবসে মিয়ানে তা হবে অনেক ভারী, দয়াময় আল্লাহর নিকট তা অতি পছন্দনীয়, তা হলো : [সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ সুবাহানাল্লাহিল আযীম]। (বুখারীর সর্বশেষ হাদীস)

২. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بَيِّهِنَّ بَدَأَتْ .

২. সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয় বাক্য হলো চারটি : [সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ও আল্লাহ আকবার] যে কোনটি থেকে আরম্ভ কর তাতে তোমার কোন অসুবিধা নেই। (মুসলিম, হাদীস নং-২১৩৭)

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

৩. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আকবার” পড়া দুনিয়ার সকল বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৫)

عَنْ أَبِي مَالِكٍ ۖ الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنَّ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَانِعٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا .

৪. আবু মালেক আল-আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধাংশ এবং [আল-হামদু লিল্লাহ] শেষ বিচার দিবসে মিয়ানকে পূর্ণ করে দিবে এবং [সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি] আকাশ ও জমিনসমূহকে পূর্ণ করে দেয়। আর সালাত হলো নূর-জ্যোতি, দান-খয়রাত হলো দলিল, ধৈর্য হলো আলো। এ ছাড়া কুরআন তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। মানুষ প্রতিদিন সকাল বেলা তার জীবনকে বিক্রি করে, কেউ মুক্ত করে আবার অনেকেই তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

(মুসলিম, হাদীস নং-২২৩)

৫. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) سئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَاتِكَبِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ.

৫. আবু গিফারী যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বাক্যটি উত্তম এ প্রশ্নে রাসূলে করীম ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন : যে বাক্যটি আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা অথবা তাঁর বান্দাদের জন্য নির্বাচন করেছেন সেটিই উত্তম। আর তা হলো : [সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহ]। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭৩১)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِحُلَسَانِهِ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ حُلَسَانِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ.

৬. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট ছিলাম, তিনি আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মাঝে কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার সওয়াব হাছিল করতে সক্ষম? বৈঠকে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমাদের কেউ কীভাবে এক হাজার সওয়াব হাছিল করবে? রাসূলে করীম ﷺ বলেন : “একশত বার [সুবহানাল্লাহ] পড়বে, তবে তার আমলনামায় এক হাজার সওয়াব লেখা হবে এবং এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৮)

۷. عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

৭. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি [সুবহানাল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহ] পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে। (তিরমিধী, হাদীস নং-৩৪৬৫)



৪. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَتَّصَارِيِّ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَدِّ اسْمَعِيلَ .

৮. আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এ জিকিরটি দশবার পড়বে, সে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাস আযাদ করার নেকী হাছিল করবে। আর তা হলো : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।  
(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৩)

৯. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَلَّمْنِي كَلِمًا أَقُولُهُ قَالَ : قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . قَالَ فَهَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ : قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي .

৯. সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক বেদুইন ব্যক্তি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি পড়ব। নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি বলবে : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ, আল্লাহ্ আকবার কাবীরা, ওয়ালাহামদু লিল্লাহি কাসীরা, সুবহানাল্লাহি রক্বিল 'আলামীন, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আজ্জীজিল হাকীম] সে ব্যক্তি বলল : এ তো হলো আমার পালনকর্তার জন্য, তবে আমার জন্য কি? তিনি বলেন : বলো : [আল্লাহুয়াগফির লী, ওয়াহরহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াহরজুক্বনী।" (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৬)

১০. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَأَشْهَدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ . مَنْ قَالَهَا مَرَّةً أَعْتَقَ اللَّهُ تُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ تُلُثَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ .

১০. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এ দোয়া ১ বার পড়বে, আল্লাহ তার এক-তৃতীয়াংশকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি ২ বার পড়বে তার দুই তৃতীয়াংশকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি ৩ বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পূর্ণভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। দু'আটি হলো : [আল্লাহুয়া ইন্নী উশহিদুকা ওয়া উশহিদু মালায়িকাতাক, ওয়া উশহিদু হামালাতা 'আরশিক, ওয়া উশহিদু মান ফিসসামাওয়াতি ওয়া মান ফিলআরাদ, আন্বাকা আন্তাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আস্তা, ওয়াহদাকা লা শারীকা লাক, ওয়া আশহাদু আন্বা মুহাম্মাদান 'আব্দুকা ওয়া রসূলুক]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমাকে ও তোমার ফেরেশতাদের ও তোমার আরশবহনকারীদের এবং আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তাদেরকেও সাক্ষী করে বলছি : তুমি আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তুমি একক, তোমার কোন শরীফ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল।

(হাকেম, হাদীস নং-১৯২০)

১১. عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَىٍّ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رُكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى .

১১. আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : প্রত্যহ সকাল বেলা তোমাদের সকলের উপর তার প্রতিটি জোড়ার পক্ষ থেকে দান করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তবে তার প্রতিটি [সুবহানাল্লাহ] পড়া একটি দান, তার প্রতিবার [আল-হামদুলিল্লাহ] বলা একটি দান, তার প্রতিবার [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ] পড়া একটি দান, তার প্রতিবার [আল্লাহ আকবার] বলা একটি দান, তার প্রতিটি সংকাজের আদেশ একটি দান, তার প্রতিটি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা একটি দান। তবে যদি কেউ দু' রাকা'আত চাশতের সালাত আদায় করে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসলিম, হাদীস নং-৭২০)

۱۲. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

১২. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বলবে : [রদীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিলইসলামি ধীনা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলা] তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। অর্থ: আমি আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে, ইসলামকে ধীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবীরূপে লাভ করে সম্বুষ্ট। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫২৯)

۱۳. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

১৩. আবু মুসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ তাকে বললেন : আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার প্রসঙ্গে জানাব না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। হ্যাঁ, অবশ্যই বলবেন অত:পর তিনি বললেন : তা হলো : [লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ] (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৪)

۱۴. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً .

১৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আল্লাহর কসম করে বলছি আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩০৭)

۱۵. عَنِ الْأَعْرَابِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ .

১৫. আল-আগারর আল-মুযান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আমার অন্তর কুয়াশাচ্ছন্ন হয়; তাই আমি প্রতিদিন একশত বার করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। (বুখারী, হাদীস নং-২৭০২)

۱۶. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا .

১৬. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। (মুসলিম, হাদীস নং-৪০৮)

۱۷. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثًا، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَ قَارًا مِنَ الزَّحْفِ .

১৭. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: তিনি বলেন : যে ব্যক্তি এ দু'আটি তিনবার পড়বে তার জীবনের সকল পাপকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে থাকে। দু'আটি হলো : [আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বয়ইউমু ওয়া আতুব্ব ইলাইহ] অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করছি যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরজীব ও সর্বসত্তার ধারক।

(হাকেম, হাদীস নং-২৫৫০)

## নির্দিষ্ট জিকির

### ৭. সাধারণ অবস্থার জিকির

১. কাপড় পরিধানের সময় যা পড়তে হবে-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَمَنْ لَبَسَ ثَوْبًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ -

মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পড়বে : [আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযাসসাওবা ওয়ারাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া লা কুওয়াহ] তার পূর্ববর্তী জীবনের যাবতীয় পাপরাশি মাফ করে দেয়া হবে  
অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করালেন এবং তার সামর্থ্য দান করলেন, যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোন উপায় উদ্যোগ, ছিল না, কোন শক্তি সামর্থ্য। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩)

২. নতুন কাপড় পরিধানের সময় কোন দু'আ পড়বে ও তাকে যা বলা হবে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ .

১. আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন পোশাকের নাম উল্লেখ করে

বলতেন : [আল্লাহুমা লাকাল হামদু আস্তা কাসাওতানীহু, আসআলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরি মা সুনি'আ লাহ, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহ্]

অর্থ : হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার। তুমিই আমাকে পোশাক পরিধান করায়েছ, আমি এর কল্যাণ ও এর জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ ও এর যে অকল্যাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩)

عَنْ أُمِّ خَالِدٍ (رض) قَالَتْ : أتى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ : مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ؟ فَاسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ : (أَتُونِي بِأُمَّ خَالِدٍ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَسْنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ (أَبْلَى وَأَخْلَقِي) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عِلْمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِبِيَدِهِ إِلَى وَيَقُولُ : يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاءُ وَيَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاءُ

উম্মে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট বেশ কিছু পোশাক আনা হলো, সেগুলোর মধ্যে ছিল একটি কালো চাদর। রাসূলে ﷺ বলেন : “তোমরা কাকে এ কালো চাদরটি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ কর? সকলেই চুপ থাকল। অতঃপর নবী ﷺ বললেন : “তোমরা উম্মে খালেদকে আহ্বান করে নিয়ে এসো।” আমাকে নবী ﷺ এর নিকট আনয়ন করলে তিনি নিজ হাতে আমাকে চাদরটি পরিধান করিয়ে দুবার বললেন : [আবলী ওয়া আখলিকী] আর বারবার পোশাকের দিকে তাকিয়ে বললেন : “হে উম্মু খালেদ! এটা অতি চমৎকার জামা। (বুখারী, হাদীস নং : ৫৮৪৫)

৩. বাড়িতে প্রবেশ করার সময় দু'আ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ

وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمْ أَلْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمْ أَلْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ-

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যখন কোন ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশকালে ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, এ বাড়িতে তোমাদের থাকা ও খাবার কোন ধরনের অবকাশ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি বাড়িতে প্রবেশকালে ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে, তখন শয়তান অন্যদের লক্ষ্য করে বলে, তোমরা আজ এ বাড়িতে অবস্থান করার ও খাবার খাওয়ার অবকাশ পেয়ে গেলে। (মুসলিম, হাদীস নং : ২০১৮)

#### ৪. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দু'আ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ : (بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَلَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا -

১. উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন তিনি তার আঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে এ দু'আ পড়তেন : [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, আল্লাহু ইন্না না'উযু বিকা মিন আন নাজিল্লা আও নাযিল্লা আও নাযলিমা আও নুযলামা আও নাজহালা আও ইউজ্জহালা 'আলাইনা] অর্থ : মহান আল্লাহর নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম। হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অন্যকে গোমরাহ করা থেকে অথবা কারো দ্বারা আমরা গোমরাহ থেকে, আমরা অন্যকে পদঙ্কলন অথবা অন্যের দ্বারা পদঙ্কলিত থেকে, আমরা অন্যের প্রতি নির্যাতন করতে অথবা অন্যের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং আমরা নিজেরা অজ্ঞ হওয়া থেকে বা অন্যদের দ্বারা অজ্ঞ হওয়া থেকে। (আবু দাউদের হাদীস নং : ৫০৯৪, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৪২৭)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقِيتَ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَى وَكُفِيَ وَوُقِيَ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : “যখন কোন ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হয়ে বলে : [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্ লা হাওলা ওয়া লা কুও য়াতা ইল্লা বিল্লাহ] অর্থ : মহান আল্লাহর নামে তাঁর প্রতি ভরসা করে বের হলাম, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উত্তম কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি নবী করীম ﷺ বললেন : “তখন তাকে বলা হয় তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তুমি নিরাপদ ও হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছ। আর শয়তান তার নিকট থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তারপর এক শয়তান অপর শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কেমন করে পারবে? যে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও যথেষ্ট এবং নিরাপদ। (আবু দাউদ, হাদীস নং : ৫০৯৫, তিরমিখী হাদীস নং : ৩৪২৬)

৫. পায়খানায় প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে দু'আ পাঠ করবে

عَنْ أَنَسِ (رض) كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন বলতেন : [আল্লাহুহু ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবাইছ] অন্য এক বর্ণনা প্রথমে : [বিসমিল্লাহ] বলার কথা উল্লেখ হয়েছে। অর্থ : হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট খারাপ পুরুষ ও খারাপ নারী জ্বীন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী হাদীস নং : ১৪২, মুসলিম হাদীস নং : ৩৭৫)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ -



আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন : [গুফরানাক] অর্থাৎ : হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(হাদীস সহীহ, আবু দাউদ, হা: নং ৩০, তিরমিযী হাদীস নং : ৭)

৬. মসজিদের দিকে গমন করার সময় যে দু'আ পড়বে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ (رضد) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا وَفِيَّ - فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِن خَلْفِي نُورًا وَمِنَ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِن قَوْعِي نُورًا وَمِن تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তার খালা মায়মুনার ঘরে রাত যাপন করেন। এ ঘটনায় বর্ণিত আছে : মুয়াজ্জিন আযান দিলে নবী করীম ﷺ মসজিদের উদ্দেশ্যে এ দু'আ বলতে বলতে বের হলেন :

[আল্লাহুজ্জাল ফী ক্বলবী নূরা, ওয়া ফী লিসানী নূরা, ওয়াজ্জ'আল ফী সাম'ঈ নূরা, ওয়াজ্জ'আল ফী বাসারী নূরা, ওয়াজ্জ'আল মিন খলফী নূরা, ওয়া মিন আমামী নূরা, ওয়াজ্জ'আল মিন ফাওক্বী নূরা, ওয়া মিন তাহত্বী নূরা, আল্লাহুয়া আত্বিনী নূরা]

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমার কলবে নূর দান কর, আমার জিহ্বাতে নূর দান কর, আমার কর্ণে দাও নূর, আমার চোখে নূর দাও, আমার পেছনে নূর দাও, আমার সামনে নূর দাও আমার উপর থেকে নূর দাও, আমার নিচে থেকে নূর দাও, হে আল্লাহ তুমি আমাকে নূর দান কর।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৬, মুসলিম হাদীস নং ৭৬৩)

৭. মসজিদে প্রবেশ করার সময় দু'আ

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

[আল্লাহুয়াফতাহ্বলী আবওয়াবা রাহমাতিক]

হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং : ৭১৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ  
الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ  
الرَّجِيمِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ মসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন : [আ'উযু বিল্লাহিল 'আযীম, ওয়া বিওয়াজ্জিহিল কারীম, ওয়া সুলত্ব নিহিল ক্বদীম মিনাশশাইত্ব নির রাজীম] অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আব্দুল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর সম্মানিত মুখমণ্ডল এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬৬)

৮. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

[আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকা মিন ফায়লিক]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, হাদীস নং ৭১৩)

৯. নতুন চাঁদ দেখার সময় যে দু'আ পড়বে


عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كَانَ إِذَا رَأَى الْهَيْلَالَ قَالَ : (اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ  
وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ -


তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এ দু'আ পড়তেন : [আল্লাহুমা আহিল্লাহ্ 'আলাইনা বিলআমনি ওয়ালইমানে, ওয়াসসালামাতে ওয়ালইসলাম, রব্বী ওয়ারব্বুকাল্লাহ] অর্থ : হে আল্লাহ এ নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য সাফল্য-নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের বানিয়ে দাও, আমার ও তোমার (চাঁদের) পালনকর্তা আল্লাহ।

(আহমদ, হাদীস নং ১৩৯৭; তিরমিধী, হাদীস নং ৩৪৫১)

১০. আজান শুনার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُزِدَّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشَرَ ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম  কে বলতে শুনেছেন : তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আজান দিতে শ্রবণ করবে তখন মুয়াজ্জিন যা বলে ছবছ তোমরাও তাই বল। তারপর আমার ওপর দরুদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে তার ওপর দশবার দয়া প্রদর্শন করবেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট উসীলা প্রার্থনা কর, আর তা হলো জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এটি আল্লাহর এক বান্দার জন্য নির্দিষ্ট, আমি আশা করি সে বান্দা আমি নিজেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য উসীলা তালাশ করবে তার জন্য সুপারিশ আবশ্যিক হয়ে যাবে। (মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الثَّقَانِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আজান শ্রবণ করার পর এ দু'আ থেকে পড়বে, শেষ বিচার দিবসে তার জন্য আমার সুপারিশ অপরিহার্য হয়ে যাবে। দু'আটি হলো : [আল্লাহ্‌য়া রব্বা হাযিহিদ দা'ওয়াল্‌তিত্তাম্বাহ্ ওয়াসসলাতিল ক-য়্যিমাহ, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাহ্, ওয়াব'আছহ মাক-মাম মাহমূদাহ্, আদ্বাযী ওয়া'আত্তাহ্]

অর্থ : হে আল্লাহ! এ পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী সালাতের রব! মুহাম্মদ ﷺ কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উঁকু স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌছাও, যার অঙ্গীকার তুমি তাঁকে দিয়েছ।

(বুখারী, হাদীস নং : ৬১৪)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ -

৩. স'াদ ইবনে আবি ওয়াক্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আজান শ্রবণ করে বলবে : [আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহ্ লা শারীকালাহ্, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রব্বা, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলা, ওয়া বিলইসলামি দীনা] তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহকে পালনকর্তা হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে নবী হিসেবে ইসলামকে দীন হিসেবে অর্জন করে পরিতুষ্ট। (মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৬)

## ৮. কঠিন বিপদের সময় গুরুত্বপূর্ণ জিকিরসমূহ,

### ১. বিপদের সময় যা পড়বে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ কঠিন সময় এ দু'আ পড়তেন : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাক্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাক্বস সমাওয়াতি ওয়া রাক্বুল আরদি ওয়া রাক্বুল 'আরশিল কারীম]

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি মহান সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যিনি মহা আরশের প্রভু, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই যিনি আকাশসমূহ, জমিন ও আরশের প্রভু।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৩৪৬ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩০)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رضاء) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْوَةُ ذِي إِذٍ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحَوْتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمَّا يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ -

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : ইউনুস (আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় এ দু'আটি পড়েছিলেন : [লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনাযয-লিমীন]

অর্থ : (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন কাজের জন্য

আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করে নিবেন। (হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী হাদীস নং : ৩৫০৫)

২. ভয়ানক কোন বস্তু চোখে পড়লে যা বলবে

عَنْ ثَوْبَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَاهُ شَيْئًا قَالَ : هُوَ  
اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ভয়ের কিছু দেখলে এ দু'আ পড়তেন : [হুওয়াল্লাহ রব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়া]

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা আমার পালনকর্তা, আমি তার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করি না। (নাসাই হাদীস নং : ৬৫৭)

৩. চিন্তায় পড়লে যে দু'আ পড়বে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هُمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ :  
اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أَمْتِكَ نَاصِبَتِي بِبَدِكَ  
مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ  
سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي  
كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ  
الْقُرْآنَ رَيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا  
أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَتهَ وَأَبَدَكَ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقَبِلَ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا نَتَعَلَّمَهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ  
يَتَعَلَّمَهَا -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যদি চিন্তায় পড়ে এ দু'আ পড়ে তবে আল্লাহ তা'আলা তার দু'চ্ছিন্তাকে দূর করে দিবেন এবং চিন্তাকে আনন্দ দ্বারা পরিবর্তন করে

দিবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : রাসূলে করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো : আমরা কি এ দু'আটি শিখে নিব না? তিনি জবাবে বলেন : হ্যাঁ, যে এ দু'আটি শ্রবণ করবে তার উচিত তা শিখে নেয়া। [আব্দুল্লাহু ইব্নী আব্দুক্, ওয়াইবনু আব্দিক্, ওয়াইবনু আমাতিক্, নাসিয়াতী বিইয়াদিক্, মাদিন ফিয়্যা হুকুমুক্, 'আদলুন ফিয়্যা কদা-উক্, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন্ হুয়া লাক্, সান্নাইতা বিহী নাফসাক্, আও 'আল্লামতাহ্ আহাদান মিন খলকিক্, আও আনযালতাহ্ ফী কিতাবিক্, আবিস্তা'ছারতা বিহী ফী 'ইলমিকালগইবি 'ইন্দাক্, আন তাজ্জ'আলাল কুরআনা রবী'আ কুলবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালাআ হুজনী, ওয়া যাহাবা হাস্বী]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দার সন্তান আর তোমার এক বান্দীর সন্তান। আমার ভাগ্য তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার হুকুম কার্যকর, আমার প্রতি তোমার সিদ্ধান্ত ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সেই সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছ, অথবা তোমার কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাউকে যে নাম শিক্ষা দিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছ, তোমার নিকট এ প্রার্থনা জানাই যে, তুমি কুরআনকে করে দাও আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তিময়, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসরণকারী এবং উদেগ-উৎকর্ষার অবসানকারী।

(আহমদ, হাদীস নং : ৩৭১২)

৪. কোন জনগোষ্ঠী থেকে ভয় পেলে যা পাঠ করবে

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ -

[আব্দুল্লাহুয়াক ফিনীহিম বিমা শিতা]

অর্থ : হে আল্লাহ! এদের মুকাবেলায় তুমিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে ইচ্ছমত সেরূপ আচরণ করো, যে রূপ আচরণের তারা হকদার। (মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৫)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ -

২. [আব্দুল্লাহু ইব্না নাজ্জ'আলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরুরিহিম]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তাদেরকে দমন করার জন্য তোমাকে অর্পণ করলাম এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫৩৭)

## ৫. দুশমনের সম্মুখীন হলে যা পড়বে

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أَقَاتِلُ -

১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন যুদ্ধে গমন করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন : [আল্লাহ্‌য়া আস্তা আদুদী ওয়া আস্তা নাসীরী ওয়া বিকা উকাতিল]

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি আমার একমাত্র শক্তি ও সাহায্যকারী, তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি, তোমার নিকটেই ফিরে যাই ও তোমার শক্তিতেই লড়াই করি। (তিরমিযী, হাদীস নং- ৩৫৮৪)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ) -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, [হাসবুনালাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] এ দু'আটি ইব্রাহীম (আ) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন। আর নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছিলেন, যখন তারা বলেছিল-

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ -

যাদেরকে মানুষ বলছিল : নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেসব লোক একত্রিত হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা বলেছিল : [হাসবুনালাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল] আল্লাহই আমাদের জন্য একমাত্র যথেষ্ট এবং কল্যাণজনক কর্মবিধায়ক।

(সূরা-৩ আল ইমরান : আয়াত-১৭৩) (বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৩)



৬. শত্রু খাওয়া করলে যা বলবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : أَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُؤَدَّبٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرَفُ، قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلَ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ : يَا أَبَا بَكْرٍ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ : هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ، قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا، فَالتَفَتَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ) فَصْرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ نُحْمَحِمُ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বাহনের পেছনে আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনার দিকে আসেন। আবু বকর একজন বৃদ্ধ পরিচিত ব্যক্তি আর আল্লাহর নবী ﷺ অপরিচিত যুবক। মানুষেরা আবু বকরের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করে, আপনার সামনের লোকটি কে? তিনি বলেন, উনি আমার পথপ্রদর্শক। তাতে মানুষ মনে করে রাস্তার প্রদর্শক, আর আবু বকর অর্থ নেন মঙ্গলের পথ প্রদর্শক। এরপর আবু বকর পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একজন ঘোড় সাওয়ারী তাঁদের নিকটে পৌঁছে গেছে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ যে ঘোড় সাওয়ারী আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। রাসূল করীম ﷺ বললেন : [আল্লাহুয়াসরা'হ] অর্থ : হে আল্লাহ তাকে ধরাশায়ী করে দাও। সাথে সাথে ঘোড়াটি তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। অতঃপর ঘোড়াটি চিঁহিঁ করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। (বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৩)

৭. দুশমনের ওপর বিজয়ের জন্য যে দু'আ পড়বে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (رض) يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ :

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ  
اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আব্দুল্লাহর রাসূল ﷺ মুশরিকদের ওপর বিজয়ের জন্য বদদোয়া করেছিলেন : [আব্দুল্লাহুমা মুনজিলাল কিতাব, সারী'আল হিসাব, আব্দুল্লাহুমাহজিমিল আহজাবি, আব্দুল্লাহুমাহজিমহুম ওয়া যালযিলহুম]

অর্থ : হে কিতাব নাযিলকারী আব্দুল্লাহ তা'আলা, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, হে আব্দুল্লাহ তুমি শত্রু পক্ষকে পরাভূত করো, হে আব্দুল্লাহ তুমি তাদেরকে পরাভূত করো ও তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং ১৭৪২)

৮. কোন বিপদ ঘটে গেলে যা পাঠ করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে আব্দুল্লাহর নিকট উত্তম ও প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যে মঙ্গল অর্জন নিহিত রয়েছে। কাজেই যা উপকারী তার প্রত্যাহারী হও এবং আব্দুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো ও অপারগতা প্রকাশ করো না। তোমার যদি কোন ধরনের বিপদ ঘটে যায়, তবে এ কথা বলা উচিত নয় যে, যদি আমি এমন করতাম (তাহলে বিপদে আক্রান্ত হতাম না), তবে বলবে : ভাগ্যে ছিল, আব্দুল্লাহ যা চেয়েছেন তাই করেছেন। আর নিশ্চয়ই 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কর্মকে উন্মুক্ত করে দেয়। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৪)

৯. পাপ করে কেলেলে যা করণীয়

عَنْ أَبِي بَكْرٍ (رضد) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ - وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ -

আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : কোন ব্যক্তি যদি পাপকাজ করার পর উত্তমরূপে অজু করে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তওবা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। অর্থ : এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্য করে কিংবা নিজ জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, তারপর আল্লাহকে স্মরণ করে।

[সূরা-৩ আলে ইমরান : আয়াত-১৩৫] (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২১)

১০. ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হলে যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ عَلِيٍّ (رضد) أَنَّ مَكَاتِبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي قَالَ آلا أَعَلِمَكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمْنِيَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ صِيرَ دَيْنًا آدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ؟ قَالَ قُلْ : (اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁর নিকট এক চুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এসে বলল : আমি মুক্ত হওয়ার চুক্তি পূর্ণ করতে অপারগতা প্রকাশ করছি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব, যে বাক্যগুলো রাসূল করীম ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদি তোমার উপর 'সীর' পাহাড় পরিমাণও ঋণ থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা

পরিশোধ করে দিবেন।” [আল্লাহ্‌স্বাক্ষরিত বিহালালিকা ‘আন হারামিক, ওয়া আগিনি বিফালিকা ‘আন্মান সিওয়াক]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু থেকে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিজিক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। আর তোমার অনুগ্রহ-অবদান দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সব থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

(আহমদ, হাদীস নং ১৩১৯)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ এ দু’আ পড়তেন : [আল্লাহ্‌স্বা ইন্নী আ’উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়ালহাজ্জান, ওয়াল’আজ্জি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখল, ওয়া যলা’ইদ্ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য বিস্তার থেকে। (বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬৯)

১১. ছোট বা বড় যে কোন ধরনের বিপদে যা বলতে হয়

১. আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ - قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ -

তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের ওপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের ওপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী। (সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৫৫- ১৫৭)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا -

২. উম্মে সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে বান্দা বিপদে পতিত হয়ে এ দু'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করবেন এবং তাকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। হিন্না লিন্নাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি র-জি'উন, আল্লাহ্মা আজ্জুরনী ফী মুসীবাতি ওয়া আখলিফ লী খইরান মিনহা।

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁর দিকেই ফিরে এসেছি। হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা কর এবং এরপর আমাকে এর চেয়ে উত্তম পুরস্কার দেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৯১৮)

১২. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য যে দু'আ পড়বে

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা-৪১ হা-মীম সিজদা : আয়াত-৩৬)

২. আযান, নিয়মিত দু'আ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত করা, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা এবং এ জাতীয় আরো দু'আ যা সামনে আসছে তা পড়া।

১৩. রাগের সময় যা বলবে

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ (رض) قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَوَاحِدُهُمَا يَسُبُّ

صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ أَحْمَرَّ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

সুলায়মান ইবনে সুরদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর সামনে গালাগালি করছিল, আর আমরা তার নিকট বসেছিলাম, একে অপরকে রাগে মুখ লাল করে গাল মন্দ করছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ বলেন : আমি এমন বাক্য জানি, যদি তা বলে তাদের নিকট থেকে রাগ চলে যাবে। আর তা হলো : [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব নির রাজীম]  
(বুখারী, হাদীস নং ৬১১৫, মুসলিম, হাদীস নং ২৬১০)

## ৯. সাময়িক অবস্থায় পঠনীয় জিকির

১. মজলিস থেকে উঠার সময় যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে অধিক ভুল-ত্রুটি হয়, সে উঠার পূর্বে এ দু'আ পড়লে বৈঠকের ভুল-ত্রুটিগুলোকে মাফ করে দেয়া হবে। [সুবহানাকাল্লাহ্মা ওয়াবিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আস্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক] অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার ক্ষতি ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার নিকটে তওবা করছি। (আহমদ, হাদীস নং ১০৪২০)

২. মোরগ, গাধা ও কুকুরের ডাক শুনে বা বলতে হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيْحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهَيْتِقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা যখন মোরগের ডাক শুনে, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। যেমন বলবে : [আসআলুল্লাহা মিন ফাদলিহ] কেননা মোরগ ফেরেশতাদের দেখতে পায়। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনে তখন [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম] পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; কেননা সে শয়তানকে দেখতে পায়।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৭২৯)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهَيْتِقَ الْحُمْرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ-

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যখন রাতে তোমরা কুকুর ও গাধার ডাক শুনে, তখন তোমরা [আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম] পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে; কেননা তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাও না। (আহমদ, হাদীস নং ১৪৩৩৪)

৩. কোন ব্যাধি বা বিপদগ্রস্ত কিংবা অজহানী ব্যক্তিকে দেখলে যে দু'আ পড়তে হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَاقَنِي مِمَّا

اِبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ  
ذَلِكَ الْبَلَاءُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : কেউ যদি কোন অঙ্গহানী বা বিপদদ্রব্য ব্যক্তিকে দেখে বলে : [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিন্মাবতালাকা বিহ, ওয়া ফাদদালানী 'আলা কাছীরিন মিন্মান খলাক্বা তাফদীলা] তাহলে সে ঐ বিপদে পড়বে না ।

অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা সে মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অধিক অনুগ্রহ করেছেন । (তিরমিযী, হাদীস নং ৫৩২০)

৪. উপদেশ দেয়ার পরও যদি শরীয়ত বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে তবে যা বলতে হয়

عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ (رض) أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ بِشْمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ: لَا اسْتَطِيعُ  
قَالَ: لَا اسْتَطَعْتُ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى  
فِيهِ -

সালমা ইবনে আল-আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট বসে বাম হাতে ভক্ষণ করছিল। তাকে দেখে রাসূল করীম ﷺ বললেন : তুমি ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি ডান হাতে ভক্ষণ করতে পারছি না। এ কথা শুনে নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি পারবেও না। অহঙ্কারই তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি পরবর্তীতে আর কখনো তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০২১)

৫. অনৈসলামিক কার্যকলাপ উৎখাতের সময় যা বলতে হয়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضي) قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الثَّبَاتِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِائَةٍ نُصِبَ



فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ : (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ  
الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا) -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করলেন, সে সময় কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। আর তাঁর হাতে লাঠি ছিল তা দ্বারা আঘাত হানছিলেন এবং এ আঘাত তিলাওয়াত করছিলেন। [কুল জোআল হাক্কু ওয়া জাহাক্বাল বাত্বিল, ইন্নালাবাত্বিলা কানা জাহুক্বা]

অর্থ : আর আপনি বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত হওয়ার।

(সূরা-১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮১)" (বুখারী, হাদীস নং ২৪৭৮)

৬. যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য ভাল কিছু করল তার জন্য যে দু'আ করতে হয়

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ  
الْخَلَاءَ فَوَضَعَتْ لَهُ وَضُوءًا قَالَ : مَنْ وَضَعَ هَذَا؟ فَأُخْبِرَ فَقَالَ :  
(اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা পায়খানায় প্রবেশ করলেন, আর আমি তাঁর জন্য অজুর পানি রাখলাম, অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কে রেখেছে অজুর পানি? তাকে জানানো হলে তিনি দু'আ করেন : [আল্লাহ্মা ফাক্কিহ্হু ফিদ্বীন]

অর্থ : হে আল্লাহ তুমি তাকে ধীনের গভীর জ্ঞান দান করুন।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৪৭৭)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ  
خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ -

২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যাকে কেউ ভাল কাজ করে দিল, সে যদি তার জন্য বলে : [জাযাকাল্লাহু খইরা] অর্থ : আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তবে সে যেন সর্বোত্তম প্রশংসা করল। (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৩৫)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ (رض) قَالَ : اسْتَفْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَذَى-

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে রাবীয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার মুদ্রা ঋণ নিয়েছিলেন, তার নিকট অর্থ আসার পর আমাকে ফেরত দিয়ে বললেন : [বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা] অর্থ : আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ঋণের প্রতিদান হলো তার প্রশংসা করা ও পরিশোধ করে দেয়া।

(ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৪২৪)

৭. গাছে বা বাগানে প্রথম ফল দেখলে যা বলতে হয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمْرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا قَالَ : ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ-

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের গাছের প্রথম ফল নবী করীম ﷺ এর নিকট নিয়ে আসত। আর তিনি যখন তা হাতে নিতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। [আল্লাহুমা বারিক লানা ফী ছামারিনা, ওয়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা, ওয়া বারিক লানা ফী স-ইনা, ওয়া বারিক লানা ফী মুদ্দিনা] অতঃপর সে ফলটি তার সবচেয়ে ছোট বাচ্চাকে ডেকে সন্তানের হাতে দিতেন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বরকত দান করুন, আমাদের শহরে বরকত দান করুন ও আমাদের সা' ও মুদ (ছোট বড় সকল ধরনের) মাপে বরকত দান করুন। (মুসলিম, হাদীস নং ১৩৭৩)

৮. কোন সুখবর আসলে যা করতে হবে

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا آتَاهُ أَمْرٌ بِسْرَهُ أَوْ بُشْرٍ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর নিকট আনন্দদায়ক সংবাদ আসলে বা কোন সুসংবাদ প্রদান করা হলে, তিনি সেজদায়ে শোকর তথা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে সেজদা করতেন।

(তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৭৮)

৯. আর্চর্ষ ও খুশীর সময় যা বলবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنَ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَاسْتَسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : آيَنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা মদীনার কোন রাস্তায় রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তিনি অপবিত্র থাকার দরুণ অন্য রাস্তায় চলে গিয়ে গোসল করে নেন। এদিকে রাসূলে করীম ﷺ তাকে খোঁজ করছিলেন। অতঃপর তিনি যখন তাঁর নিকট আসলেন তাকে জিজ্ঞেসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে সাক্ষাতের সময় আমি অপবিত্র ছিলাম, গোসল করার পূর্বে আপনার সাথে সাক্ষাত হওয়াটা উত্তম মনে করিনি। এ কথা শ্রবণ করে রাসূল করীম ﷺ বললেন : [সুবহানাল্লাহ] নিশ্চয় ঈমানদার অপবিত্র হয় না। (বুখারী, হাদীস নং ২৮৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ :  
أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ، فَرَفَعَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, ওমর (রা) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে ভালুক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন : না, অতঃপর আমি বললাম : [আল্লাহ্ আকবার] ।  
(বুখারী, হাদীস নং ৫১৯১)

১০. মেঘ ও বৃষ্টি দেখলে যা বলতে হয়

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا  
رَأَى سَحَابًا مُقْبِلًا مِنْ أَفْقٍ مِنَ الْأَفَاقِ تَرَكَ مَا هُوَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ  
فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَقْبِلَهُ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ  
شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ فَإِنْ أَمْطَرَ قَالَ : اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا مَرَّتَيْنِ  
أَوْ ثَلَاثَةً وَإِنْ كَشَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَمْ يُمْطِرُ حَمْدُ اللَّهِ عَلَى  
ذَلِكَ .

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন আকাশে কোন মেঘখণ্ড দেখতেন তখন তাঁর কাজ ছেড়ে দিতেন। এমনকি যদি তিনি নফল সালাতে থাকতেন তাও ছেড়ে দিতেন। অতঃপর কেবলামুখী হয়ে এ দু'আ পড়তেন। [আল্লাহুয়া ইন্না না'উযু বিকা মিন শাররি মা উরসিলা বিহ] অর্থ : হে আল্লাহ আমরা তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ বৃষ্টিতে যে ক্ষতি প্রেরণ করা হয়েছে তার থেকে। আর যদি বৃষ্টি হত, তখন তিনি এ দু'আ দুই অথবা তিনবার পড়তেন। [আল্লাহুয়া সাইয়িবান নাফি'আ] অর্থ : হে আল্লাহ! মুম্বলধারায় উপকারী বৃষ্টি নাযিল করুন। আর বৃষ্টি না হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৮৯)

১১. প্রবল বাতাস প্রবাহের সময় যা বলবে

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا

وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন প্রবল বেগে হাওয়া প্রবাহিত হতো, তখন নবী করীম ﷺ এ দু'আ পড়তেন। [আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আসআলুকা খইরাহা ওয়া খইরা মা ফীহা ওয়া খইরা মা উরসিলাত বিহু, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহু] অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার (ঝড়ের) মঙ্গল কামনা করি এবং আমি তার ভেতরে বিদ্যমান মঙ্গলটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ যা তার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার ক্ষতি থেকে, তার ভেতরে বিদ্যমান ক্ষতি থেকে এবং যে ক্ষতি তার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার ক্ষতি থেকে।

(মুসলিম, হাদীস সং ৮৯৯)

১২. নিজ খাদেমের জন্য যে দু'আ করবে

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمَكَ أَنَسٌ اذْعُ اللَّهُ لَهُ قَالَ : اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ-

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার সেবকের জন্য দু'আ করুন। অতঃপর তিনি এ দু'আ করলেন : [আল্লাহ্‌য়া আকছির মালাহ ওয়া ওয়ালাদাহ, ওয়া বারিক লাহ ফীমা আ'তুইতাহ] অর্থ : হে আল্লাহ তুমি তার সম্পদের ও সন্তানের প্রাচুর্যতা দান করো এবং যা তাকে দিয়েছ তাতে বরকত দান করো।

(বুখারী, হাদীস নং : ৬৩৪৪)

১৩. কোন মুসলিম ব্যক্তির প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবে

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِبُهُ وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ كَذًّا وَكَذًّا -

আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যদি কোন ব্যক্তির প্রশংসা করতেই হয়, তখন যেন সে এভাবে বলে : [আহসিবু ফুলানান ওয়াল্লাহ হাসীবুহ, ওয়া লা উজাক্বী 'আলাল্লাহি আহাদা, আহসিবুহ্ যাকা কাযা ওয়া কাযা] অর্থ : আমি অমুক প্রসঙ্গে এ ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার প্রসঙ্গে ভাল জানেন। আল্লাহর উপর কারো প্রসঙ্গে তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। তবে আমি তার প্রসঙ্গে (যদি জানা থাকে) এই এই ধারণা পোষণ করি। (বুখারী, হাদীস নং ২৬৬২)

### ১৪. প্রশংসিত ব্যক্তি যা বলবে

عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ (رض) قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا زُكِّيَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ -

'আদী ইবনে আরতাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে কেউ প্রশংসিত হলে, তিনি এ দু'আ পড়। [আল্লাহুমা লা তুয়াখ্বিনী বিমা ইয়াক্বুলুন, ওয়াগফির লী মা লা ইয়া'লামুন] অর্থ : হে আল্লাহ! যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে মাফ করে দাও যা তারা জানে না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭৮২)

### ১৫. কেউ সম্পদ ও সন্তান চাইলে এই দু'আ বলবে

কুরআনের বাণী-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ؕ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا -

অতঃপর আমি বলেছি : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অভ্যস্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিপাত বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে বাগান প্রস্তুত করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

(সূরা-২৪ নূহ : আয়াত-১০-১২)

## ১০. শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ ও জিকির

১. রোগের প্রকারভেদ ও তার সুচিকিৎসা : রোগ দুই প্রকার :

ক. কলবের রোগ,

খ. দেহের রোগ। কলব বা অন্তরের রোগ আবার দুই প্রকার :

১. সন্দেহজনিত রোগ : যেমন আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন-

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ -

তাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, পক্ষান্তরে আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি যেহেতু তারা মিথ্যা বলত।

(সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১০১)

২. প্রবৃত্তির রোগ : যেমন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের মাতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন-

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ -

কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার রোগ আছে, সে প্রলুব্ধ হয়। (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-৩২)

আর দৈহিক রোগ বিভিন্ন অসুখ ও সমস্যার কারণে হয়ে থাকে। আর অন্তরের চিকিৎসা শুধু রাসূলগণের মাধ্যমে জানা যায়। কলব বা অন্তরের সুস্থতা তার স্রষ্টা পালনকর্তাকে জানার মাধ্যমে, তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী, তাঁর কাজ ও শরীয়ত জানার মাধ্যমে রয়েছে। রোগ নিরাময় রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া ও তাঁর নিবেদন ও অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকার মাঝে।

২. পালনকর্তার চিকিৎসা দুভাবে

প্রথম প্রকার : যা প্রতিটি জীবের মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এগুলোর জন্য কোন ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় না। যেমন ক্ষুধার জন্য খাবার গ্রহণ, পিপাসায় পানি পান করা আর ক্লাস্তিতে বিশ্রাম নেয়া। দ্বিতীয় প্রকার হলো : যা চিন্তা ও গবেষণা করতে হয়। এ চিকিৎসা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শিক্ষা অথবা সাধারণ ঔষধ দ্বারা বা দুটোর দ্বারাই নিরাময় হয়ে থাকে।

### ৩. অন্তরের রোগ

অন্তরের সুস্থতা ও সাধারণ অবস্থা থেকে পরিবর্তন হওয়া হলো অন্তরের রোগ। আর অন্তরের সুস্থতা সত্যকে জানা, তা পছন্দ করা ও মিথ্যার উপরে সত্যকে অগ্রাধিকার দেয়া। আর অন্তরের অসুস্থতা হলো : সন্দেহ করা অথবা তার উপর মিথ্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া। মুনাফিকদের ব্যধি হলো সন্দেহ ও সংশয়ের রোগ আর পাগিষ্ঠদের রোগ হলো : প্রবৃত্তির গোলামী। এ ছাড়া অন্তরের আরো অনেক ব্যধি রয়েছে। যেমন : লোক দেখানো ইবাদত, অহঙ্কার করা, নিজেকে বড় মনে করা, হিংসা করা, আত্মাহমিকা এবং জমিনে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের লিলা। আর এসব রোগ সন্দেহ ও প্রবৃত্তির গোলামীর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আমরা আল্লাহর নিকট সুস্থতা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

### ৪. মানবরূপী ও জ্বীন শয়তানের ক্ষতিকে প্রতিহত করা

১. আল্লাহ তা'আলা মানব শত্রুর সাথে উত্তম ব্যবহার, তার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে তার থেকে শত্রু ভাবটা দূর হয়ে বন্ধুত্ব ও সুন্দর চরিত্রসমূহের ভাবটা ফুটে উঠে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا  
الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا  
الَّذِينَ صَبَرُوا ج وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ -

ভাল এবং মন্দ কখনো বরাবর হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার দূশমনী রয়েছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী হয় শুধু তারাই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা-৪১ হা-মীম আস-সাজ্জদা : আয়াত ৩৪-৩৫)

২. আল্লাহ তা'আলা শয়তান দূশমন থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার সাথে উত্তম ব্যবহার ও তাকে দয়া করলে কোন কাজে আসবে না। বরং বনী আদমকে গোমরাহ করা ও তার সাথে শত্রুতামী করাই তার বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -



যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা-৪১ হা-মীম আস্ সাজ্জদা : ৩৬)

ফেরেশতা ও শয়তান আদম সন্তানের অন্তরে দিবা-রাত্রি চকিষ ঘণ্টা লেগেই থাকে। এমন অনেক মানুষ আছে যাদের দিনের চেয়ে রাত্রিই দীর্ঘ, আবার অনেক আছে যাদের রাতের চেয়ে দিন দীর্ঘ। আবার অনেক আছে যাদের দিন-রাত সব সময়টাই দীর্ঘ। আবার অনেকেই আছে যাদের সম্পূর্ণ সময় দিন, বা তাদের মধ্যে কারো সম্পূর্ণ সময়টাই রাত্রি। আদম সন্তানের অন্তরে ফেরেশতার যেমন রয়েছে প্রভাব, তেমনি প্রভাব রয়েছে শয়তানেরও। আল্লাহর আদেশকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শয়তান দুই ধরনের ধোকা দিয়ে থাকে। হয়তো সে আদেশটির ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে, অথবা সেটাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে দেবে।

#### ৫. মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতা

আল্লাহ তা'আলা মানব ও জ্বীন জাতির জন্য তিনটি মৌলিক নে'আমতকে নির্দিষ্ট করেছেন। আর তা হলো : বিবেক, দীন ও ভাল মন্দের মাঝে পার্থক্য করার স্বাধীনতা। আর ইবলীসই সর্বপ্রথম এ নে'আমত ব্যবহার করেছিল খারাপ পথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে অবজ্ঞা করে। বরং সে অবাধ্যতায় অটুট থেকে শেষ বিচার দিবসে পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেছিল। সে এ নে'আমতকে খারাপ পথে ব্যয় করে আদম সন্তানকে গোমরাহ করার জন্য। এ ছাড়া পাপ কাজকে সুন্দর করে তাদের সামনে পেশ করে তার দাস বানিয়ে জাহান্নামে পৌঁছানো হলো একমাত্র কাজ।

#### ১. এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ -

নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে ডাকে শুধু এ জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।

(সূরা-৩৫ ফাতির : আয়াত-৬)

#### ২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ -

নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা-১২ ইউসুফ : আয়াত-৫)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً -

৩. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : ইবলীসের সিংহাসন হলো সমুদ্রের উপর। অতঃপর সে সেখান থেকে তার সৈন্য বাহিনীকে প্রেরণ করে মানুষের মাঝে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য। তাদের মধ্যে সেই তার নিকট বড় যে অধিক পরিমাণে ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে পারে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৩)

#### ৬. শয়তানের দুশমনীর স্বরূপ

বিভিন্ন উপায়ে শয়তান মানবজাতির শত্রুতা করে থাকে। নিচে সেগুলো উপস্থাপন করা হলো : মানব জাতির জন্য নিকৃষ্ট ও পাপের কাজগুলোকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে দেখিয়ে পথ গোমরাহ, করে তাদের থেকে সে কেটে পড়ে।

#### ৭. শয়তানের শত্রুতার কিছু নিদর্শন

- ◆ মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দিয়ে এবং তাদেরকে প্ররোচনার মাধ্যমে গোমরাহ করা।
- ◆ আদম সন্তানকে পাপ ও হারাম কাজে লিপ্ত করা।
- ◆ প্রতিটি উত্তম কাজের পথে বসে মানুষকে বাধা দান ও তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করা।
- ◆ মানুষের মাঝে বিভেদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করা।
- ◆ মানুষের অন্তরে হিংসা ও বিদ্বেষকে উৎসাহিত করা।
- ◆ তাদেরকে নানা ধরনের রোগ ব্যাধির মাধ্যমে কষ্ট দেয়া এবং তার সাধ্যানুযায়ী আত্মাহ্নর রাস্তা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখা।
- ◆ তাদের কানে পেশাব করে দেয় যাতে করে সে সকাল পর্যন্ত ঘুম থেকে না উঠতে পারে এবং তাদের মাথায় গিরা দেয় যাতে করে জাখত হতে না পারে। অতঃপর যে ব্যক্তি শয়তানের কথা মতো চলবে, তার অনুসরণ করবে, সে তার দলভুক্ত হবে এবং শেষ বিচার দিবসে তাকে তার সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তা অনুসরণ

করবে ও শয়তানের অবাধ্য হবে, আল্লাহ তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ إِلَّا إِنَّا حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ -

শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা-৫৮ মুজদালাহ : আয়াত-১৯)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفُورًا -  
وَأَسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ  
وَرَجْلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ  
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا - إِنَّ عِبَادِي لَكَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفٰى  
بِرِّكَ وَكِيلًا -

তিনি (আল্লাহ) বলেন : যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও ও তাদেরকে অঙ্গীকার দাও শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোমার পালনকর্তা যথেষ্ট। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৬৩-৬৬)

عَنْ سَبْرَةَ أَيْ فَاكِهٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَفِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ : تَسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينِ آبَائِكَ وَأَبَاءِ

أَيْبِكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ :  
 نُهَاجِرُ وَتَدْعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ  
 الْفَرَسِ فِي الطَّوَالِ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ  
 فَقَالَ تَجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ  
 فَتُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ وَيُقَسِّمُ الْمَالَ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ  
 وَجَلَّ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ -

৩. সাবরাহ ইবনে আবু ফাকেহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : শয়তান আদম সন্তানের প্রতিটি রাস্তায় বসে। সে ইসলামের রাস্তায় বসে বলে, তুমি নিজ বাপ-দাদার ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করছ? সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর সে হিজরতের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে তুমি যে জমিনের উপর ও আকাশের নিচে লালিত পালিত হয়েছ, তা ছেড়ে দিয়ে হিজরত করছ? বস্তুত মুহাজিরের দৃষ্টান্ত তো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয় ছোড়ার মত। কিন্তু সে তার কথাকে কোন কর্ণপাত না করে হিজরত করে।

অতঃপর সে জিহাদের রাস্তায় বসে তাকে বলতে থাকে, তুমি নিজ জীবন ও সম্পদকে বাজি রেখে জিহাদে গমন করছ? সেখানে গিয়ে লড়াই করবে তারপর যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর, তবে তোমার স্ত্রীকে অন্যজন বিবাহ করবে ও তোমার সম্পদকে আত্মীয়-স্বজনরা বণ্টন করে নিয়ে যাবে। সে তার কথাকে কর্ণপাত না করে জিহাদ করে। অতঃপর রাসূলে করীম ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি এমনটি করল, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

(আহমদ, হাদীস নং ১৬০৫৪)

### ৮. শয়তানের রাস্তাসমূহ

মানুষ চারটি রাস্তায় চলাফেরা করে : আর তা হলো : ডান, বাম, সামনে ও পেছনে। মানুষ এগুলোর যে দিকে চলুক না কেন, শয়তান সকল দিক থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। মানুষ যদি আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ করে, তবে শয়তানকে তার বাধাদানকারী ও প্রতিবন্ধক হিসেবে পাবে না। আর যে ব্যক্তি

আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, সে শয়তানকে তার খাদেম তার সাহায্যকারী ও তার কর্মকে সুশোভিতকারী হিসেবে পাবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

قَالَ قَبِمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ثُمَّ لَأَتَيْنَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ -

সে (ইবলীস) বলল : আপনি যে আমাকে গোমরাহ করলেন, এ কারণে আমিও কসম করে বলছি : আমি তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্যে তোমার সরল পথে মানুষের জন্যে অবশ্যই ওঁ পেতে থাকব। অতঃপর আমি (গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পেছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের নিকট আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।

(সূরা আ'রাফ : ১৬-১৭)

### ৯. মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ স্নাত্তাসমূহ

যে সবপথ ধরে শয়তান মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে তা হলো তিনটি : খাহেশ, রাগ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। খাহেশ হলো পাশবিকতা : যার মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রতি অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার ফলে সে লোভী ও কৃপণ হয়। রাগ হলো হিংস্রতা : এর ভয়াবহতা খাহেশের চেয়েও বিপদজনক। রাগের ফলে মানুষ নিজের ও অন্যের ওপর অত্যাচারী হয়ে উঠে, যার কারণে সে অহংকারী ও আত্মহমিক হয়ে উঠে। প্রবৃত্তির পূজারী হলো শয়তানী কাজ। আর তা হলো দৈহিক রাগের চেয়েও ভয়ানক। যার ফলে শিরক ও কুফরের মাধ্যমে তার জুলুম-অত্যাচার সৃষ্টিকর্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসে। এর পরিণতি হলো : কুফরি ও বিদ'আত। খাহেশ বা পাশবিকতামূলক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমেই বেশিরভাগ গুনাহ সংঘটিত হয়। আর এর মাধ্যমেই মানুষ অন্যান্য গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়।

### ১০. মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তানের পদক্ষেপসমূহ

অপকর্ম জগতের সমস্ত খারাপ অপকর্মের মূল কারণই হলো শয়তান। তবে শয়তানের অপকর্ম সাতটি স্তরে সীমাবদ্ধ। আর সে আদম সন্তানের সাথে লেগে থাকে তন্মধ্যে এক বা একাধিক স্তরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। প্রথম ও সবচেয়ে জঘন্য হলো : শিরক, কুফরী ও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে দূশমনে করা।

কিন্তু সে যদি এ থেকে নিরাশ হয় তবে সে দ্বিতীয়টির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর তা হলো বিদ'আত। সে যদি দ্বিতীয়টিতে পতিত হওয়া থেকে নিরাশ হয়ে যায়, তবে সে তৃতীয়ত নানা ধরনের কবیرা শুনাহ করার দিকে ধাবিত করে। আর যদি সে কবیرা শুনাহ করাতে ব্যর্থ হয় তবে তাকে চতুর্থ রাস্তায় ধাবিত করে সগীরা বা ছোট শুনাহের দিকে।

অতঃপর সে যদি তাতেও সফল না হয়, তবে তাকে সে ফরয, ওয়াজিব বা সওয়াবের আমল থেকে বিমুখ করে এমন কাজে লিপ্ত করাতে যাতে নেই কোন সওয়াব বা নেই কোন পাপ। এ হলো পঞ্চম স্তর। অতঃপর এ কাজেও যদি সে সফল না হতে পারে, তবে সে ফরজ ছাড়িয়ে নফলের কাজে লিপ্ত করে দিবে। এ হলো ষষ্ঠ স্তর। অতঃপর এতেও যদি সে সফলতায় না পৌঁছতে পারে, তবে সে মানবরূপী ও জ্বীনরূপী তার সাক্ষপাককে তার পেছনে লাগিয়ে দিবে, তারা তাকে নানা ধরনের কষ্ট দিয়ে তাকে ব্যস্ত রাখবে। আর ঈমানদাররা তার সাথে মুহূ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে দ্বীনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন।

১১. মানুষ যার মাধ্যমে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও জিকিরের মাধ্যমে মানুষ পাপীষ্ঠ শয়তান থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। এ দুটিতে রয়েছে আরোগ্য, রহমত, হেদায়েত, ইহকালও পরকালে সকল ধরনের অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার সুব্যবস্থা।

১. নিরাপত্তা লাভের প্রথম পছা

আল্লাহ তা'আলার নিকট শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ কে এ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সময়, রাগের সময়, মনে কুমন্ত্রণা জাগ্রত হওয়ার সময় ও খারাপ স্বপ্ন দেখার পর তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৩৬]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - إِنَّهُ  
لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ -

যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের ওপর, যারা ঈমান আনে এবং তাদের পালনকর্তার ওপর নির্ভর করে।

(সূরা নাহল : আয়াত-৯৮-৯৯)

২. নিরাপত্তা লাভের দ্বিতীয় পন্থা

বিসমিল্লাহ পাঠ করা। কাজেই পানাহার, স্ত্রী সহবাস, বাড়িতে প্রবেশকালে ও সকল কাজে শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়ার পন্থা হলো : বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ  
وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا  
دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمْ  
الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ -

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে শুনেছেন : যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশের সময় ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, এ গৃহে তোমাদের অবস্থান ও খাবারের কোন অবকাশ নেই। আর যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর নাম উল্লেখ না করেই গৃহে প্রবেশ করে ও খাবার গ্রহণ করে তখন শয়তান অন্য শয়তানের উদ্দেশ্যে বলে, তোমরা অবস্থান ও খাবার পেয়ে গেলে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০১৮)

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِن يُقَدِّرَ بَيْنَهُمَا وَكَدَّ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : “তোমাদের মধ্যে যখন কেউ স্ত্রী সহবাস করবে, তখন যেন সে এ দু’আ পড়ে : [বিসমিল্লাহ, আল্লাহ্‌ছা জাননি বিনাশ শাইত্ব না ওয়া জাননিবিশ শাইত্ব না মা রজাক্তানা]

অর্থ : আল্লাহর নামে (আমরা মিলন করছি) হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নিকট থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। আর আমাদেরকে তুমি (এ মিলনের ফলে) যে সন্তান দান করবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ। কেননা এ সহবাসে যদি তাদের সন্তান জন্মাভ করে তবে শয়তান তাতে কোন ধরনের বিনাশ করতে পারবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭৩৯৬)

৩. নিরাপত্তা লাভের তৃতীয় পন্থা

নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ও প্রত্যেক সালাতের পরে ও অসুস্থের সময় এবং এ জাতীয় পরিস্থিতিতে যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে সূরা ফালাক ও নাস পড়া।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِى أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ : يَا عُقْبَةَ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوَّذٌ بِمِثْلِهِمَا . قَالَ : وَسَمِعْتُهُ يُؤْمِنَا بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ -

‘উকবাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জুহফাহ ও আবওয়া এর মাঝে রাসূলে করীম ﷺ এর সাথে চলছিলাম, এমন সময় প্রচণ্ড বাতাস ও অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ফেলল, তখন রাসূলে করীম ﷺ সূরা নাস ও সূরা ফালাক তিলাওয়াত করতে ছিলেন এবং বলছিলেন : হে ‘উকবাহ! তুমি এ সূরা দুটির মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা আশ্রয়



চাওয়ার জন্য এ দুটি সূরার ন্যায় আর কোন কিছূ নেই। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ কে আমাদের সালাতে ইমামতি করার সময় এ সূরা দুটি তিলাওয়াত করতে শুনেছি। (আহমদ, হাদীস নং ১৭৪৮৩)

#### ৪. নিরাপত্তা লাভের চতুর্থ পন্থা

আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করা-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي أَتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتَهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أُوْتِيتَ إِلَى حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম ﷺ আমাকে রামযান মাসে যাকাত প্রহরী নিযুক্ত করেন, পাহারা দেয়ার সময় এক ব্যক্তি এসে হাত দ্বারা খাবার নেয়া আরম্ভ করে, আমি তাকে ধরে বললাম : আমি তোমাকে নবী করীম ﷺ এর নিকটে নিয়ে যাব, তার পূর্ণ ঘটনার স্তনার পর অতঃপর সে বলে : তুমি যখন নিদ্রা যাওয়ার জন্য বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবে, তবে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রহরী থাকবে, সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। নবী করীম ﷺ এ ঘটনার বর্ণনা শ্রবণ করার পর তিনি বলেন : সে সত্যই বলেছে, তবে সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান। (বুখারী, হাদীসং নং ৫০১০)

#### ৫. নিরাপত্তা লাভের পঞ্চম পন্থা

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করা :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّنَاهُ -

আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলে : যে ব্যক্তি আলোচ্য আয়াত দুটি (সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত) তিলাওয়াত করবে, সে রাতে তার জন্য তা-ই হবে যথেষ্ট।

(মুসলিম, হাদীস নং ৮০৮)

৬. নিরাপত্তা লাভের ষষ্ঠ পন্থা

সূরা বাকারা পাঠ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الَّذِي  
تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, নিশ্চয় যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শয়তান চলে যায়।

(মুসলিম, হাদীস নং ৭৮০)

৭. নিরাপত্তা লাভের সপ্তম পন্থা

আব্বাহর জিকির, কুরআন তিলাওয়াত, সুবাহানান্নাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আব্বাহ আকবার ও লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ অধিক পরিমাণ তিলাওয়াত করা-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ : مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ  
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ  
عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِبَّتٌ عَنْهُ مِائَةُ  
سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ  
وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এ দু'আটি : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্, লাহ্লামুলকু ওয়ালাহ্লামদু, ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ কুদীর]

একশত বার পড়বে, সে দশজন দাস আযাদ করার সওয়াবের অধিকারী হবে, তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হবে ও একশত পাপ ক্ষমা করা হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে আর তার চেয়ে এত অধিক সওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পড়বে সে ব্যতীত। দু'আটির অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই একচ্ছত্র মালিকানা, তাঁর যাবতীয় প্রশংসা, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (বুখারী, হাদীস নং ৬৪০৩)

### ৮. নিরাপত্তা শান্তের অষ্টম পছা

ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضاً) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقَيْتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিচ্চয় নবী করীম ﷺ যখন ঘর থেকে বের হতেন তখন এ দু'আ পড়তেন : [বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ] অর্থ : আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, তাঁর ওপর ভরসা করছি। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উত্তম কাজ করার এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার শক্তি বা ক্ষমতা আমাদের নেই। তিনি ﷺ বললেন : যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয় পড়বে, তখন তাকে বলা হবে, তুমি হেদায়েত পেয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তুমি নিরাপত্তা পেয়েছ এবং শয়তানকে তোমার নিকট থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারপর এক শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি তার সাথে কীভাবে পারবে? যে সুপথ প্রদর্শিত, যার জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে ও নিরাপত্তা পেয়েছে।

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২৬)

## ৯. নিরাপত্তা লাভের নবম পন্থা

কোন স্থানে নামার সময় দু'আ পাঠ করা

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السَّلْمِيَّةِ (رض) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُولُ : إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا  
فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَإِنَّهُ لَا  
يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ -

খাওলা বিনতে হাকীম সুলামিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্থানে নামার সময় এ দু'আ পাঠ পড়বে। [আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত্ তাম্মাতি মিন শাররি মা খলাক] সে স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত কোন কিছুতে তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।

অর্থ : আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর উসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৮)

## ১০. নিরাপত্তা লাভের দশম পন্থা

হাই উঠলে মুখে হাত রেখে তা প্রতিরোধ করা-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ  
الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যদি তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। কেননা সে সময় শয়তান মুখের মধ্যে প্রবেশ করে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ : أَلْبَتَّاءُؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظُمْ  
مَا اسْتَبْطَاعَ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাই শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যতদূর সম্ভব তা যেন প্রতিরোধ করে। (বুখারী, হাদীস নং ৩২৮৯)

### ১১. নিরাপত্তা লাভের একাদশ পন্থা

আজান দেয়া-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ  
 التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَّ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ  
 حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ  
 يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ  
 لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : যখন সালাতের জন্য আজান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতকলম (পায়খানার রাস্তায় দিয়ে বাতাস বের হওয়াকে বলে) মারতে মারতে এত দূর পলায়ন করতে থাকে, যাতে করে সে আজান না শ্রবণ করে। আজান শেষ হলে পুনরায় ফিরে আসে। আবার যখন একদ্বামত হয়, তখন যে পলায়ন করে। একদ্বামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে। তারপর এসে মানুষের মনের মাঝে জল্পনা-কল্পনা জাগ্রত করে বলে : তুমি এ কথা স্মরণ করো অমুক কথা স্মরণ করো। এভাবে স্মরণ করাতে করাতে মুসল্লি ভুলে যায়, সে কয় রাকাত আত সালাত আদায় করেছে। (মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৯)

### ১২. নিরাপত্তা লাভের দ্বাদশ পন্থা

মসজিদে প্রবেশের দু'আ পড়া-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : (أَعْرُذُ بِاللَّهِ

الْعَظِيمِ وَيُوجِّهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَقْطُ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মসজিদে প্রবেশের সময় এ দু'আ পাঠ করতেন : [আ'উযু বিল্লাহিল'আযীম, ওয়া বিওয়াজ্জিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বনিহিল ক্বদীম মিনাশ শাইত্বনির রাজীম]

অর্থ : আমি বিভাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার সম্মানিত মুখমণ্ডল এবং শাশ্বত সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে। যখন কোন ব্যক্তি এ দু'আ পড়ে, তখন শয়তান বলে : এ ব্যক্তি আজ সারাদিন আমার নিকট থেকে নিরাপদে রইল। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৬)

১৩. নিরাপত্তা লাভের ঐয়োদশ পছা

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ পড়া-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন নবী করীম ﷺ এর ওপর দরুদ প্রেরণ করে এ দু'আ পড়ে। [আব্দুল্লাহু'আফতাহ লী আবওয়াবা রাহমাতিক]

অর্থ : হে আব্দুল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দাও। আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নবীর (রা) প্রতি দরুদ পাঠ করবে এবং যেন বলে [আব্দুল্লাহু'আফতাহ লী মিনাশ শাইত্বনির রাজীম]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিভাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৭৩)

### ১৪. নিরাপত্তা লাভের চতুর্দশ পছা

অযু করা ও সালাত আদায় করা : বিশেষ করে ক্রোধ ও প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়। ক্রোধ ও প্রবৃত্তি উত্তেজনার অগ্নিফুলিঙ্গ সবচেয়ে অজু করলেও সালাতে দাঁড়ালে দমন হয়ে থাকে।

### ১৫. নিরাপত্তা লাভের পঞ্চদশ পছা

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা ও কুদৃষ্টিপাত, অশ্লীল কথা, হারাম খাবার ভক্ষণ ও অবাধভাবে মেলামেশা থেকে বিরত থাকা।

### ১৬. নিরাপত্তা লাভের ষট্টিদশ পছা

ঘর-বাড়িকে ফটো, মূর্তি, কুকুর ও ঘণ্টা মুক্ত রাখা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ أَوْ تَصَاوِيرٌ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ঘরে কোন জীব জন্তুর মূর্তি ও ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। (মুসলিম, হাদীস নং ২১১২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে সফর সঙ্গীদের সাথে কুকুর ও ঘণ্টা থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা অবস্থান করেন না। (মুসলিম, হাদীস নং ২১১৩)

### ১৭. নিরাপত্তা লাভের সপ্তদশ পছা

শয়তান ও জ্বীনের আবাস : তাদের অঞ্চলে যাওয়া থেকে বিরত থাকা। যেমন : বিরাণ ঘরবাড়ি ও অপবিত্র স্থানসমূহ যেমন : নেশার আড্ডা, ময়লাযুক্ত স্থান এবং জনশূন্য অঞ্চল যেমন : মরুভূমি ও দূরতম সাগরের তীর ও উট বাধার স্থান ইত্যাদি।

## ১১. যাদু ও জ্বীনের চিকিৎসা

- \* যাদু : এমন সূক্ষ্ম কাজ ও তন্ত্র-মন্ত্র যা দেহ ও অন্তরে কুপ্রভাব বিস্তার করে।
- \* যাদুতে রয়েছে কেবল অকল্যাণ ও অত্যাচার। এ ছাড়া রয়েছে মানুষের পরস্পরের অধিকার তথা আর্থিক ও মানসিক ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন ও শত্রুতা।
- \* মানুষের উপর জ্বীন আসর হওয়াকে আরবিতে 'মাস' বলে।

### ১. জ্বীনের সাথে মানুষের অবস্থাসমূহ

জ্বীন হলো : বিবেক সম্পন্ন জীবন্ত প্রাণী, শরীয়তের আদেশ ও নিষেধ পালনে আদিষ্ট। অতএব, তাদের জন্য রয়েছে নেকি ও পাপ।

১. মানুষের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা মানুষ ও জ্বীন উভয়কেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাওয়াতের বাণী শুনিতে থাকে। তাদেরকে উত্তম কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এরা হলো আল্লাহর পরম বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত।
২. যারা জ্বীনদের কাজে ব্যবহার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিষেধকৃত কাজের মাধ্যমে। যেমন : শিরক, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা, কারো প্রতি জুলুম করা। যেমন : কারো রোগ হওয়ার কারণ হওয়া অথবা অশ্লীল কাজে জড়িয়ে দেয়া। এগুলোর অর্থ হলো : সে অন্যায় কাজে জ্বীনের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।
৩. যে ব্যক্তি তাদেরকে ব্যবহার করে কেলামত ও অলৌকিক জিনিস প্রদর্শনের জন্য। আর এটা হলো ধোঁকাবাজি ও প্রভারণা।
৪. যে ব্যক্তি জ্বীনকে বৈধ কাজে ব্যবহার করে যেমন : এটি জায়েয কাজে মানুষকে ব্যবহার করার মতই জায়েয। যেমন দালান নির্মাণের কাজে ও মালামাল আনা নেয়া ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা।

### ২. যে কারণে জ্বীনের আসর হয়ে থাকে

জ্বীন মানুষকে সরাসরি আসর করে থাকে খায়েশ, প্রবৃত্তিবশত ও ভালবাসার বশিষ্ঠ হয়ে। যেমনভাবে মানুষের ভেতর উদয় হয়ে থাকে। এসব কখনো হিংসা আবার কোন ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিলে বা অত্যাচার করলে তার প্রতিশোধ হিসেবে হতে পারে। যেমন কেউ তাদের কাউকে হত্যা করল বা তাদের উপর গরম পানি ফেলে দিল অথবা কারো উপর পেশাব করে দিল। আবার অনেক সময় কোন কারণ ব্যতীত জ্বীনের পক্ষ থেকে অনর্থক ক্ষতিসাধন করে থাকে। যেমন অনেক বখাটে মানুষের মাধ্যমে অনর্থক কর্ম হয়ে থাকে।



### ৩. দুভাবে জ্বীনের আসন্ন ও জাদুর চিকিৎসা করা যায়

প্রথমত : যেখানে যাদুর বস্তু পুতে রাখা হয়েছে, সে স্থান সনাক্ত করে তা বের করে নষ্ট করে দেয়া। এর দ্বারা আল্লাহর আদেশে যাদু বিনষ্ট হয়ে যাবে। এটা সবচেয়ে ভাল উপায়। যাদুর স্থান নির্ণয়ের পছা স্বপ্নের মাধ্যমে, যাদুকৃত স্থান খুঁজতে খুঁজতে হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখাবেন। এ ছাড়া যাকে যাদু করা হয়েছে তার উপর ঝাড়ফুক করে জ্বীন হাজির করে তার নিকট থেকে তথ্য নিয়ে যাদুর স্থান বের করা যেতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ قَالَ سَفِيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَعْلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتَهُ فِيهِ؛ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ؟

قَالَ : مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ : لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِبَهُودٍ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيمَ؟ قَالَ : فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَّةٍ قَالَ وَآيْنُ؟ قَالَ : فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرْتُ تَحْتَ رَأْعُوقَةٍ فِي بَيْتِ دُرَّوَانَ قَالَتْ : فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ حَتَّى اسْتَخْرَجَهُ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে যাদু করা হয়েছিল, যার কারণে তিনি স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেছেন এমন ধারণা হতো, আসলে তিনি করেননি। সুফিয়ান বলেন : যাদুর ভেতর এ অবস্থাটা সবচেয়ে ভয়ানক। তিনি ﷺ বললেন : হে আয়শা! আমি যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নিকট জানার আবেদন করেছিলাম, আল্লাহ তা'আলা তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আমার নিকট দুই ব্যক্তি এসে একজন আমার শিয়রে, অন্যজন আমার পায়ের

নিকটে বসে। শিয়রের ব্যক্তি অপরজনকে বলে, এ লোকটির কি হয়েছে? সে বলল : তাকে তো যাদু করা হয়েছে। সে বলল : কে তাকে যাদু করেছে? জবাবে বলল : ইহুদিদের দোসর জুরাইক বংশের মুনাফিক ব্যক্তি যার নাম : লাবীদ ইবনে আ'সাম। সে বলল : কিসের দ্বারা যাদু করেছে? জবাবে বলল : চিরুনি ও চিরুনিতে যে চুল লেগেছিল তা দ্বারা। সে বলল : তা কোথায়? সে বলে : খেজুরের পুরানো কাঁদিতে জারওয়ান কূপের মুখে স্থাপিত পাথরের নিচে। আয়েশা (রা) বলেন : রাসূল করীম ﷺ কূপে গিয়ে তা বের করলেন .....।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৯)

দ্বিতীয়ত : যদি জাদু পুঁতে রাখার স্থান না জানা যায়, তবে দুই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হবে

১. শরীয়তসম্মত ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে : যাতে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে-  
ক. যেন কুরআনের আয়াত থেকে হয়। কুরআনই হলো দৈহিক ও মানসিক সকল রোগের উত্তম চিকিৎসা।  
খ. নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে। এটি আরবি ভাষায় হোক বা অন্য ভাষায় যার অর্থ বোধগম্য।  
গ. এ বিশ্বাস করতে হবে যে, এসব ঝাড়-ফুঁকের নিজস্ব কোন শক্তি নেই বরং এর প্রভাব আল্লাহর ইচ্ছায় হবে।
২. শরীয়তসম্মত ঔষধের মাধ্যমে যেমন : মধু, আজ্জা খেজুর, কালোজিরা ও শিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি।

১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةِ شَرْتَةٍ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَبَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى عَنِ الْكَيْ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তিনটি বস্তুর মাঝে আরোগ্য রয়েছে : শিঙ্গা লাগানোতে, মধু পানে অথবা লোহা গরম করে ছেক দেয়াতে। তবে আমি আমার উম্মতকে ছেক দেয়া থেকে নিষেধ করছি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮১)

২. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رض) يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ -

২. সা'দ ইবনে আবি ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সাতটি আজয়া প্রজাতের খেজুর খাবে, তাকে যাদু ও বিষে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৭)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمْرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا  
حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ حَتَّى يُمْسِيَ -

সহীহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় এসেছে : যে ব্যক্তি সকাল বেলা মদীনার সাতটি খেজুর ভক্ষণ করবে, বিষ তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا  
السَّامَ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন : “কালোজিরাতে মৃত্যু ছাড়া প্রতিটি রোগের আরোগ্য হওয়ার উপাদান রয়েছে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْتَجَمَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ  
كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ -

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি (চাঁদের মাসের) সতের তারিখে অথবা উনিশ তারিখে অথবা একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে, তার জন্য এটি সকল রোগের চিকিৎসা হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৬১)

ঝাড়-ফুককারী অযু করার পর কুরআন কারীম থেকে বিশুদ্ধভাবে আয়াত তিলাওয়াত করে রোগীর সিনায় অথবা যে কোন অঙ্গে ঝাড়-ফুক দিবে। কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুক করবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হল : সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো, সূরা কাফিরুন, সূরা নাস, ফালাক এবং যাদু ও জ্বীন প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতগুলো। তা থেকে কিছু নিচে পেশ করা হলো-

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ - فَرَقَعَ الْحَقُّ وَيَّطَّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - فغلبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغْرَيْنَ - وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجُودَيْنَ - قَالُوا أَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ - رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ -

অর্থ : আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুণ্ডি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। সহসা উহা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল; ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করতেন তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। সেখানে তারা পরাভূত হলো ও লাঞ্চিত হলো, এবং যাদুকরেরা সিঁজদাবনত হলো। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি- 'যিনি মুসা ও হারুনের প্রতিপালক। (সূরা-৭ আ'রাফ : আয়াত-১১৭-১২২)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ - فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةَ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَتَقُولُوا مَا آتَيْتُمْ مَلْفُوقُونَ - فَلَمَّا أَلْقَرُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ - وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ -

অর্থ : ফেরাউন বলল, 'তোমরা আমার কাছে সকল সুদক্ষ যাদুকরদের নিয়ে আস। যখন যাদু কররা তার নিকট আসল তখন ওদেরকে মুসা বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করবার, নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মুসা বলল, 'তোমরা যা এনেছে তা যাদু, নিশ্চয়ই আল্লাহ ওকে অসার করে দিবেন। আল্লাহ অবশ্যই অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(সূরা-১০ ইউনুস : আয়াত-৭৯-৮২)

قَالُوا بِمُوسَىٰ إِمَامًا أَن تُلْقِيَ وَإِمَا أَن نَّكُونَ أَوْلَىٰ مِن أَلْفَىٰ - قَالَ  
 بَلْ أَلْقُوا فَإذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ  
 أَنهَا تَسْعَىٰ - فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ - قُلْنَا  
 لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ - وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا  
 صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ  
 اتَىٰ ..

অর্থ : ওরা বলল, হে মুসা! হয় তুমি নিষ্কেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিষ্কেপ করি। মুসা বলল, বরং তোমরাই নিষ্কেপ কর। ওদের যাদু-প্রভাবে অকঙ্কায় মুসার মনে হলো ওদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করতেছে; মুসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলো। আমি বললাম, ‘ভয় করোও না, তুমিই প্রবল। ‘তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে তা নিষ্কেপ কর, ইচ্ছা ওরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথাই আসুক, সফল হবে না। (সূরা-২০ ত্ব-হা : আয়াত- ৬৫-৬৯)

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ  
 سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ  
 وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُنِ  
 مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ  
 مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ  
 مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ  
 وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ  
 مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ -

অর্থ : এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান কুফরী করে নাই, কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত- এবং যা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাকেও শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, আমরা পরীক্ষাধরুণ; কাজেই তুমি কুফরী করেও না। তারা উভয়ের কাছে থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আত্মাহর নির্দেশ ব্যতীত তারা কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করতো তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ উহা ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। উহা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত!। (সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১০২)

وَالصَّفَاتِ صَفًا - فَالزُّجُرَاتِ زَجْرًا - فَالتَّلْبِيتِ ذِكْرًا - إِنَّ إِلَهَهُمْ  
 لَوَاحِدٌ - رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ -  
 إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوَاكِبِ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ  
 شَيْطَانٍ مَّارِدٍ - لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَدِّفُونَ مِّنْ كُلِّ  
 جَانِبٍ - دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ - إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ  
 فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ -

অর্থ : শপথ যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। ও যারা কঠোর পরিচালক। এবং যারা যিক্র আবৃত্তিতে রত। নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের অন্তবর্তী সকল কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের। আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সূক্ষ্মা দ্বারা সুশোভিত করেছি। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। ফলে ওরা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং ওদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে। বিতাড়নের জন্য এবং ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উষ্ণপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা-৩৭ সাফফাত : আয়াত-১-১০)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّنذِرِينَ .  
 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنَّا بَعْدَ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا  
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ .  
 يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ  
 وَيُجْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ - وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ  
 بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي  
 ضَلَالٍ مُّبِينٍ -

অর্থ :স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বীনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার (নবীর) নিকট উপস্থিত হলো, তারা একে অপরকে বলতে লাগলো চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে- তারা বলেছিল: হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মুসা (আ) এর পরে, এটা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর আহ্বানে দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যজ্ঞগাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(সূরা-৪৬ আহ্কাফ : আয়াত-২৯-৩২)

يُمَعِّشَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۗ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ - فَبِأَيِّ  
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْاظٌ مِّن نَّارٍ وَنَحَاسٌ  
 فَلَا تَنْتَصِرُونَ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ -

অর্থ : হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমার যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে। কাজেই তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ যখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কো অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা-৫৫ আররহমান : আয়াত-৩৩-৩৬)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ -

অর্থ : তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?। (সূরা আল-মু' মিনুন : ১১৫)

এরপর নবী করীম ﷺ থেকে বিদগ্ধ সূত্রে বর্ণিত দু'আগুলো পড়বে, যা নজর লাগার ঝাড়-ফুক অধ্যায়ে বর্ণিত হবে ইন শাআল্লাহ।

## ১২. বদনজরের ঝাড়ফুক

### ১. নজর লাগা

হিংসুক ও বদনজরকারীর পক্ষ থেকে যার প্রতি হিংসা ও বদনজর করা হয় তার উপর বিঘ্নাত্ত তীর নিক্ষেপ হয়। যা কখনো কার্যকর হয় কোন কোন সময় হয় না। যদি তার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উন্মুক্ত ও প্রতিরক্ষাহীনভাবে পেয়ে যায়, তবে তার প্রতিক্রিয়া হয়। পক্ষান্তরে তাকে যদি প্রতিরক্ষা অবস্থায় তার নিকট পৌঁছার কোন রাস্তা না পায়, তাহলে কোন ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে না।

\* যে বদনজর মানুষের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা হলো হিংসার কুফল। অথবা আল্লাহর জিকির ব্যতীত গাফেল অবস্থায় তীক্ষ্ণ কুদৃষ্টির সাথে জ্বীন শয়তান চুকে পরে ক্ষতি সাধন করে। এ ছাড়া মজা করে বা আশ্চর্যভাবে দু'আ ছাড়া কারো গুণ বর্ণনা করলেও নজর লাগতে পারে।

### ২. নজর লাগার পদ্ধতি

নজরকারী আল্লাহর নাম না নিয়ে ও বরকতের দু'আ ব্যতীত যখন কারো গুণ বর্ণনা করে তখন উপস্থিত শয়তানী আত্মাগুলো তা লুফে নিয়ে তার সাথে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় এবং তার মধ্যে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তার কুপ্রভাব প্রতিফলিত হয়।



### ৩. যার প্রতি নজর লাগে তার দুটি অবস্থা

১. যার দ্বারা নজর লেগেছে যদি তাকে চেনা যায়, তাহলে তাকে গোসলের নির্দেশ দিতে হবে এবং তার উচিত হবে আত্মাহ ও তার রাসূল ﷺ এর অনুসরণ করে : গোসল করা। অতঃপর সে পানি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তার শরীরে উপর একবার ঢেলে দিতে হবে। ইনশাআল্লাহ এটি দ্বারা সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقْتَهُ الْعَيْنُ وَإِذَا  
اسْتَفْسَلْتُمْ فَأَغْسِلُوا -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন : নজর লাগা সত্য, যদি ভাগ্যের শুরুতে কিছু অগ্রগামী হত তাহলে নজর লাগায় হত। আর যখন তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হবে তখন যেন গোসল কর। (মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৮)

### ৪. যেভাবে গোসল করবে

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ . فَلَبِطَ  
سَهْلٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ لَهُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ وَاللَّهِ مَا يَرُقُّعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِينُ  
قَالَ هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ قَالُوا نَظَرْنَا إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ  
رَبِيعَةَ .

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّبَ عَلَيْهِ  
وَقَالَ عَلَامٌ يَقْتُلُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ هَلَا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَكْتَ  
نُمَّ قَالَ لَهُ : اغْتَسِلْ لَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ

وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلِهِ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ثُمَّ صَبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَيْهِ  
يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِيُ الْقَدَحَ وَرَأْسَهُ  
فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ -

আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণিত, তার পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার রাস্তায় অতিক্রমের সময় তারা রাসূল করীম ﷺ এর সাথে ছিল। লম্বা হাদীস - সাহলকে বদনজর লাগালে তাকে নবী করীম ﷺ এর নিকট নেয়া হল। বলা হলো : হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাহল প্রসঙ্গে জানেন? আব্দুল্লাহর কসম, সে তার মাথা উঠাতে পারছে না এবং তার জ্ঞানও ফিরে আসছে না। তিনি বলেন : তোমরা কি কাউকে সন্দেহ করছ যে, যার দ্বারা বদনজর লেগেছে? তারা বলল : হ্যাঁ, তার দিকে আমার ইবনে রাবীয়াহ নজর দিয়েছিল।

নবী করীম ﷺ আমেরকে ডেকে তার ওপর রাগ করে বললেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে কেন হত্যা করেছে? যা দেখে তোমাকে আশ্চর্য করে তার জন্য বরকতের দু'আ করলে না কেন? তারপর তিনি তাকে বললেন : “তার জন্য তুমি গোসল কর। অত:পর সে তার চেহারা, কনুইদয়, হস্তদয়, হাঁটুদয়, পাছয়ের পার্শ্ব এবং জুজির দেহে লেগে থাকা অংশ একটি পাত্রে ধৌত করল। এরপর সে পানিগুলো সাহলের উপর ঢেলে দেয়া হল। এক ব্যক্তি সাহলের পেছন থেকে তার মাথা ও পিঠের উপর পানি ঢালবে। অত:পর সে পাত্রটি তার পেছন বরাবর মাটিতে উপুড় করে দিবে। এরূপ করার পর সাহল পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে সকলের সাথে যেতে লাগল। (আহমদ, হাদীস নং ১৬০৭৬)

২. কোন ব্যক্তি দ্বারা নজর লেগেছে যদি জানা না যায়, তাহলে আব্দুল্লাহর ওপর ভরসা রেখে রোগীকে আল কুরআনের আয়াত ও নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুক করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগী ও চিকিৎসককে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্যদানকারী একমাত্র আব্দুল্লাহ তা'আলাই। আর কুরআন হলো আরোগ্যের উপকরণ। অতএব, চিকিৎসক কুরআনের আয়াত ও নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণিত দু'আ দ্বারা ঝাড়-ফুক করবে। নিচে কতিপয় দু'আ বর্ণনা করা হলো :

\* সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো, সূরা এখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক। আর ইচ্ছা করলে নিচের আয়াতগুলোও তিলাওয়াত করতে পারে।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ  
فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -

(সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৩৭)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا  
الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ -

(সূরা-৬৮ কালাম : আয়াত-৫১)

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا  
أَلِ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مَلَكًا عَظِيمًا -

(সূরা-৪ নিসা : আয়াত-৫৪)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ  
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا -

(সূরা-১৭ বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮২)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ  
أَعْرَبِيًّا وَعَرَبِيٌّ قُلٌ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءٌ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِن  
مَّكَانٍ بَعِيدٍ -

(সূরা-৪১ হা-মীম সেজদা : আয়াত-৪৪)

এ ছাড়া অন্যান্য আয়াতও তিলাওয়াত করতে পারে। এরপর রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণিত দু'আগুলো পড়বে। যেমন-

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لِشِفَاءِ  
الْأَشْفَاؤِكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৩)

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ  
حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ . (মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৬)

بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِئِكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا  
حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ - (মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৫)

إِمْسَحِ الْبَاسِ رَبِّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ .  
(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৪)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ  
عَيْنٍ لَآمَةٍ - (বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭১)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ  
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ - (তিরমিযী হাদীস নং ৫৩২৮)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -  
(মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৯)

بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجَدُ وَأَحَازِرُ  
سَبْعَ مَرَّاتٍ وَأَضِعُّ يَدَهُ عَلَى مَكَانِ الْأَلَمِ -

(মুসলিম, হাদীস নং ২২০২)

ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার “বিসমিল্লাহ” ও দোয়টি সাতবার পাঠ করবে।

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ .

১. আবু দাউদের হাদীস নং : ৩১০৬)

এ দু’আটি সাতবার পাঠ করবে।

## ১৩. দো'য়ার বিধি-বিধান

### ১. দো'য়ার প্রকারভেদ

দো'য়া ইবাদাত ও দো'য়া মাসয়ালাহ। আর এ দুটির একটি অপরটির জন্য আবশ্যিক।

২. দো'য়া ইবাদত : এটি হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাছিলের জন্যে অথবা অপছন্দনীয় জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কিংবা দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন—

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -  
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ -

এবং স্মরণ করুন মাছওয়ালার (যুনুস) কথা তিনি ক্রোধ ভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং ধারণা করেছিল আমি তাঁর জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডেকেছিল, 'তুমি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমালংঘনকারী।' তখন আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম। দৃষ্টিস্তা থেকে এবং এ ভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আল-আশ্বিয়া : ৮৭-৮৮)

৩. দোয়া মাসয়ালাহ বা চাওয়া : এটি হচ্ছে এমন জিনিস চাওয়া, যা আবেদনকারীকে কল্যাণ লাভে অথবা দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দূর করতে উপকার করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই তুমি আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(সূরা-৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১৬)

### ৪. দোয়ার প্রভাব

সকল প্রার্থনা ও আশ্রয় চাওয়ার ক্রিয়া শক্তি হলো অস্ত্রের মতো, অস্ত্র যেমন তার আঘাত দ্বারা ধ্বংস করে শুধু তীব্র ধার দ্বারা নয়। সুতরাং যখন অস্ত্র পরিপূর্ণ থাকে, তাতে কোন ধরনের ত্রুটি থাকে না এবং বাহু দৃঢ় থাকে এবং প্রতিবন্ধকতাও থাকে না, এমতাবস্থায় শত্রুর দেহে আঘাত হানতে সক্ষম হয়। আর যদি উপরিউল্লিখিত তিনটি জিনিসের কোন একটির আসন্ন স্থিতি ঘটে তখন ফল আসতে দেবী হয়।

দোয়া ঈমানদারের অস্ত্র। এর দ্বারা পতিত ও আসন্ন বিপদ-আপদে সে উপকৃত হয় আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা হাছিল হয়। আল্লাহর নির্দেশনাবলীর ওপর অবিচল এবং তার দীনকে সম্মুখত করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা অনুযায়ী দোয়া কবুল হয় এবং উদ্দেশ্য লাভ হয়।

### ৫. দোয়া কবুল হওয়া

শর্ত সাপেক্ষে যদি দোয়া করা হয় তবে আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীকে হয়তো বা তাৎক্ষণিক ফল দেন বা তার ফল বিলম্বিত করেন যাতে বান্দা অধিক পরিমাণে কান্না-কাটি ও কাকুতি-মিনতি করে বা তাকে হয়ত এমন অন্য কিছু প্রদান করেন যা তার প্রার্থনার চেয়ে অধিক উপকারী বা তার দোয়ার মাধ্যমে তার থেকে বিপদ-আপদ দূর করে দেন। মূলত: বান্দার কিসে উপকার রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহই বেশি জানেন। অতএব আমরা তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য ধারণ করব।

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ط قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন, আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা-৬৫ তালাক : আয়াত-৩)

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ-

আর আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট আমার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই রয়েছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই আমার আদেশ পালন করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে চলতে পারে।

(সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৮৬)

### ৬. দোয়া কবুল হওয়ার বাধা

দোয়া অপছন্দনীয় জিনিস দূর করতে এবং আশা পূরণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী উপায়। কিন্তু কোন কোন সময় দোয়ার ফল প্রতিফলিত হয় না। এর কতিপয় কারণ নিচে প্রদত্ত হলো—

স্বয়ং দোয়ার মধ্যেই দুর্বলতা- এমন দোয়া, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। যেমন : দোয়াতে বাড়াবাড়ি থাকা। আর দোয়া কবুল না হওয়ার পেছনে হয়ত এটাও কারণ থাকতে পারে যে, দোয়াকারীর অন্তরে দুর্বলতা রয়েছে। যেমন : দোয়া কবুল হবে এমন আশাবাদী নয় কিংবা দোয়া করার সময় আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠভাবে অন্তর অগ্রসর হয় না। আর না হয় দোয়া কবুল না হওয়ার পেছনে বাঁধা সৃষ্টিকারী হারাম পানাহার, অমনোযোগিতা, অসতর্কতা ও অন্তরের উপর জমাট বেঁধে থাকা গুনাহের স্তূপ রয়েছে। আবার দোয়া গৃহীত না হওয়ার এটাও একটি কারণ হতে পারে যে, তা কবুল করার জন্য তাড়াছড়া করা হয় এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয়া। সম্ভবত কোন কোন দোয়ার প্রতিদান ইহকালে দেয়া হয় না এজন্যে যে, দোয়াকারী যা চায় তার চেয়ে তাকে আখিরাতে প্রতিদান দেয়া হবে। আবার কোন কোন সময় যা চায় তা না দিয়ে তার পরিবর্তে তাকে অনেক বড় বিপদ থেকে রক্ষা করা হয়।

আবার কোন কোন সময় যা চায় তা দেয়া হলে তার পাপ কাজ অধিক হতে পারে এমতাবস্থায় তাকে আবেদনকৃত বস্তু না দেয়া শ্রেয়, তাই তার দোয়া গৃহীত হয় না। আবার কোন কোন সময় দোয়া গৃহীত হয় না এ কারণে যে, দোয়াকারী যা চায় তা যদি দেয়া হয় তাহলে সে প্রাপ্ত নে'আমত নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে যে তার পালনকর্তাকে ভুলে যাবে। সে তাঁর সমীপে আর প্রয়োজনের জন্য ডাকবে না এবং তার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সংঘটিত গুনাহ থেকে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য তাঁর মানসিকতা কাজ করবে না।

### ৭. বিপদের সাথে দোয়ার অবস্থাসমূহ

দোয়া সবচেয়ে উপকারী প্রতিষেধক এবং তা বিপদ আপদে দূশমন থেকে দূশমনী প্রতিহত করে। আর যদি বিপদ এসেই যায়, তাহলে তাকে বিতাড়িত করে দেয় অথবা তাঁর কুপ্রভাব ও ক্ষতি দূর করে দেয়।

### ৮. বিপদের সাথে দোয়ার তিনটি অবস্থা নিচে আলোচনা করা হলো

প্রথম : দোয়া বিপদের চেয়ে শক্তিশালী হওয়া আবশ্যিক, তাহলে বিপদকে দূর করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয়ত : দোয়া আপদ-বিপদ থেকে দুর্বল হয়। সুতরাং বালা-মুসিবত তার ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখে।

তৃতীয়ত : পরস্পরকে প্রতিরোধ করে এবং প্রত্যেকেই তার প্রতিপক্ষকে বাঁধা দেয়। প্রতিদ্বন্দীর ত্রিয়া শক্তিকে রোধ করে।

## ৯. দোয়ার ক্বীলত

### ১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ-

আর আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট আমার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই রয়েছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। কাজেই আমার আদেশ পালন করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে চলতে পারে। (সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৮৬)

### ২. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ -

আর আমার বান্দারা যখন তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে আমার প্রসঙ্গে-বস্তুত : আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে। কাজেই আমার আদেশ পালন করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে আসতে পারে। (সূরা-২ বাকারা : আয়াত-১৮৬)

## ১০. দোয়ার আদব ও কবুল হওয়ার কারণসমূহ

১. আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে মনকে খালিস তথা একাগ্র একনিষ্ঠভাবে পেশ করা।
২. আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা দ্বারা দোয়া আরম্ভ করা। অতঃপর রাসূলের প্রতি দোয়াতে দরুদ পড়া এবং এর মাধ্যমেই শেষ করা।
৩. দোয়ায় (হৃদয় কালব) মন উপস্থিত রাখা বা একাগ্রতা আনা।



৪. দোয়ায় আওয়াজকে ছোট রাখা। অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজে ও না আবার একেবারে চুপিসারেও না। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা।
৫. অপরাধ স্বীকার করা ও তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৬. আল্লাহর নে'আমত স্বীকার করা ও এর জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করা।
৭. দোয়াকে তিনবার করে আবৃত্তি করা এবং দোয়াতে কাকুতি-মিনতি করা।
৮. দোয়া কবুলের জন্য তাড়াহুড়া না করে ধৈর্য অবলম্বন করা।
৯. দোয়ায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করা এবং কবুল হওয়া প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করা।
১০. দোয়াতে যেন পাপ ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এমন কিছু থেকে বিরত থাকা।
১১. দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা।
১২. পরিবার, সম্পদ, সন্তান ও নিজের ওপর কোনরূপ বদদোয়া না করা।
১৩. দোয়াকারীর খাবার, পানীয় ও পোশাক হালাল হওয়া।
১৪. যদি জুলুমের অভিযোগ থাকে তাহলে তা যথার্থভাবে মিটিয়ে ফেলা।
১৫. দোয়ায় বিনয়ী হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতাসহ মনকে আল্লাহর ধ্যানে আত্মনিয়োগ করা।
১৬. দোয়ার পূর্বে পায়খানা-প্রস্রাব সেরে ওযু করে নেওয়া।
১৭. দোয়ার সময় দু'হাত জোড় করে, তালু আকাশের দিকে রেখে দু'কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইচ্ছা করলে হস্তদ্বয়ের পিঠ কেবলার দিকে রেখে চেহারার পর্যন্ত উত্তোলন করা।
১৮. দোয়ার সময় কেবলামুখী হওয়া।
১৯. সুখে ও দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা।
২০. হাদীসে বর্ণিত কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় দোয়াগুলো করা।
১১. কোন কোন ধরনের দোয়া জায়েয আর কোন ধরনের দোয়া জায়েয নয় দোয়া বিভিন্ন ধরনের
১. এক ধরনের দোয়া বান্দা সে বিষয়ে নির্দেশিত হয়েছে। নির্দেশটি হয় অবশ্য পালনীয় অথবা সেটি পছন্দনীয়। যেমন : সালাত ও অন্যান্য বিষয়ে বর্ণিত দোয়াসমূহ, যা আল-কুরআন ও নবীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ উক্ত দোয়াগুলো পড়লে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হন।

২. যেসব দোয়া পড়া থেকে বান্দাকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন : দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা। আল্লাহর নিকট এমন দোয়া করা, যা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। যেমন : আল্লাহর নিকট এ বলে প্রার্থনা করা যে, আমাকে সর্ববিষয়ে জ্ঞানী করে দাও। অথবা সবকিছু করার সক্ষমতার প্রতি অশেষ ক্ষমতা দাও। কিংবা গায়েব-অজ্ঞানাকে জানার অসীম ক্ষমতা দাও ইত্যাদি। আল্লাহর নিকট এ জাতীয় দোয়া অপছন্দনীয় এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না বরং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।
৩. বৈধ বা অনুমোদিত। যেমন : অতিরিক্ত চাওয়া, যা চাইলে কোন পাপ হয় না।
১২. যে সমস্ত উত্তম সময়, স্থান ও অবস্থায় দোয়া কবুল হয়
১. দোয়া কবুলের উত্তম সময় : শেষ রাত্রে (রাত্রে তৃতীয় ভাগের) মধ্যভাগ দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম সময়।
- ক. লাইলাতুল কুদর। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের পর।
- খ. আজান ও এক্বামতের মাঝে। প্রত্যেক রাতের কিছু সময়। জুমু'আর দিবসের কিছু সময়।
- গ. আসরের শেষ সময়।
- ঘ. বৃষ্টি বর্ষণের সময়।
- ঙ. আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হয়ে অথসর হওয়ার সময়।
- চ. পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাতের আজানের সময়।
- ছ. ওযু অবস্থায় ঘুমিয়ে অতঃপর রাতে জাগ্রত হয়ে দোয়া করা।
- জ. রমযান মাসে দোয়া করা ইত্যাদি।
২. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম স্থানসমূহ : কা'বা ঘরের ভেতর দোয়া করা, হিজর তথা হাতীম তার অন্তর্ভুক্ত। আরাফাতের দিন আরাফার ময়দানে দোয়া করা।
- ক. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর দোয়া করা। (মুযদালিফায় অবস্থিত) মাশ'আরুল হারামে দোয়া করা।
- খ. হজুকালে ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর (হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে) দোয়া করা।
- গ. জমজমের পানি পান করার সময় দোয়া করা ইত্যাদি।

৩. দোয়া কবুল হওয়ার উত্তম অবস্থাসমূহ : এর মাধ্যমে দোয়া করার সময়। আত্মাহর প্রতি কলব ধাবিত হওয়া অবস্থায় দোয়া করা। ওয়ূর পর দোয়া করা। মুসাফির ব্যক্তির (সফর অবস্থায়) দোয়া। অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া। জালিমের প্রতি মাজলুম- অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দোয়া অথবা বদদোয়া। ইফতারীর সময় রোযাদার ব্যক্তির দোয়া। নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া। সালাতে সিজদারত অবস্থায় দোয়া। জিকির (কুরআন ও হাদীসের)-এর মাহফিলে মুসলিম ব্যক্তির দোয়া করা। মোরগ ডাকার সময় দোয়া করা। রাত্রিকালীন নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে [লা ইলাহা ইল্লাহ] বলে ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেয়ে দোয়া প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

## ১৪. কুরআন ও হাদীসের কিছু দো'য়া

### ১. কুরআনুল কারীম থেকে কতিপয় দো'য়া

আত্মাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমকে প্রতিটি জিনিসের বিবরণসহ হেদায়েত, রহমত ও চিকিৎসাস্বরূপ নাখিল করেছেন। এখানে কতিপয় দোয়া উল্লেখ করা হল যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে যা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপযোগী হয় তার দ্বারা আত্মাহর নিকট দোয়া করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ - اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ - صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ -

১. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আত্মাহরই।
২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।
৩. কর্মফল দিবসের মালিক।
৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
৫. আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

৬. তাদের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ। তাদের পথ নহে যারা  
ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ক্ষাতিহা)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ  
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمْلِكُ الْقُدُوسُ  
السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ  
اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ  
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা;  
তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।  
তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই  
রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমাষিত। ওরা যাকে  
শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা,  
উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা  
কিছু আছে, সকলেই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী  
প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর : ২৩-২৪)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ  
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ -

পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাকে জানে না তাদের  
প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। (সূরা ইয়াসীন : ৩৬)

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ -

ওরা যা আরোপ করে তা হতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের  
অধিকারী পবিত্র মহান। (সূরা যুখরাফ:৮২)

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ -

অতঃপর ওরা যদি মুখ ফিরে নেয় তবে তুমি বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ না। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা'আরশের অধিপতি। (সূরা তাওবা:১২৯)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।

(সূরা আঘিয়া : আয়াত-৮৭)

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ : ২৩)

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তো তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং তোমারই নিকট ফিরে যাব। (সূরা মুমতাহিনা : ৪)

رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا آتَيْتَنَا وَتَبِعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি যা নাযিল করেছ সে বিষয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে অনুগতদের তালিকাভুক্ত করে নাও। [সূরা আলে ইমরান : ৫৩]

رَبَّنَا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকে মাফ কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনুন : ১০৯)

رَبَّنَا أَمِنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, তুমি আমাদেরকেও মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। (সূরা মায়িদা : ৮৩)

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنا أَمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি। কাজেই তুমি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(সূরা আলে ইমরান : ১৬)

رَبَّنَا آتِنَا نُورَنَا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা আত-তাহরীম : আয়াত-৮)

رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ  
فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ -

হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সে সব ভাইকে মাফ করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তো দয়ালু পরম করুণাময়। (সূরা হাশর : আয়াত-১০)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا - إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا  
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا  
وَتُبَّ عَلَيْنَا - إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ -

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উভয়কে তোমার অজ্জাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের বিধি-বিধান বলে দাও এবং আমাদের মাফ কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী দয়ালু। (সূরা বাকারা : আয়াত-১২৭-২২৮)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا -

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা : আয়াত-৫)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে যালিম সপ্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় কাফির সম্প্রদায় থেকে হেফাজত কর।

(সূরা ইউনুস : আয়াত-৮৫-৮৬)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا  
وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ এবং আমাদের কার্যে সীমালংঘন তুমি আমাদেরকে মাফ কর। আর আমাদের মজবুত রাখ এবং কাফেরদের ওপর আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৭)

رَبَّنَا أَنْتَ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

(সূরা কাহাফ : আয়াত-১০)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে তাকওয়াবানদের জন্যে আদর্শরূপ কর। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৭৪)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا  
سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا -

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর কর, নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস; বসবাস ও অবস্থান স্থল হিসেবে তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ফুরকান : আয়াত-৬৫-৬৬)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  
النَّارِ -

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

(সূরা বাকারা : আয়াত-২০১)

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -

আমরা শ্রবণ করেছি এবং পালন করেছি। আমরা ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক। আর প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৫)

رَبَّنَا لَا تُزَاخِدْنَا إِنَّا نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا - رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا - رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا  
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا  
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করো না। হে আমাদের রব! আমাদের ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিও না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রতিপালক। অতএব কাম্বির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা বাকারা : আয়াত-২৮৬)



رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً .  
إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ -

হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ দেখানোর পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লক্ষ্যনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয় তুমিই মহাদাতা। (সূরা আলে- ইমরান : আয়াত-৮)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ  
الْمِيعَادَ -

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি সকল মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কিঞ্চিৎ পরিমাণও সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গকারী নন।

(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৯)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَبَّنَا  
إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ . وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  
- رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ  
فَأْمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ  
الْأَبْرَارِ - رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ -

হে আমাদের রব! এ সব তুমি বেহুদা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্রতম। অতএব, তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও মূলত: তাকে লাক্ষিত কর এবং অত্যাচারিতের জন্যে কেউই সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় পালনকর্তা প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাতেই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! অতএব, আমাদের পাপরাশি ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দাও এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান কর। হে

আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেবার অঙ্গীকার করেছ তা আমাদেরকে দাও এবং শেষ বিচার দিবসে আমাদেরকে অপমানিত করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।”

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৯১-১৯৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ -

“হে আমাদের পালনকর্তা! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদারদেরকে ক্ষমা কর। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪১)

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ -

তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আশ্বিয়া : আয়াত-৮৭)

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ  
الصَّالِحِينَ -

হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দান কর যাতে আমি তোমার প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি নেক আমল করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আন-নামাল : আয়াত-১৯)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ -

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত পতিষ্ঠাকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দোয়া কবুল করুন।

(সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৪০)

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ  
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দান কর, যাতে আমি তোমার প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে পারি। আমার প্রতি আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্যে এবং যাতে আমি নেক আমল করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর; আমি তোমারই দিকে ফিরে আসলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي -

হে আমার পালনকর্তা! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। অতএব, আমাকে মাফ করো। (সূরা আল-কাসাস : ১৬)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي -

হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কর্ম সহজ করে দিন, আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্বহা : আয়াত-২৫-২৮)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে মাফ না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হব।

(সূরা হুদ : আয়াত-৪৭)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ - وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ - وَاجْعَلْنِي مِّنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ -

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী কর এবং আমাকে সুখ শান্তি নয় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আশ-শু'আরা : আয়াত-৮৩-৮৫)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ  
وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا -

হে আমার পালনকর্তা! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা  
ঈমানদার হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং ঈমানদার পুরুষ ও  
ঈমানদার নারীদেরকে আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

(সূরা নূহ : আয়াত-২৮)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আপনার পথ থেকে পবিত্র সন্তান দান কর,  
নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-৩৮)

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে একা (সন্তানহীন) রেখো না এবং তুমিই সর্বোত্তম  
উত্তরাধিকারী। (সূরা আঘিয়া : আয়াত-৮৯)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নেক সন্তান দান কর। (সূরা আস-সাকফাত : ১০০)

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَّارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ -

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই  
তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আল মুমিনুন : ১১৮)

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ - وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ  
يَّحْضُرُوْنِ -

হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনাকারী শয়তানের প্ররোচনা  
থেকে। হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমার  
নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (সূরা আল-মুমিনুন : আয়াত-১১৪)

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا -

হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বাহা : আয়াত-১১৪)

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا -

হে আমার পালনকর্তা! যেখানে গমন শুভ ও সম্ভোষণজনক তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে নির্গমন অশুভ ও অসম্ভোষণজনক সেখান হতে আমাকে বের করে নাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮০)

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নাও যা থেকে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা আল-মুমিনুন : আয়াত-২৯)

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظٰهِرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! তুমি যেহেতু আমার ওপর অনুগ্রহ করেছ, কাজেই আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (সূরা আল-কাসাস : আয়াত-১৭)

رَبِّ انصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِيْنَ -

হে আমার পালনকর্তা! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আল-আনকাবুত : আয়াত-৩০)

## ১৫. রাসূল ﷺ এর কতিপয় দো'য়া

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعِزِّمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقْرَأَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ  
فَاعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ [স] ইরশাদ করেন : তোমাদের কেউ যখন দোয়া করবে সে যেন তার প্রার্থনা মজবুত করে আর অবশ্যই একথা যেন না বলে : হে আল্লাহ! তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে দান করবে। কারণ (দেয়া-না দেয়ার বিষয়ে) আল্লাহকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৩৮)

এখানে এমন কতিপয় সহীহ দোয়া উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলোকে রাসূলে করীম ﷺ প্রার্থনায় আবৃত্তি করতেন এবং মুসলমানের কর্তব্য সেগুলো পড়া এবং তার মধ্য থেকে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দোয়া বেছে নেয়া এবং এমতাবস্থায় হালাল পছা অবলম্বন করা। (বুখারী হাঃ নং ৬৩৩৮ ও মুসলিম হাদীস নং ২৬৭৮)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ  
 الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ  
 نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ وَوَعْدُكَ  
 الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ.  
 اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ  
 وَبِكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ  
 وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -

[আল্লাহ্‌য়া রব্বানা লাকালহামদু আস্তা কুইয়িমুস সামাওয়াতি ওয়ালআরয, ওয়ালাকাল হামদু আস্তা রব্বুস সামাওয়াতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আস্তা নূরুস সামাওয়াতি ওয়ালআরযি ওয়ামান ফীহিন্না, আস্তালহাক্ক, ওয়াক্বাওলুকালহাকক, ওয়া ওয়া'দুকালহাককু ওয়ালিক্ব-উকালহাককু ওয়ালজান্নাতু হাকক, ওয়ান্নারু হাককু ওয়াসসা'আতু হাককু আল্লাহ্‌য়া লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা খ-সমতু ওয়াবিকা হাকামতু, ফাগফির লী মা ক্বদামতু ওয়া মা আখ্বরতু ওয়া আসরারতু, ওয়া আ'লানতু ওয়া মা আস্তা আ'লামু বিহী মিন্নী লা ইলাহা ইল্লা আনতু]

হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের পরিচালক এবং তোমার জন্যেই যাবতীয় প্রশংসা। যেহেতু তুমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং তোমারই যাবতীয় গুণগান। তুমি সমুদয় আকাশ ও পৃথিবীর এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুর আলো দানকারী। তুমি সত্য, তোমার বাণী সত্য প্রতিশ্রুতি সত্য, সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তোমার প্রতি ঈমান আনলাম

এবং তোমারই ওপর ভরসা করলাম এবং তোমারই মদদের প্রত্যাশা অন্তরে রেখে শত্রুর মোকাবেলাই যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। আর তোমাকেই বিচারক হিসেবে নিরূপণ করলাম। কাজেই আমার পূর্বের ও পরের গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং আমার দ্বারা ঘটে যাওয়া কর্মে তুমি যা জান- অপকর্মসমূহ-ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। (বুখারী, হাদীস নং-৭৪৪২)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ -

আব্বাহুমাহদিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া ‘আফিনী ফীমান ‘আফাইত, ওয়া তাওয়াল্লিনী ফীমান তাওয়াল্লাইত, ওয়াবারিক লী ফীমা আ‘তুইত, ওয়াক্বিনী শাররা মা ক্বইত, ইন্নাকা তাক্বযী ওয়া লা ইউক্বযা ‘আলাইক, ওয়া ইন্নাহ লা ইয়াযিল্ল মান ওয়ালাইত, ওয়া লা ইয়া‘ইজ্জু মান ‘আদাইত, তাবারকতা রব্বানা ওয়াতা‘আলাইত। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৪২৫)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ -

“আব্বাহুমা সল্লি ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুখাজীদ, আব্বাহুমা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদ, ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারকতা ‘আলা ইবরাহীম, ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুখাজীদ।” (বুখারী, হাদীস নং-৩৩৭০)

وَكَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللَّهُمَّ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

নবী করীম ﷺ অধিক পরিমাণে এ দোয়াটি করতেন : [আল্লাহুমা রক্ষনা আতিনা ফিদুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিলআখিরাতি হাসানাহ, ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার] "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের শান্তি থেকে রক্ষা কর।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬২৮)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ  
وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا  
وَالْمَمَاتِ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল'আজযি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালহারামি ওয়ালবুখল, ওয়া আ'উযু বিকা মিন 'আযাবিল ক্ববরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহুইয়া ওয়ালমামাত]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপারগতা, অলসতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের শান্তি থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৬)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ  
وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জাহদিল বানায়ি ওয়া দারকিস্ শিকায়ি ওয়া সূয়িল ক্বয়-য়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দা']

রাসূল করীম ﷺ বালা-মুসিবতের ভয়াবহতা ও দুর্ভাগ্যের চরম অবস্থা থেকে আর খারাপ অদৃষ্ট এবং শত্রুর হাসি-তামাশা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৬১৬)

اللَّهُمَّ اصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ  
الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلْ  
الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ شَرِّ -



[আল্লাহ্মা আসলিহ্ লী দীনী আল্লাযী হওয়া ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ্ লী দুনইয়্যারী আল্লাতী ফীহা মা'আনী, ওয়া আসলিহ্ লী আখিরতী আল্লাতী ফীহা মা'আদী, ওয়াজ্জ'আলিল হায়াতা জিইয়াদাতান লী ফী কুন্নি খইরিন ওয়াজ্জ'আলিল মাওতা র-হাতান লী মিন কুন্নি শার]

হে আল্লাহ! আমার দীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও যার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার দুনিয়াবী জীবনকে যার ভেতর রয়েছে আমার জীবিকা। আর আমার পরকালকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ। যেখানে আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আর আমার জীবনকে প্রত্যেক ভালো কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে সকল অকল্যাণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২০)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالْتَقَىٰ وَالْعَفَاةَ وَالْغِنَىٰ -

[আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকালহুদা ওয়ালতুকা ওয়াল'আফাফা ওয়ালগিনা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হেদায়েত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাব শূন্যতার নে'আমতের।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ  
وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ  
زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا  
يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا  
يُسْتَجَابُ لَهَا -

[আল্লাহ্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজ্জি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুব্বনি ওয়ালবুখ লি ওয়ালহারামু ওয়া 'আযাবিল কুবর। আল্লাহ্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা ওয়া জাক্কিহা আন্তা খইরু মান যাক্বাহা আন্তা ওয়ালিইযুহা ওয়া মাওলাহা। আল্লাহ্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'ইলমিন লা ইয়ানফা'যু ওয়া মিন কুলবিন লা ইয়াখশা'যু ওয়া মিন নাফসিন লা তাশব'যু ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা ইউসতাজাবু লাহা।

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, তোমার আশ্রয় চাই ভীর্ণতা, কৃপণতার লানিত থেকে এবং বার্বক্যের অপারগতা থেকে আর তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের শান্তি থেকে। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেযগারী আর নিষ্কলুষ কর আমার অন্তরকে, তাকে কলুষমুক্ত করার সর্বোত্তম সত্তা একমাত্র তুমিই। তুমিই আমার সাহায্যকারী এবং একমাত্র অধিপতি। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা কোন উপকারে আসে না এবং এমন অন্তর থেকে যা আল্লাহর ভয়ে কপিত হয় না এবং এমন অন্তর থেকে যা কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দোয়া থেকে যা গৃহীত হয় না। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২২)

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ -

[আল্লাহুমা হিদনী ওয়াসাদদিদনী, আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াসাদাদ। হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান কর এবং সরল সঠিক পথে চলার জন্য তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থনা করি এবং সঠিক পথে চলতে শক্তি চাই। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭২৫)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ شَرِّ مَنْ مَأْمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন শাররি মা আমিলতু ওয়া মিন শাররি মা লাম আমাল]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমি যে আমল করেছি তার ক্ষতি থেকে এবং তার ক্ষতি থেকে যে কাজ আমি করি নি।” (মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৬)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালহাম্মি ওয়ালহাজান, ওয়ালআজজি ওয়ালকাসাল, ওয়ালজুবনি ওয়ালবুখল, ওয়াযালায়িদ্বাইনি ওয়াগলাবাতির রিজাল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি উৎকর্ষা, বিষন্নতা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে। অধিক ঋণ থেকে ও অসৎ ব্যক্তিবর্গের কুপ্রভাব থেকে। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩৬৯)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ -

[লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ‘আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রব্বুল ‘আরশিল  
 ‘আযীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রব্বুলস সামাওয়াতি ওয়ারব্বুল আরদি ওয়ারব্বুল  
 ‘আরশিল কারীম]

হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া ইবাদত পাবার যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তিনি মহান,  
 সহনশীল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশের পরিচালক,  
 আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি সত্ত্বআকাশ ও সত্ত্বযমিনের  
 পালনকর্তা-পরিচালক এবং মহান আরশেরও পরিচালক।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৪৬)

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ .

[আল্লাহুছা মুসাররিফাল কুলুব, সাররিফ কুলুবানা ‘আলাত্বু ‘আতিক]

হে অন্তরগুলোর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে তোমার  
 আনুগত্যের উপর ফিরিয়ে দাও। (মুসলিম, হাদীস নং-২৬৫৪)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ  
 بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَعَذَابِ  
 الْقَبْرِ -

[আল্লাহুছা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ‘উযু বিকা মিনালবুখ লি ওয়া  
 আ‘উযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল ‘উমুর, ওয়া আ‘উযু বিকা মিন  
 ফিতনাতিদ দুইয়া ওয়া ‘আযাবিল কুবর]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি কাপুরুষতা থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি  
 কাপর্ণ্যতা থেকে, আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্থ্যকের চরম দুর্দশা থেকে, দুনিয়ার  
 ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী, হাদীস নং-৬৩৭৪)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَائِمْ  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ  
 الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ  
 شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ  
 وَالْبَرْدِ وَتَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا بُنِقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ  
 الدَّنَسِ وَيَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ  
 وَالْمَغْرِبِ -

[আল্লাহ্‌হুয়া ইন্নী আ'উযু বিকা মিনালকাসালি ওয়ালহারামি ওয়ালমাগরামি  
 ওয়ালমা'ছাম, আল্লাহ্‌হুয়া ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিন্নারি ওয়াকিতনাতিন্নার  
 ওয়াকিতনাতিল কুবরি ওয়া'আযাবিল কুবর, ওয়াশাররি ফিতনাতিল গিনা  
 ওয়াশাররি ফিতনাতিল ফাকুর, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল,  
 আল্লাহ্‌হুয়াগসিল খত্ব ইয়ায়া বিমায়িছ ছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়ানাক্বি ক্বলবী মিনাল  
 খত্ব ইয়া কামা ইয়ুনাক্বাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদানাস, ওয়াবায়ি'দ বাইনী  
 ওয়াবাইনা খত্ব ইয়ায়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়ালমাগরিব।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বার্ষিকের দুঃখ-কষ্ট,  
 অলসতা, ঋনের কষাঘাত ও অপরাধ থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট  
 আশ্রয় চাচ্ছি আগুনের শাস্তি থেকে, জাহান্নামের ফিতনা, কবরের ফিতনা ও  
 কবরের আযাব থেকে এবং আর্থিক সচ্ছলতার ফিতনা, দারিদ্র্যতার কষাঘাতের  
 ফিতনা ও মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

হে আল্লাহ! আমার পাপরাশি বরফ শীতল পানি দিয়ে ধৌত করে দাও; আর  
 আমার অন্তরকে পাপরাশি থেকে এরূপ পরিষ্কার করে দাও যে রূপ সাদা কাগড়কে  
 ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার মাঝে ও আমার পাপের মাঝে এরূপ  
 দূরত্বের সৃষ্টি করে দাও যে রূপ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব করেছ।

(বুখারী, হাদীস নং-৬৩৭৫)

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ  
الرَّحِيمُ -

[আল্লাহ্‌মা ইন্নী যলামতু নাকসী যুলমান কাছীরা, ওয়া লা ইয়াগফিরুলয় যুন্বা ইন্না আনতু ফাগফির লী মাগফিরাতান মিন ইনদিক, ওয়ারহামনী ইন্না কা আস্তাল গফুরুর রহীম]

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের প্রতি অনেক বেশি জুলুম করেছি এবং আমার বিশ্বাস ভুমি ছাড়া পাপরাশি ক্ষমা করতে কেহই পারে না। কাজেই তুমি তোমার মহানুভবতায় আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭০৫)

اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ  
وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ  
تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ -

[আল্লাহ্‌মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খ-সমতু আল্লাহ্‌মা ইন্নী আ'উযু বি'ইজ্জাতিকা লা ইলাহা ইন্না আস্তা আন তুয়িল্লানী আস্তালহাইয়ুল্লাযী লা ইয়ামূতু ওয়ালজিন্নু ওয়াইনসু ইয়ামূতুন]

হে আল্লাহ! আমি তোমারই আনুগত্য মেনে নিয়েছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমারই ওপর ভরসা করেছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হই। হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই। আমার গোমরাই থেকে বাঁচার জন্য তোমার শক্তির আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি এমন চিরঞ্জীব যা আদৌ মৃত্যু নেই। অপরপক্ষে সব জিন ও মানব মণ্ডলী মরণশীল। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭১৭)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي وَأَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ  
بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي خَطِيئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ

عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا  
أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ  
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -

[আল্লাহ্‌মাগফির লী খত্বীয়াতী ওয়াজাহলী ওয়াইসরাফী ফী আমরী, ওয়া মা আন্তা  
আ'লামু বিহী মিল্লী, আল্লাহ্‌মাগফির লী জিন্দী ওয়াহাজলী ওয়াখত্বায়ী ওয়া'আমাদী  
ওয়াকুছু যালিকা 'ইনদী, আল্লাহ্‌মাগফির লী মা ক্বদামতু ওয়া মা আখ্বরতু ওয়া  
মা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহী মিল্লী, আন্তাল  
মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুওয়াখ্বিরু ওয়া আন্তাল 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর]

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ, আমার নির্বুদ্ধিতা, আমার কাজে কর্মে অপচয়তার  
অপরাধ ক্ষমা কর এবং সে সমস্ত পাপ থেকে যে সমস্ত পাপ প্রসঙ্গে আমার চেয়ে  
তুমিই বেশি জান। হে আল্লাহ! আমার ঐকান্তিকতার, রসিকতায় ভুলবশত এবং  
ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব অপরাধ হয়ে গেছে তা ক্ষমা কর। আর এ সমস্ত আমার  
মাঝে বিদ্যমান। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও যে অপরাধ আমি  
পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করব। আর যে অপরাধ আমি গোপনে করেছি ও যা  
আমি প্রকাশ্যে করেছি আর যে অন্যায় তুমি আমা অপেক্ষা অধিক জান। তুমিই  
তো যাকে ইচ্ছা সামনে অগ্রসর কর আর যাকে ইচ্ছা পেছনে হটিয়ে দাও এবং  
তুমিই সর্ববিষয়ে সক্ষম। (মুসলিম, হাদীস নং-২৭৩৯)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ  
نِعْمَتِكَ وَجَمِيمِ سَخَطِكَ -

[আল্লাহ্‌মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাওয়ালি নি'মাতিকা ওয়াতাহাওওয়ালি  
'আফিয়াতিকা ওয়াফুজাআতি নিক্বমাতিকা ওয়াজামীয়ি সাখাত্বিক]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নে'আমতের বিলুপ্ত হওয়া থেকে, তোমার দেয়া  
নিরাপদ ও সুস্থতা পরিবর্তন হওয়া থেকে, হঠাৎ করে আসা তোমার শাস্তি থেকে  
এবং তোমার সকল ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَرْزُقْنِي -

[আল্লাহ্‌মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া'আফিনী ওয়ারজুকনী]

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহমত কর, (বিপদাপদ) থেকে নিরাপদে রাখ, আমাকে হেদায়েত দাও, জীবিকা দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং-২৬৯৭)

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي -

[আল্লাহ্‌য়া ইন্নী 'আব্দুকা ওয়াবনু 'আদ্দিকা ওয়াবনু আমাতিক, নাসীইয়াতী বিইয়াদিকা মাযিন ফিয়্যা হুকমুকা 'আদলুন ফিয়্যা ক্বয-উক, আসআলুকা বিকুল্লিসমিন হুওয়া লাকা সাম্মাইতা বিহী নাকসাক, আও 'আল্লামতাহ আহাদান মিন খলক্বিক, আও আনজালতাহ ফী কিতাবিক, আবিস্তা'হারতা বিহী ফী 'ইলমিকাল গইবি 'ইন্দাক, আন তাজ্জ'আলাল কুরআনা রবী'য়া ক্বলবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালায়া হুজনী, ওয়া যাহাবা হাম্মী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা এবং তোমারই এক বান্দা ও এক বান্দীর পুত্র, আমার ললাট তোমার হাতে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার বিষয়ে তোমার ফয়সালা ইনসাফে প্রতিষ্ঠিত, তুমি যে সমস্ত নামে নিজেকে ভূষিত করেছ অথবা যে সব নাম তুমি তোমার গ্রন্থে নাযিল করেছ অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কোন মহা সৃষ্টিকে শিখিয়ে দিয়েছ কিংবা স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিজের জন্য যেসব নাম হেফাজত করে রেখেছ। আমি সেই সমস্ত নামের মাধ্যম তোমার নিকট আকুল প্রার্থনা জানাই যে, তুমি আল-কুরআনকে বানিয়ে দাও আমার অন্তরের জন্য প্রশান্তি, আমার বন্ধের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার বিতাড়নকারী এবং উদ্বেগ-উৎকর্ষার অবসানকারী। (আহমদ, হাদীস নং-৪৩১৮)

بِمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ نَبَّتَ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ -

[ইয়া মুক্বা ল্লিবাল ক্বলুব, ছাব্বিত ক্বলবী 'আলা দ্বীনিক]

হে আত্মার পরিবর্তনকারী! তুমি আমার রুহকে তোমার ধ্বানের ওপর স্থির করে দাও। (আহমদ, হাদীস নং-১২১৩১)

قَالَ ﷺ اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ - فَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ  
بَعْدَ اثْنَيْتَيْنِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ -

নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : তোমরা মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও সুস্থতার আবেদন কর। [আসআলুগ্লাহাল 'আফওয়া ওয়াল'আফিয়াহ] কারণ একিনের পর সুস্থতা অপেক্ষা উত্তম জিনিস কাউকে দেওয়া হয় নি।

(তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৫৮)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ  
لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنْبِيٍّ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শাররি সাম'য়ী ওয়া মিন শাররি বাসারী ওয়া মিন শাররি লিসানী ওয়া মিন শাররি ক্বলবী ওয়া মিন শাররি মানিয়্যা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার শ্রবণের ক্ষতি থেকে, দেখার ক্ষতি থেকে, রসনার ক্ষতি থেকে, অন্তরে কু চিন্তার ক্ষতি থেকে এবং আমার গুণের ক্ষতি থেকে। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৯২)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَمِنْ سَيِّ  
الْأَسْقَامِ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালবারাসি ওয়ালজুনুনি ওয়ালজুয়ামি ওয়া মিন সাইয়্যিল আসক্- ম]

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি ধবল, কুষ্ঠরোগ এবং বন্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য থেকে এবং সর্বপ্রকার দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি থেকে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৫৪)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্ ওয়াল আ'মালি ওয়ালআহওয়া']

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অসৎ চরিত্র, খারাপ আমল এবং অসৎ কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫৯১)



رَبِّ أَعْيَنِي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي  
 وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَأَهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مَنْ  
 بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكْرًا لَكَ ذِكْرًا لَكَ رَهَابًا لَكَ  
 مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا أَوْ آهًا مُنِيبًا . رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَأَغْسِلْ  
 حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَأَهْدِ قَلْبِي وَأَسْأَلُ  
 سَخِيمَةَ صَدْرِي -

[রব্বি আ'ইনী ওয়া লা তু' ইন 'আলাইয়া, ওয়ানসুরনী ওয়া লা তানসুর 'আলাইয়া, ওয়ামকুর লী ওয়া লা তামকুর 'আলাইয়া, ওয়াহদিনী ওয়াইয়াস্‌সিরিল হুদা লী ওয়ানসুরনী 'আলা মান বাগা 'আলাইয়া, রব্বিজ 'আলনী লাকা শাক্কারান, লাকা যাক্কারান, লাকা রাহুহাবান, লাকা মিতুওয়া'আন, লাকা মুখবিতান, ইলাইকা আওওয়াহান মুনীবা, রব্বি তাক্কাব্বাল তাওবাতী, ওয়াগসিল হাওবাতী, ওয়াআজিব দা'ওয়াতী, ওয়াহাক্বিত হুজ্জাতী, ওয়াসাদদিদ লিসানী ওয়াহদি ক্বলবী, ওয়াসলুল সাখীমাতা সদরী]

হে প্রভু! আমাকে সাহায্য কর আমার বিপক্ষবাদীকে সাহায্য করো না। আমাকে বিজয় দান কর, আমার ওপর অন্যকে বিজয় দান করো না। আমার জন্য কৌশল করে বিনিময় নিন কিন্তু আমার নিকট থেকে বিনিময় নিবেন না। আমাকে হেদায়েত দান কর ও হেদায়েত আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার প্রতি জুলুমকারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। হে প্রতিপালক! আমাকে তোমার অধিক শুকর গুজার, যিকিরকারী, তোমার ভয়ে ভীত, অধিক অনুগত্য, বিনয়ী ও তোমার দিকে প্রত্যবর্তনকারী বানাও। হে পালনকর্তা! আমার তওবা কবুল কর, আমার অপরাধ ও দোষ পরিষ্কার করে দাও, আমার দোয়া কবুল কর, আমার দাবি সাব্যস্ত কর, আমার জিহ্বাকে সংযত কর, আমার কলবকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমার বক্ষের অবক্ষয় দূর করে দাও। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫১০)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ  
 مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا  
 سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَادَ بِهٖ عَبْدُكَ  
 وَنَبِيُّكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ  
 عَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ،  
 وَاَسْأَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا -

[আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহি 'আজ্জিলিহি ওয়া আজ্জিলিহি মা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ'লাম, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাশশাররি কুল্লিহি 'আজ্জিলিহি ওয়া আজ্জিলিহি মা 'আলিমতু মিনহু ওয়া মা লাম আ'লাম, আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা 'আন্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররি মা 'আযা বিহি আন্দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা, আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া মা কররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্নারি ওয়া মা কররাবা ইলাইহা মিন কাওলিন আও 'আমাল, ওয়া আসআলুকা আন তাজ্জ'আলা কুল্লা কুয-য়িন কুযইতাহ লী খইরা।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সার্বিক কল্যাণ চাই; শীঘ্রই ও বিলম্বে যে কল্যাণ প্রসঙ্গে আমি জানি এবং যে বিষয়ে আমি অনবিহিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সকল ধরনের ক্ষতি থেকে যা নিকটে ও যা দূরে অপেক্ষিত যে বিষয়ে আমি জানি এবং যে বিষয়ে জানি না। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আশাবাদী যার প্রার্থনা অবগত করিয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর আমি সেই কল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে কল্যাণ থেকে তোমার বান্দা ও তোমার নবী রক্ষা পেতে চেয়েছেন।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আবেদন জানাই জান্নাতের আর সেই কথা ও কাজের জন্য যা আমাকে জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায়। আর আবেদন জানাই জাহান্নামের আগুন থেকে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সে কথা ও কাজ থেকে যা আমাকে তার নিকটে নিয়ে যায়। আর আমার জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্তে কল্যাণজনক করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৫৩৩)

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَانِمًا، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشِمِتْ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَانَتُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَانَتُهُ بِيَدِكَ-

[আল্লাহস্বাহফায়নী বিলইসলামি ক্ব- যিমা, আল্লাহস্বাহফায়নী বিলইসলামি ক্ব-ইদা, আল্লাহস্বাহফায়নী বিলইসলামি র-ক্বিদা, ওয়া তুশমিত বী 'আদুও ওয়ান ওয়া লা হাসিদা, আল্লাহস্বা ইন্নী অসআলুকা মিন কুল্লি খাইরিন খযায়িনুহু বিইয়াদিক্ ওয়া আউযুবিকা মিন কুল্লি শাররিন খযায়িনুহু বিইয়াদিক্]

হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠা অবস্থায় সংরক্ষণ কর এবং উপবিষ্ট সময়ে ইসলামের সঙ্গে আমাকে সংরক্ষণ কর এবং ঘুমের ঘরেও আমার মাঝে ইসলামকে সংরক্ষণ কর। আর আমার ওপর শত্রুকে আনন্দিত করিও না এবং হিংসুককেও না।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি, যার ভাণ্ডার তোমার মুঠে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বেচে থাকার উদ্দেশ্যে। যেহেতু এরও চাবি-কাঠি তোমার হাতে।

(হাকেম, হাদীস নং-১৯২৪)

اللَّهُمَّ اقْسِمْنَا لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمَنْ طَاعَتِكَ مَا تَبَلَّغْنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْبَاقِينَ مَا تَهَوَّنَ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُورِنَا مَا أَحْبَبْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ نَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تَسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا -

[আল্লাহ্‌রাসূল সালিম লানা মিন খশইয়াতিকা মা ইয়াহুলু বাইনানা ওয়া বাইনা মা'আসীক, ওয়া মিন ত্ব- 'আতিকা মা ত্বাবল্লিগু না বিহি জান্নাতাক, ওয়া মিনাল ইয়াকীনি মা ত্বহাওবিনু বিহি 'আলাইনা মুসীবাতিদ দুইয়া, ওয়া মাশ্টি'না বিআসমা'ইনা ওয়া আবস-রিনা ওয়া ক্বুওয়্যাতিনা মা আহইয়াইতানা ওয়াজ্জ'আলহল ওয়ারিছু মিন্না, ওয়াজ্জ'আল ছা'রনা 'আলা মান যলামানা, ওয়ানসুরনা 'আলা মান 'আদানা, ওয়া লা তাজ্জ'আল মুসীবাতানা ফী দ্বীনিনা, ওয়া লা তাজ্জ'আলিদ দুইয়া আকবারা হাশ্বিনা ওয়া লা মাবলাগা 'ইলমিনা ওয়া লা ত্বসাল্লিছু 'আলাইনা মা লা ইয়ারহামুনা]

হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে তোমার এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দাও, যা আমাদের মাঝে ও তোমার (নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞা পালনে) আমাদের অবাধ্যতার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং আমাদের মধ্যে তোমার আনুগত্য দাও যা আমাদেরকে তোমার (প্রস্তুত রাখা) জান্নাতে পৌঁছে দিবে। আর তুমি আমাদের কলবে এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে দাও যার ফলে আমাদের জীবনে দুনিয়ার আপদ-বিপদ সহজ মনে হবে। আর তুমি আমাদেরকে আমাদের কর্ণ দ্বারা, চক্ষু দ্বারা ও শক্তি দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করার সুযোগ দান করা, যতদিন তুমি আমাদেরকে জীবিত রাখ। আর তা আমাদের ওয়ারীস বানিয়ে দাও। আর আমাদের প্রতি যারা জুলুম করেছে তাদের থেকে তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। যারা আমাদের শত্রুতা করে তাদের ওপর আমাদের বিজয় এনে দাও এবং আমাদের মুসিবতের প্রভাব আমাদের দ্বীনের মধ্যে ফেলিও না এবং আমাদের জন্য পৃথিবীকে বড় লক্ষ্যস্থলও আমাদের জ্ঞানের বিনিময় বানিয়ে দিও না। আর আমাদের ওপর তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করো না যারা আমাদের ওপর দয়া করে না। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫০২)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدَىٰ وَأَعُوذُ  
بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي  
الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا  
وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا -

[আল্লাহ্‌রাসূল ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাদম, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাত্তারাদ্দী, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল গরাক্বি ওয়াল হারাক্বি ওয়ালা হারাম, ওয়া আ'উযুবিকা আন

ইয়াতখব্বাতুনিশ শাইত্ব-নু 'ইন্দাল মাওত, ওয়া আ'উযুবিকা আন আমূতা ফী সাবীলিকা মুদবিরা, ওয়া আ'উযুবিকা আন আমূতা লাদীগা।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ক্ষঃস হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই গর্তে পড়ে যাওয়া থেকে, অতর্কিত হোচট খেয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে এবং বার্বাক্যের দুর্বিসহ জীবনে উপনীত হওয়া থেকে। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি মৃত্যুকালে শয়তানের মোহাবিষ্ট হওয়া থেকে। আরো আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার রাস্তা থেকে পেছনে পলায়নরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা থেকে। আরো আশ্রয় চাচ্ছি সাপে কামড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৫২)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَبْسُ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ  
مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَبْسُ الثَّيْبَانَةُ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনালজু, 'ই ফাইন্নাহ বি'সাল যজী', ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল খিইয়ানাতি ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্ব- নাহ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দুর্ভিক্ষ থেকে। কেননা তা কী-না নিকৃষ্ট নিত্যসঙ্গী। তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কারণ তা কতই না নিকৃষ্ট সাথী। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৭)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ  
أُظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাকুরি ওয়াল কিলাতি ওয়ায যিল্লাহ, ওয়া আ'উযু বিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে এবং অর্থ ঘাটতি ও অপমান থেকে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার অত্যাচার অন্যের প্রতি করা থেকে অথবা আমার প্রতি অন্যের অত্যাচার থেকে। (আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِى دَارِ اَلْمَقَامَةِ.

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ইয়াওমিসসূয়ি, ওয়া মিন লাইলাতিসসূয়ি, ওয়া মিন সা'আতিসসূয়ি, ওয়া মিন স-হিবিসসূয়ি, ওয়া মিন জারিসসূয়ি ফী দারিল মাক্- মাহ]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি বিপদের দিনে ও বিপদের রাতে এবং বিপদের মুহূর্তে ও দুষ্ট সঙ্গী সাথী থেকে এবং স্থায়ী ঠিকানার খারাপ প্রতিবেশি থেকে। (নাসাঈ, হাদীস নং-১৭/২৯৪)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِى دَارِ اَلْمَقَامَةِ، فَاِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ -

[আল্লাহুমা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন জারিসসূয়ি ফী দারিল মাক্- মাহ, ফাইন্না জারাল বাদিইয়াতি ইয়াতাহাওওয়াল]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি স্থায়ী ঠিকানার অসৎ প্রতিবেশি থেকে। কারণ যাযাবর জীবনের প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়।

(নাসাঈ, ৭৯৩৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

[আল্লাহুমা ইন্নী আসআলুকা ইলামান নাফি'আ, ওয়া রিয়ক্বন তুইয়িবা, ওয়া 'আমালান মুতাক্ব্বালা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি কল্যাণকর জ্ঞানের এবং পবিত্র রিজিকের এবং এমন আমল যে আমল গৃহীত হয়। (আহমদ, হাদীস নং-২৭০৫৬)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ يَا اَللّٰهُ بِاَنَّكَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

[আব্বাহুয়া ইন্নী আসআলুকা ইয়াব্বাহুহ বিআন্বাকাল ওয়াহিদুল আহাদুস্‌সমাদ  
আব্বাহী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুদ্দাহু কুফুও য়ান আহাদু  
আন ভাগফিরা লী যুন্বী ইন্নাকা আনতাল গফুরুর রহীম]

হে আব্বাহ! তুমি এক, একক। যার নিকট সকল কিছুই মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে  
জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তোমার  
নিকট আমি এ প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দিবে।  
নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (নাসাঈ, হাদীস নং-১৩০১)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلَهَ اَنْتَ اِثْمَانُ بَدِيْعُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَوْمُ اِنِّىْ  
اَسْأَلُكَ-

[আব্বাহুয়া ইন্নী আসআলুকা বিন্না লাকাল হামদু লা ইলাহা ইল্লা আস্তাল মান্নানু  
বাদী'উস সামাওয়াতি ওয়ালআরয, ইয়া জালালি ওয়ালইকরাম, ইয়া হাইয়ু ইয়া  
ক্বইয়ুম্ ইন্নী আসআলুক]

হে আব্বাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এই যে, যাবতীয় প্রশংসা তোমার  
জন্ম, তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তুমি অসীম দয়ালু হে আসমান ও যমীন  
সৃষ্টিকারী মহিয়ান! মহানুভব, চিরজীব, অবিনশ্বর সত্তা, নিশ্চয় আমি তোমার  
নিকট আবেদন জানাই। (নাসাঈ, হাদীস নং-১৩০০)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاِنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ  
الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

[আব্বাহুয়া ইন্নী আসআলুকা বিআন্নী আশহাদু আন্বাকা আস্তাব্বাহু লা ইলাহা ইল্লা  
আস্তাল আহাদুস্‌সমাদ আব্বাহী লাম ইয়াদিল ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম  
ইয়াকুদ্দাহু কুফুও য়ান আহাদ]

হে আব্বাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,  
নিশ্চিত তুমি আব্বাহ, তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তুমি একক,  
অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার  
সমকক্ষ কেউ নেই। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৪৭৫)

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

[রকিবগফির লী ওয়াতুব 'আলাইয়া ইন্নাকা আত্তাওয়াওয়াবুর রহীম]

হে পালনকর্তা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং-৩৮১৪)

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلٰى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفٰةَ خَيْرًا لِّىْ اَللّٰهُمَّ وَاَسْأَلُكَ خَشِيَّتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهٰةَ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَاَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى. وَاَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَاَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَاَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضٰى وَاَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشُّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ فِى ضَرَاءٍ مُّضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزَيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاَجْعَلْنَا هُدٰةً مُّهْتَدِيْنَ -

[আল্লাহুমা বি'ইলমিকাল গাইব, ওয়া কুদরতিকা 'আলাল খরক্বি আহুয়ীনী মা 'আলিমতাল হাইয়াতা খাইরান লী, ওয়া তাওয়াফফানী ইয়া 'আলিমতাল ওয়াফাতা খাইরান লী, আল্লাহুমা ওয়া আসআলুকা খশইয়াতিকা ফিলগাইবি ওয়াশশাহাদাহ, ওয়া আসআলুকা কালিমাভাল হাক্কি ফিররিয- ওয়ালগযাব, ওয়া আসআলুকা কুসদা ফিলফাক্বরি ওয়ালগিনা, ওয়া আসআলুকা না'য়ীমান লা ইয়ানফাদ ওয়া আসআলুকা কুররাতা 'আইনিন লা তানক্বুত্বি', ওয়া আসআলুকার রিয়া বা'দাল ক্বয়া, ওয়া আসআলুকা বারদাল 'আইশি বা'দাল মাওত্বু ওয়া আসআলুকা লায়যান নাযারি ইলা ওয়াজহিকা ওয়াশশাওক্বা ইলা লিক্ব- য়িকা ফী গইরি যররায়া মুখিররাতিন ওয়া লা ফিতনাতিন মুযিল্লাহ, আল্লাহুমা জাইয়িননা বিজীনাভিল ঈমানি ওয়াজ'আলনা হুদাতান মুহতাদীন]



হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করি তোমার অদৃশ্য জ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টির উপর তোমার সার্বিক ক্ষমতাকে মাধ্যম করে, তোমার জ্ঞানে আমার জীবিত থাকা যতদিন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। তখন আমার মৃত্যু দাও, যখন তোমার জ্ঞানে আমাকে মৃত্যু দেয়া আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ বলে প্রার্থনা করি যে, নির্জনে ও লোকালয়ে তোমার ভয়-ভীতি (আমার অন্তরে) সৃষ্টি করে দাও। আর আমি তোমার নিকট তাওফিক চাই সত্য কথা বলার খুশী ও অখুশীর অবস্থায়। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি মিতব্যয়ী হওয়ার, সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার অবস্থায়। আমি তোমার নিকট এমন নে'আমত প্রার্থনা করি যা শেষ হয় না এবং চোখ জুড়ান এমন বস্তু চাই যার অবসান হবে না। আমি চাই তোমার নিকট ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্টি। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মৃত্যুর পর আনন্দময় জীবনের। আমি তোমার চেহারা দেখে আনন্দ লাভ করতে চাই। আমি তোমার সাক্ষাতের আশাবাদী। যাতে কোন ক্ষতিকারকও ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এবং গোমরাহ কারীর গোমরাহী নেই।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তরকে ঈমানী সৌন্দর্যে শক্তিশালী কর এবং আমাদেরকে তোমার হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের পথ-প্রদর্শনকারী কর।

(নাসাঈ, হাদীস নং-১৩০৫)

اللَّهُمَّ تَعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي  
وَاصْرُنِي عَلَى مَنْ يَظْلِمُنِي وَخُذْ مِنْهُ بِئَارِي-

[আল্লাহ্‌মা মাস্তি'নী বিসাম'য়ী ওয়া বাসরী ওয়াজ'আলহুমাল ওয়ারিছা মিন্নী ওয়ানসুরনী 'আলা মান ইয়ায়লিমুনী ওয়া খুয মিনহু বিছা'রী]

হে আল্লাহ! তুমি আমার কর্ণ দ্বারা এবং চক্ষু দ্বারা উপভোগ্য বস্তু উপভোগ করাও। এ দুটিকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দাও। যে আমার প্রতি জুলুম করবে তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর এবং তার নিকট থেকে আমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৬৮১)

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا  
صَاعِنَا بَرَكَتًا مَعَ بَرَكَتِهِ -

[আল্লাহ্‌য়া বারিক লানা ফী মাদীনাতিনা ওয়া ফী ছিমারিনা ওয়া ফী মুদ্দিনা ওয়া ফী স-ইনা বারাকাতান মা'আ বারাকাহ]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মদীনায় ও ফলে বরকত দাও এবং আমাদের (শস্য মাপের মাপযন্ত্র) মুদ ও 'সা'য়ে বরকত দাও, বরকতের ওপর বরকত দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং-১৩৭৩)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ العَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ -

[আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আ'উযু বিকা মিন গলাবাতিদ দাইনি ওয়া গালাবাতিল 'আদুওবি ওয়া শামাতাতিল আ'দা]

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা এবং শত্রুর প্রাধান্য বিস্তার থেকে এবং আমার বিপদে শত্রুদের খোজ করা হতে।

(নাসাঈ, হাদীস নং-৫৪৭৫)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي -

[আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আ'উযু বি'আজমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী]

হে আল্লাহ! আমি তোমার মহত্বের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নির্দেশ থেকে আগত বিপদ থেকে তথা তুমি ধ্বংসে আকস্মিক মৃত্যু থেকে। (নাসাঈ, হাদীস নং-৫৫২৯)

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضَلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقْرَبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ العَيْلَةِ وَالْأَمْنِ يَوْمَ الخَوْفِ

اللَّهُمَّ إِنِّي عَانِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّمَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّمَا مَنَعْتَ اللَّهُمَّ  
حَبِيبَ الْبِنَا الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِهَ الْبِنَا الْكُفْرَ  
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ -

اللَّهُمَّ تَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيَيْنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا  
بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَائِبٍ وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ  
الَّذِينَ يُكْذِبُونَ رَسُولَكَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ  
رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَهُ  
الْحَقِّ -

হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য। হে আল্লাহ! তুমি সম্প্রসারিত করলে তাতে কেউ কজাকারী নেই। তুমি যা কজা করে নাও তা কেউ প্রসারিত করতে পারে না। আর যাকে পথভ্রষ্ট কর তাকে কেউ হেদায়েতদানকারী নেই। আর যাকে তুমি সৎপথে পরিচালিত করে তাকে গোমরাহকারী কেউ নেই। তুমি যা দেয়া থেকে বাঁধা প্রদান কর, তা কেউ দিতে পারে না। তুমি যা দাও তা দেয়ার বিষয়ে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। যা তুমি দূরে সরিয়ে দিয়েছ তা কেউ নিকটবর্তী করতে পারে না। যা তুমি নিকটবর্তী করেছ তাকে কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর তোমার বরকত, তোমার রহমত, তোমার দয়া এবং তোমার রিযিক প্রশস্ত করে দাও।

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি স্থায়ী নে'আমত যা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং বিলুপ্ত ঘটে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নে'আমত ভিক্ষা চাই, খাবার চাই দুর্দিনে এবং নিরাপত্তা চাই ভয়ভীতির দিনে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সে জিনিসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে যে জিনিস আমাদেরকে দান করেছে। আর যা দেয়া থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে তার ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং তাকে আমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দাও। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে দূরিভূত করে দাও আমাদের নিকট অপ্রিয়কে। তুমি আমাদেরকে সৎপথ অবলম্বনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং ইসলামের অবস্থায়ই জীবিত রাখ। নেক ব্যক্তিবর্গের সাথে জমা কর। অপমানিত ও লাঞ্ছিতদের দলের অন্তর্ভুক্ত করো না।

হে আল্লাহ! যারা তোমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার (হেদায়াতের) রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে ধ্বংস কর এবং তাদের প্রতি তোমার শাস্তি অবধারিত কর। হে আল্লাহ! তুমি ধ্বংস কর, কাফিরদেরকে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল হে সত্য ইলাহ। (আহমদ, হাদীস নং-১৫৫৭৩)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ -

[আল্লাহুমা ইন্নাকা 'আফুও বুন কারীমুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, কাজেই আমাকে তুমি ক্ষমা কর। (তিরমিযী, হাদীস নং-৩৫১৩)

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

[আল্লাহুমা ইন্নাকা 'আফুও বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী]

হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর। অতএব, আমাকে ক্ষমা কর। (আহমদ, হাদীস নং-২৫৮৯৮)

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاةِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ  
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ نِنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى  
نَفْسِكَ -

[আল্লাহুমা আ 'উযু বিরিয়-কা মিন সাখাত্বিক্ ওয়া বিমু' আফাতিকা মিন 'উকুবাতিক্, ওয়া আ 'উযু বিকা মিনকা লা উহসী ছানান 'আলাইকা আন্তা কামা আছনাইতা 'আলা নাফসিক]

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে, আর আমি তোমার নিকট বিনীতভাবে আশ্রয় চাই তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার মাধ্যমে। আর আমি তোমার নিকট তোমারই আশ্রয় চাই। আমি তোমার গুণকীর্তন করে শেষ করতে পারি না। তুমি তেমন, যেমন তুমি নিজেই তোমার প্রশংসা করেছ। (মুসলিম, হাদীস নং-৪৮৬)

আল্লাহ তায়ালাসর বাণী-

وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর : আয়াত-৭]

## আদব-শিষ্টাচার

শিষ্টাচার : যে কথা, কর্ম ও উত্তম চরিত্র প্রয়োগের ফলে প্রশংসা করা হয়।

ইসলাম : একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবনকে সুশৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত করে। যা কিছু উপকারী ও মঙ্গলজনক তার নির্দেশ দেয় এবং যা অপকারী ও অনিষ্ট তা থেকে নিষেধ করে। ইসলামী শরীয়তে নিজের ও অপরের জন্য প্রণীত হয়েছে বিশেষ বিশেষ আদর্শ ও শিষ্টাচার। অনুরূপ প্রণয়ন করা হয়েছে পানাহার, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, নিজ বাসস্থানে উপস্থিত ও সফর অবস্থায় এমনকি সকল বিষয়ের নিয়মাবলী ও শিষ্টাচার।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ -

রাসূল যা তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা-৫৯ হাশর : আয়াত-৭)

কুরআন করীম ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত কিছু আদর্শ ও শিষ্টাচার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

## ১৬. সালামের আদব

### ১. সালামের কথিত

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করে : ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : তুমি খাবার খাওয়াবে ও পরিচিতি-অপরিচিত সকলকে সালাম দিবে।

(বুখারী, হাদীস নং ১২, মুসলিম, হাদীস নং ৩৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدَلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলব না, যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে? নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো।

(মুসলিম, হাদীস নং ৫৪)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : - وَفِيهِ - (أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطِعُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ -

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : (এতে রয়েছে) হে মানবমণ্ডলী! সালামের প্রচলন করো, খাবার খাওয়াও এবং যখন মানুষ নিদ্রায় থাকে তখন সালাত আদায় কর (তবে) নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৮৫, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৩৩৪)

## ২. সালামের পদ্ধতি

১. আদ্বাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا -

যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হয়, তখন তোমরাও এর চেয়ে উত্তম জবাব প্রদান কর অথবা তারই অনুরূপ জবাব দাও। নিশ্চয়ই আদ্বাহ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

২. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ نَمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُونَ نَمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَاتَهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ -

২. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে বলল : “আসসালামু ‘আলাইকুম” তিনি তার

সালামের জবাব দিলেন, অতঃপর সে বসে পড়ল, তারপর নবী করীম ﷺ বল-  
লেন : “দশ” (নেকি)। অতঃপর অন্য একজন এসে বলল : “আসসালামু  
‘আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ” তিনি তার জবাব দিলেন. সে বসে পড়ল, নবী  
করীম ﷺ বললেন: “বিশ” (নেকি) অতঃপর আরো একজন এসে বলল :  
“আসসালামু ‘আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ” তিনি তারও জবাব  
দিলেন, সেও বসে পড়ল, অতঃপর তিনি বললেন : “ত্রিশ” (নেকি)।

(আবু দাউদ হাদীস নং ৫১৯৫ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮৯)

### ৩. প্রথমে সালাম প্রদানকারীর ফযিলত

১. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَثَّارِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ  
يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرَضُ هَذَا وَيُعْرَضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ  
بِالسَّلَامِ -

১. আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন :  
তিন রাতের বেশি কোন মুসলমানের জন্য তার ভাই থেকে (কথা না বলে) পৃথক  
থাকা জায়েয নয়। তাদের উভয়ের (চলা-ফেরায়) সাক্ষাত ঘটে, কিন্তু একজন  
তার থেকে বিমুখ হয় অন্যজনও তার থেকে বিমুখ হয়। মূলত: তাদের মধ্যে  
উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম প্রদান করবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬০৭৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬০)

২. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ -

২. আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেন :  
নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি- যে প্রথমে সালাম দেয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৯৭, তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৪)



## ৪. প্রথমে যে সালাম দেবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ  
عَلَى الْكَثِيرِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে ছোট সে বড়কে, চলমান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে সালাম দেবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬০৭৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ  
وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ .

২- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে, পদাতিক ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম প্রদান করবে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৯৭ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৯৪)

## ৫. মহিলা ও শিশুদের প্রতি সালাম

۲. عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةَ بَزِيدَ (رض) قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا -

১. আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদের কতিপয় মহিলার নিকট দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় আমাদের প্রতি সালাম প্রদান করেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৩১ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৬০)

۲. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ  
عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ﷺ শিশুদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের প্রতি সালাম দিয়ে বলেন : নবী করীম ﷺ এরূপ করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৩২ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৬০)

৬. কেতনামুক্ত হলে মহিলাগণ পুরুষকে সালাম দিতে পারবে

عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتَهُ يَفْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيَةَ -

উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম ﷺ এর নিকট গমন করলাম তখন তাঁকে গোসল করা অবস্থায় পেলাম, আর তাঁর কন্যা ফাতেমা তখন তাঁকে আড়াল করেছিল। অতঃপর আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন : “কে এ মহিলা?” আমি বললাম : আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তারপর তিনি বললেন : “মারহাবা উম্মে হানী” (উম্মে হানীকে স্বাগতম)।

(বুখারী, হাদীস নং ৬১৫৮ ও মুসলিম, নং ৩৩৬)

৭. ঘরে প্রবেশের সময় সালাম

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ -

যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের আপনজনদের প্রতি সালাম দাও। উত্তম দোয়াস্বরূপ, যা আল্লাহর নিকট থেকে বরকতময় ও পবিত্র।

(সূরা নূর : আয়াত-৬১)

২. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ط ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম বিনিময় না কর। এটাই তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যাতে তোমরা মনে রাখ।

(সূরা নূর : আয়াত-২৭)

৮. জিনীদেরকে সালাম না দেয়া

۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَبْدُؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِبْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْبِقِهِ -

১. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে সালাম দিবে না। আর যখন তাদের কার সাথে কোন রাস্তায় সাক্ষাত ঘটে তখন তাকে সংকীর্ণ রাস্তাতে বাধ্য কর।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১৬৭)

۲. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : “যখন তোমাদেরকে আহলে কিতাবগণ সালাম দিবে তখন জবাবে তোমরা বলো : “ওয়া ‘আলাইকুম”।” (বুখারী, হাদীস নং ৬২৫৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৬৩)

৯. মুসলিম ও কাকেরদের সমাবেশ দিয়ে অতিক্রমকালে শুধু মুসলিমদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَدَ بْنَ عَبَّادَةَ.... وَفِيهِ - حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْثَانَ وَالْيَهُودَ.... فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَقَفَ فَتَزَلَّ، فَدَعَاَهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ -

উসামা ইবনে জায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সা'দ ইবনে উবাদাহকে দেখতে আসেন (আর তার মধ্যে রয়েছে) : যখন তিনি এমন এক সমাবেশ দিয়ে অতিবাহিত হন যাতে মুসলমান, পৌত্তলিক, 'মুশরিক ও ইয়াহুদিদের সংমিশ্রণ ছিল, নবী করীম ﷺ তাদের প্রতি সালাম প্রদান করলেন, অত :পর একটু বিরতি টেনে অবতরণ করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত করেন ও তাদের প্রতি কুরআন তেলাওয়াত করেন।”

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৬৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯৮)

১০. আগমন ও প্রস্থানের সময় সালাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلْيَسْتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْأُخْرَى -

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন মজলিশে উপস্থিত হবে, সে যেন সালাম প্রদান করে এবং যখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করে তখনও যেন সালাম প্রদান করে, শেষবারের চেয়ে প্রথমবার সালাম প্রদান অধিকার রাখে না। (বরং আগমন ও প্রস্থান উভয় সময়ে সালামের বিধান একই)।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২০৮ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭০৬)

১১. সাক্ষাতের সময় প্রণাম করা বা ঝোঁকা নিষেধ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ : أَفِيَلْتَرِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ : لَا قَالَ : أَفِيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে কোন ব্যক্তি যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করবে সে কি তার জন্য ঝোঁকবে? (মাথা নীচু করে সন্মান জানাবে) তিনি জবাব দিলেন : “না” সে বলল : তবে তাঁকে কি জড়িয়ে ধরবে ও চুষন দিবে? তিনি বললেন : “না”। সে বলল : তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন : “হ্যাঁ”। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৭২৮ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৭০২)

## ১২. মুসাফাহার কথিত

عَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ  
 أَنْ يَفْتَرِقَا -

বারা' বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন দুই মুসলমানের সাক্ষাত ঘটে আর তারা পরস্পরে মুসাফাহা করে তখন তাদের আলাদা হওয়ার আগেই তাদেরকে মাফ করে দেয়া হয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১২ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭২৭)

## ১৩. যখন মুসাফাহা ও কোলাকুলি (আলিঙ্গন) করতে হবে

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلَاقَرُوا  
 تَصَافَحُوا ، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا .

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন একত্রিত হতেন তখন পরস্পর মুসাফাহা করতেন এবং যখন কোন সফর থেকে আসতেন তখন পরস্পর কোলাকুলি (আলিঙ্গন) করতেন।

(ভুবারানী আউসাত, হাদীস নং ৯৭, ও সহীহা হাদীস নং ২৬৪৭)

## ১৪. অনুপস্থিত লোকের সালামের জবাবের নিয়ম

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا :  
 يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ  
 السَّلَامُ وَرَحِمَتُ اللَّهِ وَرِكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى -

১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাকে বলেন : হে আয়েশা জিবরাঈল ফেরেশতা তোমাকে সালাম দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জবাবে বললেন : “ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহুহু”। আপনি যা প্রত্যক্ষা করেছেন আমি তো তা দেখি না।

(বুখারী হাদীস নং ৩২১৭ ও মুসলিম হাদীস নং ২৪৪৭)

۲. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ :  
عَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ -

২. জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে বলল : আমার পিতা আপনাকে সালাম দিয়েছেন, তিনি জবাবে বললেন : ‘আলাইকাসসালাম ওয়া আলা আবীকাসসালাম ।’ (আহমদ, হাদীস নং ২৩৪৯২ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৩১)

১৫. আগন্তুকের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হওয়া

۱. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ : فُؤِمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, বনু কুরাইযা (ইয়াহুদিরা) সা’দ ইবনে মু’আযের ফয়সালা মেনে নিবে বলে স্বীকার করলে নবী করীম ﷺ তাকে ডেকে পাঠালেন : যখন তিনি আসলেন নবী করীম ﷺ বললেন : “তোমাদের সর্দারের (নেতার) দিকে দাঁড়িয়ে যাও, কিংবা বললেন : তোমাদের উত্তম ব্যক্তির দিকে ।”

(বুখারী হাদীস নং ৬২৬২ ও মুসলিম হাদীস নং ১৭৬৮)

আর মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে তোমাদের সর্দারের (নেতার) দিকে দাঁড়াও এবং তাকে (বাহন থেকে) নামিয়ে এন ।

(আহমদ, হাদীস নং ২৫৬১০, সহীহ হাদীস নং ৬৭)

۲. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهَا كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ফাতেমার চেয়ে রাসূলে করীম ﷺ এর সাথে আকৃতি, আদর্শ ও চারিত্রিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে আমি প্রত্যাশা করিনি, ফাতেমা যখন তাঁর নিকট আসতেন তিনি তার দিকে দাঁড়ায়ে যেতেন। অতঃপর তার হাত ধরতেন ও তাকে চুষন দিতেন এবং তাঁর আসনে তাকে বসাতেন। পক্ষান্তরে রাসূলে করীম ﷺ যখন ফাতেমার নিকট আসতেন সে তার দিকে দাঁড়িয়ে যেত, অতঃপর তাঁর হাত ধরতো ও তাঁকে চুষন দিত এবং তার আসনে তাঁকে বসাতো।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১৭ ও তিরমিযী হাদীস নং ৩৮৭২)

১৬. যে ব্যক্তি আশা করবে মানুষ তার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে সম্মান করুক তার শাস্তি

عَنْ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ : مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ  
الرِّجَالُ فَيَأْمَأَ فليَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পছন্দ করে লোকজন তার জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান করুক সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরি করে নেয়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২২৯ ও তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৫৫)

১৭. সালাম শুনা না গেলে তিনবার দেয়ার হুকুম বিধান

عَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا  
تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ عَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ  
فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : নবী করীম ﷺ যখন কোন কথা বলতেন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, যেন তা (ভালবাবে) বুঝা যায় এবং যখন কোন দলের নিকট আসতেন, তাদের প্রতি তিনবার সালাম দিতেন। (বুখারী, হাদীস নং ৯৫)

## ১৮. জামা'আতের প্রতি সালামের হুকুম

عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُجْزَى  
عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ  
يَرُدَّ أَحَدُهُمْ -

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : কোন জামা'আত বা দল যদি অতিবাহিত হয় তবে তাদের মধ্য থেকে একজন সালাম দেয়াই যথেষ্ট। অনুরূপ বসা ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজনের জবাব দেয়াই যথেষ্ট। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১০, সহীহ হাদীস নং ১৪১২ ও ইরওয়া হাদীস নং ৭৭৮)

## ১৯. পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় সালাম দেয়া- নেয়া নিষেধ

۱. عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ পেশাব করছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি অতিবাহিত হয় এবং সালাম দেয়, নবী করীম ﷺ তার সালামের জবাব দেননি। (মুসলিম, হাদীস নং ৩৭০)

۲. عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ (رض) أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ  
ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا  
عَلَى طَهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهْرَةٍ -

২. মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ পেশাব করেছিলেন, এমতাবস্থায় সে এসে তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু তিনি ওযু না করা পর্যন্ত তার সালামের কোনো জবাব দেননি। অতঃপর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করলেন এবং বললেন : অপবিত্র অবস্থায় আমি আল্লাহর নাম জিকির করব তা আমি অপছন্দ করি।" (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৭ ও নাসাঈ, হাদীস নং ৩৮)



২০. আগন্তুককে বহুত্ব দেখানো উত্তম ও অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করা বাতে করে তাকে যথার্থ স্থানে রাখতে পারে

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ كُنْتُ أَتْرِجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ  
إِنَّ وَقَدْ عَبَدَ الْقَيْسِ أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :  
مَنْ الْوَقْدُ أَوْ مِنَ الْقَوْمِ؟ قَالُوا : رَبِيعَةَ فَقَالَ : مَرَحَبًا بِالْقَوْمِ  
أَوْ بِالْوَقْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى -

আবু জামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও লোকদের মাঝে দোভাষী ছিলাম। অতঃপর তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন : আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন কর তিনি বললেন : তোমরা কোন প্রতিনিধি দল? অথবা বলেন তোমরা কোন গোত্রের লোক? তারা বলল, রাবী‘আ গোত্রের। অতঃপর তিনি বলেন : “মারহাবা” স্বাগতম! এ গোত্রের প্রতি অথবা প্রতিনিধি দলের প্রতি, তাদের জন্য কোন ধরনের লাঞ্ছনা ও লজ্জা নেই।

(বুখারী, হাদীস নং ৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭)

২১. “আলাইকাস সালাম” বলে সালাম দেওয়া নিষেধ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ : لَا تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلَامُ،  
وَلَكِنْ قُلْ : أَسَّلَامُ عَلَيْكَ -

১. জাবের ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললাম : “আলাইকাস সালাম।” তিনি বললেন : আলাইকাস সালাম বলো না, বরং বল : “আসসালামু আলাইকা----।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২০৯ ও তিরমিযী হাদীস নং ২৭২২)

وَفِي لَفْظٍ : فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى -

২. অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : কেননা “আলাইকাস সালাম” হলো মৃত ব্যক্তিবর্গের জন্য সালাম।” (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২০৯)

২২. সালাম ও তার জবাব দেয়ার পর যে সকল অভিবাদন বলবে

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ (رضا) أَنَّهَا قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ : فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَّ رُكْعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتَهُ فَلَانَ ابْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٍّ قَالَتْ أُمَّ هَانِيٍّ : وَذَلِكَ ضُحَى .

উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গমন করি। তিনি তখন গোসল করতে ছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা দ্বারা ঘিরে রেখেছিলেন। উম্মে হানী বলেন : আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলে তিনি বলেন : কে? আমি বললাম : আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তিনি ﷺ বললেন : উম্মে হানীকে স্বাগতম! আর তিনি গোসল শেষ করে একটি পোশাক পরিধান করে ৮ রাকাত সালাত আদায় করেন। তিনি সালাত শেষ করলে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমার বৈমাত্রেয় ভাই ধারণা করছে যে, সে একজন মানুষকে হত্যা করেছে। আর আমি হুবাইরার বেটা ওমুককে নিরাপত্তা দিয়েছি। তিনি ﷺ বলেন : হে উম্মে হানী! আপনি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মে হানী বলেন : সে সময়টা ছিল চাশভের সময়। (বুখারী, হাদীস নং ৩৫৭ ও মুসলিম, হা : নং ৩৩৬)

## ১৭. পানাহারের আদব ও শিষ্টাচার

১. সূনাত হলো : সর্বপ্রথম বড় ও সন্মানি ব্যক্তি খাওয়া আরম্ভ করা

عَنْ حُدَيْفَةَ (رض) قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ .

হুয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা যখন নবী ﷺ এর সাথে কোন খাবার খাওয়ার জন্য উপস্থিত হতাম, তখন রাসূলে করীম ﷺ যতক্ষণ তাঁর হাত খানায় না রাখতো ততক্ষণ আমরা হাত দিতাম না। (মুসলিম, হাদীস নং ২০১৭)

২. পূত-পবিত্র হালাল খাবার থেকে খাওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ -

হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহা-  
র কর এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে  
থাক। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৭২)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ -

যারা অনুসরণ করে এ রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যার প্রসঙ্গে তারা তাওরাত ও  
ইঞ্জিল যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে লেখা রয়েছে। যে তাদেরকে সৎ কাজের  
আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা প্রদান করে এবং তাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু  
হালাল করে ও অপবিত্র বস্তুগুলো হারাম করে। (সূরা আরাফ : আয়াত-১৫৭)

৩. পানাহারের প্রারম্ভে “বিসমিল্লাহ” বলা ও নিজেস্বরূপ দিক থেকে খাওয়া

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ (رض) يَقُولُ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَأَلَتْ تِلْكَ طَعْمَتِي بَعْدُ -

১. ওমর ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ এর নিকট বালক অবস্থায় ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রে এক স্থানে স্থির থাকত না। তাই নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন : হে বালক! “বিসমিল্লাহ” বলা, ডান হাত দ্বারা ভক্ষণ কর ও নিজের সামনে থেকে ভক্ষণ কর। কাজেই তখন থেকে আমি নিয়ম অনুযায়ী ভক্ষণ করি।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬, মুসলিম হাদীস নং ২০২২)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَأَخْرِيهِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلَ طَعَامَهُ جَدِيدًا ، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ يُصِيبُ مِنْهُ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি খাবারের প্রারম্ভে “বিসমিল্লাহ” বলতে ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হবে তখনই যেন বলে : “বিসমিল্লাহি ফি আওয়ালিহি ওয়া আখরিহি।” অতঃপর সে নতুনভাবে খাবার গ্রহণ করবে এবং তাতে পতিত হওয়া দূষিত জিনিস থেকে বিরত থাকবে।” (ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৫২১৩, ইবনে সুন্নী হাদীস নং ৪৬১, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৯৮)

## ৪. ডান হাতে পানাহার করা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ  
 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ بِشِمَالِهِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভক্ষণ করবে সে যেন ডান হাতে ভক্ষণ করে, যখন পান করবে ডান হাতেই পান করবে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে ভক্ষণ করে ও বাম হাতে পান করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২০২০)

## ৫. পান করার সময় পাদ্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা

عَنْ أَنَسِ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرَوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস গ্রহণ করতেন, বলতেন : “নিশ্চয়ই তা অতি তৃপ্তিদায়ক, নিরাপদ ও উত্তম।”

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩১ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০২৮)

## ৬. অন্যকে পান করানোর পদ্ধতি

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 وَسَلَّمَ أَنَّى يَلْبَسُ قَدْ شِئِبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ  
 أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ : الْآيْمَنَ فَالْآيْمَنَ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট কিছু পানি মিশ্রিত দুধ নিয়ে আসা হলো, এমতাবস্থায় তাঁর ডানে ছিল একজন বেদুইন ও বামে ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি পান করে প্রথমে দিলেন (ডানে অবস্থিত) বেদুইনকে ও বললেন : ডানের দিক প্রাধান্য পাবে।

(বুখারী, হাদীস নং ২৩৫২ ও মুসলিম হাদীস নং ২০২৯)

## ৭. দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করা

১. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا.

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা থেকে নিষেধ করেন। (মুসলিম হাদীস নং ২০২৫)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَشْرِبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ قَهْ قَالَ لِمَ قَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهَرُّ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতে দেখে বললেন : “বমি করে ফেলো” সে বলে কেন? তিনি বললেন : তুমি কি চাও যে, তোমার সাথে বিড়াল পান করুক? সে বলল : না, তিনি বললেন : (এখন তো) তোমার সাথে অবশ্যই তার চেয়ে নিকট শয়তান পান করল। (আহমদ, হাদীস নং ৭৯৯০৩ আদারামী হাদীস নং ২০৫২, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৭৫)

## ৮. দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয

عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ (رض) عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ -

নাযযাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) বাবুর রাহাবাতে এসে দাঁড়িয়ে পান করেন। অতঃপর বলেন : কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের কাউকে দাঁড়িয়ে পান করাকে পছন্দ করে। অথচ আমি নবী করীম ﷺ কে দেখেছি আমাকে যেমন তোমরা দেখলে তেমনি করেছেন। (বুখারী হাদীস নং ৫৬১৫)

## ৯. সোনা ও রূপার পায়ে পানাহার না করা

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ -

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমরা রেশমী পোশাক পরিধান করো না, সোনা ও রূপার পায়ে পান করো না ও তার বাসনে আহার করো না। কেননা নিশ্চয়ই এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাকেরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্যে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৩৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৭)


## ১০. আহারের নিয়ম

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا -

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ তিনি আঙ্গুলি দ্বারা আহার করতেন এবং হাত মোছার (যৌত করার) পূর্বে চাটতেন।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৩২)

عَنْ أَنَسِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعَنَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَبِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ . وَأَمَرْنَا نَسَلْتِ الْقِصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ .

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন খাবার খেতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙ্গুলি চাটতেন, (বর্ণনাকারী) বলেন : আর তিনি  বলেন : যখন তোমাদের কোন লোকমা পড়ে যায়, তা যেন পরিষ্কার করে

খেয়ে নিবে। শয়তানের জন্য ছেড়ে দিওনা। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি আমাদেরকে বাসনে চেটে খাওয়ারও আদেশ করেন, আর তিনি বলেন : তোমরা অবশ্যই অবগত নও যে, তোমাদের কোন খাবারের মধ্যে বরকত বিদ্যমান রয়েছে। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৪)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ .

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ (সম্মিলিতভাবে খাওয়ার সময়) সঙ্গী-সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দুই খেজুর ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন।

(বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৫ ও মুসলিম- হাদীস নং ২০৪৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِيَأْكُلَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ وَلِيَشْرَبَ بِيَمِينِهِ وَلِيَأْخُذَ بِيَمِينِهِ وَلِيُعْطِيَ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطَى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ডান হাত দ্বারা খাবার খায়, ডান হাত দ্বারা (কোন কিছুর) গ্রহণ করে এবং ডান হাত দ্বারা (কোন কিছুর) দেয়, কেননা শয়তান তার বাম হাত দ্বারা পানাহার করে, বাম হাত দ্বারা দেয় এবং বাম হাত দ্বারাই গ্রহণ করে।

(ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৬৬, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১২৩৬)

## ১১. আহারের পরিমাণ

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ (رض) قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مَلَأَ أَدَمِي وَعَادَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يَقْمَنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالََةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ -



মেকদাম ইবনে মা'দী কারাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : “পেটের চেয়ে মন্দ কোন খলি মানুষ পূর্ণ করে না। মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করতে যতটুকু খাবার দরকার ততটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। কাজেই যখন আহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারে গ্রহণ, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় গ্রহণ ও এক-তৃতীয়াংশ তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য (নির্ধারণ করবে)। (তিরমিযী হাদীস নং ২৩৮০, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৩৪৯)

১২. খাবারে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা উচিত নয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম ﷺ কখনও কোন খাবারে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। যদি পছন্দ করতেন তা ভক্ষণ করতেন, আর যদি অপছন্দ করতেন তবে তা পরিহার করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪০৯ ও মুসলিম হাদীস নং ২০৬৪)

১৩. অধিক খাবার খাওয়া অনুচিত

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : কাফের খাবার খায় সাত উদরে আর ঈমানদার আহাৰ করে এক উদরে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬০)

১৪. আহাৰ করানো ও আহাৰে সহযোগিতা করার ফযিলত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ -

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাবার

২ চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চার জনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

১১

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: نُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন আদর্শটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন : অপর ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া ।

(বুখারী, হাদীস নং ৬২৩৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৯)

৩. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ -

৩. আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট যখন কোন খাবার আসত, তা থেকে তিনি ভক্ষণ করে আমার জন্য অতিরিক্তটুকু পাঠিয়ে দিতেন । (মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৩)

১৫. আহ্বারকারীর খাবারের প্রশংসা করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَدْمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ: نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلُّ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ নিজ পরিবারের নিকট তরকারীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা জবাব দেয় যে, সিরকা ছাড়া অন্য কিছু নেই, তিনি তা নিয়ে আসতে বলেন, অতঃপর তিনি তা খাওয়া শুরু করেন ও বলতে থাকেন : কতই না উত্তম এ সিরকা তরকারী, কতই না উত্তম এ সিরকা তরকারী । (মুসলিম, হাদীস নং ২০৫২)

১৬. পানীয় বস্তুতে ফুঁ দেয়া নিষেধ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ পাতিলের ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেন।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২২, তিরমিযী হাদীস নং ১৮৮৭)

১৭. পানীয় পরিবেশনকারী সকলের শেষে পান করবে

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي آخِرِهِ - قَالَ : إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا -

আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদের সামনে খুতবা দেওয়ার শেষ পর্যায়ে বলেন : জাতির পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষ পানকারী। (মুসলিম হাদীস নং ৬৮১)

১৮. একত্রিতভাবে আহার করা

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (رض) أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ -

ওয়াহশী ইবনে হারব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন: নবী করীম ﷺ এর সাহাবাগণ অভিযোগ করল : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা খাবার খাই কিন্তু তৃপ্তি পাই না। তিনি বলেন : সম্ভবত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে খাবার খাও। তারা বলল : হ্যাঁ তিনি বললেন : তোমরা একত্রিতভাবে এবং “বিসমিল্লাহ” বলে, তবে তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৪, ইবনে মাজ্জাহ হাদীস নং ৩২৮৬)

১৯. মেহমানের সম্মান ও নিজেই তার সেবা করা :

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ - إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ط قَالَ سَلَّمَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ - فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَبَاءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ - فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ -

তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের বিবরণ এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট হাজির হয়ে বলল : “সালাম” জবাবে সে বলল : “সালাম।” তারা তো অপরিচিত মানুষ। অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর কাছে আসল এবং একটি মোটা বাছুর (ছুনা) নিয়ে আসল ও তাদের সামনে রেখে বলল, তোমরা খাও না কেন? (সূরা যারিয়াত : আয়াত-২৪-২৭)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُزْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَانِزَتَهُ يَوْمَ وَكَيْلَتَهُ وَالضِّيَافَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ -

২. আবু শুরাইহ আল কা'বী (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত্রি হলো তার প্রাপ্য। আতিথেয়তা হলো তিন দিন, তারপর হবে সাদকা। আর তাকে (মেজবানকে) অসুবিধায় ফেলে তার কাছে মেহমানের (বেশি দিন) অবস্থান করা জায়েয নেই।

(বুখারী হাদীস নং ৬১৩৫ ও মুসলিম হাদীস নং ৪৮)

২০. খাবার খাওয়ার সময় মানুষ যেভাবে বসবে

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا -

তোমরা একত্রিতভাবে অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার করলে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। (সূরা নূর : ৬১)

২১. খাবারের উদ্দেশ্যে বসার পদ্ধতি

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (رض) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَا أَكُلُ مُتَّكِنًا -

১. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : আমি হেলান দিয়ে অবশ্যই খাবার খাই না। (বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِبًا يَأْكُلُ تَمْرًا -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উভয় গোছা খাড়া করে নবী করীম ﷺ কে উভয় নিতম্বের উপর বসে খেজুর ভক্ষণ করতে দেখেছি।  
(মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৪)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَيْرٍ (رضى) قَالَ : أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا -

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে একটি ছাগল হাদিয়া দিই, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসে ঝাঙ্কিলেন, তারপর এক বেদুইন বলে : এ কোন জাতীয় বসা? তিনি জবাব দিলেন : আমাকে আল্লাহ নম্র-বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হটকারী ও অহংকারী বানাননি।  
(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭৩, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৬৩)

২২. ব্যস্ত ব্যক্তির খাওয়ার নিয়ম

عَنْ أَنَسِ (رض) قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُخْتَفِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কে কিছু খেজুর দেওয়া হলে তিনি তা দ্রুতভাবে বন্টন করেছিলেন ও দ্রুত তা থেকে কিছু ভক্ষণ করছিলেন (বসার সুযোগ পাননি)। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪৪)

২৩. ঘুমানোর সময় পানির পাত্র ঢেকে রাখা ও বিসমিল্লাহ বলা

عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ..... وَأَغْلِقْ بِأَبِكَ وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَأَطْفِئِ مِصْبَاحَكَ وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ

وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِرِ إِيَّاكَ وَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُو  
تَعْرِضُ عَلَيْهِ شَيْئًا -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : দরজা বন্ধ কর ও বিসমিল্লাহ বল, তোমার ঘরের আলো নিভিয়ে দাও ও “বিসমিল্লাহ” বল। তোমার পানির পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ ও “বিসমিল্লাহ” বল এবং তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ ও “বিসমিল্লাহ” বল। এমনকি সামান্য কিছু হলেও তার উপর কিছু দিয়ে রাখ। (বুখারী হাদীস নং ৩২৮০ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০১২) (অর্থাৎ : প্রতিটি কাজ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে করবে।)

২৪. সেবকের সাথে আহ্বার করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
إِذَا أتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ  
أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيحِرَّةٍ وَعِلَاجَةٍ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কারো নিকট তার সেবক খাবার নিয়ে হাজির হয়, আর সে যদি তাকে তার সাথে না বসায়, তবে তাকে অন্তত কিছু খাবার বা (তা থেকে) এক-দু লোকমা যেন দেয়। কেননা সে খাবার প্রস্তুতের তাপ ও যাবতীয় কষ্ট সহ্য করেছে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৬০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬৩)

২৫. যদি খাবার সালাতের পূর্বে হাজির হয় তাহলে প্রথমে খাবার খাওয়া

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
إِذَا وَضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقْبِمَتِ الصَّلَاةُ فَايْدُوا  
بِالْعَشَاءِ -

আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন রাতের খাবার হাজির হয় এবং সালাতের একামত দেয়া হয় তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার ভক্ষণ করে নাও।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৬৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৭)

২৬. বাসন থেকে খাওয়ার পদ্ধতি

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ  
لِيَأْكُلَ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَاهَا -

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে সে যেন বাসনের (মাঝের) উপর থেকে না খায়; বরং সে যেন তার নিচ (পার্শ্ব) থেকে খায়। কেননা মধ্যখানে বরকত নাযিল হয়। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৭৭)

২৭. দুধ পান করলে যা করবে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ  
لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضَّمْضَ وَقَالَ : (إِنَّ لَهُ دَسْمًا)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ কিছু দুধ পান করার পর পানি নিয়ে ডাকেন ও কুলি করেন এবং বলেন : “দুধ তৈলাক্ত জিনিস।”

(বুখারী, হাদীস নং ২১১ ও মুসলিম, হাদীস নং ৩৫৮)

২৮. খাবার খাওয়ার পরে আল্লাহর প্রশংসা করার ফযিলত

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ  
الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ  
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার প্রতি সন্তুষ্টি হয় যখন সে খাবার ভক্ষণ করে তার প্রশংসা করে বা পান করে তার প্রশংসা করে। (মুসলিম, হাদীস : নং ২৭৩৪)

২৯. খাবার খাওয়ার পরে যা দোয়া পড়বে

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ : مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي

هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقْنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ. غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ -

১. মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আহার করার পর বলল : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতু'আমানী হাযাততুয়ামা ওয়া রাজ্জাকানীহ মিন গাইরি হাওলিমিনী ওয়া লা কুওয়্যাহ। তার বিগত পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৩৩ ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩২৮৫)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُودِعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا -

২. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন তার দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন : আলহামদুলিল্লাহি কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ, গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লা মুয়াদদায়িন ওয়ালা মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানা।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৪৫৮)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ كَفَانًا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ -

৩. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন খাবার খাওয়া শেষ করতেন, বর্ণনাকারী একবার বলে, দস্তরখানা উঠিয়ে নিতেন তখন তিনি বলতেন : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লা মাকফুরিন। (বুখারী, হা : নং ৫৪৫৯)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا -



৪. আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ যখন খাবার ভক্ষণ শেষ করতেন তখন বলতেন : “আল হামদুলিল্লাহিলাইয়াযী আত্ব’আমা ওয়া সাকা ওয়া সাওয়াগাহ ওয়া জা’আলা লাহ মাখরাজা ।”

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫১)

اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ  
فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ -

৫. আব্বাহুমা আত্ব’আমতা, ওয়া আসকাইতা, ওয়া আগনাইতা, ওয়া আক্বনাইতা, ওয়া হাদাইতা, ওয়া আহইয়াইতা, ফালাকালহামদু ‘আলা মা আ’ত্বইতা ।”

(আহমদ হাদীস নং ১৬৭১২, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ৭১)

৩০. মেহমানের আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় যা করবে

আব্বাহ তা’আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ  
إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرَيْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا  
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ -

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহায্য প্রস্থতির জন্য অপেক্ষা না করেই খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষে চলে যাও, তোমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড় না। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫৪)

৩১. মেহমানের পক্ষ থেকে মেজবানের জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَأَغْفِرْ لَهُمْ وَأَرْحَمْهُمْ -

১. “আব্বাহুমা বারিকলাহম ফী মা রাজাকতাহম, ওয়াগফির লাহম ওয়ারহামহম ।” (মুসলিম, হাদীস নং ২০৪২)

عَنْ أَنَسٍ (رَضَا) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى  
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَكَأَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ  
الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সা'দ ইবনে উবাদার গৃহে আসেন, অতঃপর সা'দ রুটি ও তৈল সামনে পেশ করলে তিনি খাওয়ার পর বলেন : আফতুরা ইন্দাকুমস্-য়িমূন, ওয়া আকাল তা'য়ামাকুমুল আবরার, ওয়া সল্লাত 'আলাইকুমল মালাইকাহ।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫৪ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৭৪৭)

৩২. পানি পান করানো বা ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَنِي وَاسْقِ مَنْ اسْقَانِي -

আল্লাহুয়া আত'ইম মান আত্ব'আমানী, ওয়া আসক্বি মান আসক্ব-নী।”

(সলিম হাদীস নং ২০৫৫)

## ১৮. রাস্তা ও বাজারের আদব ও শিষ্টাচার

১. রাস্তার হক

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصْرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : “নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন : তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বেঁচে থাক সাহাবায়ে কেলাম বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তায় বসে আলাপচারিতা করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। অতঃপর তিনি বলেন : তোমাদের (রাস্তায়) বসা ছাড়া কোন উপায় নেই।

সুতরাং, তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তাঁরা বলেন : রাস্তার আবার হক কি? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন : “দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। (বুখারী, হাদীস নং ৬২২৯ শব্দাবলী বুখারীর ও মুসলিম হাদীস নং ২১২১)

وَفِي لَفْظٍ : اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعَدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ قَعَدْنَا نَتَذَاكُرُ وَنَتَحَدَّثُ قَالَ إِمَّا لَا فَادُوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصْرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ -

২. অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : তোমরা অনেক লোক চলাচলের রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক,। আমরা বললাম : অবশ্য আমরা যেখানে কোন সমস্যা দেখা যায় না সেখানে বসে আলাপচারিতা ও কথোপকথন করি। তিনি বলেন : “যদি বসতে হয় তাহলে রাস্তার হক আদায় কর, তা (রাস্তার হক) হলো : দৃষ্টি অবনমিত রাখা, সালামের জবাব দেয়া ও উত্তম কথা বলা। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮১৭)

وَفِي لَفْظٍ (وَتَغَيَّبُوا الْمَلْهُوفَ وَتَهَدُّوا الضَّالَّ -

৩. অন্য বর্ণনায় রয়েছে : মাজলুমের সাহায্য করবে ও পথভুলে যাওয়া ব্যক্তিকে রাস্তা দেখাবে। (বুখারী, হাদীস নং ৩০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬৬১)

২. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَأَنَّهُ تُؤَذَى النَّاسَ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : জ্বৈনক ব্যক্তিকে আমি জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষে ঘুরাঘুরি করতে দেখি যে গাছটিকে সে রাস্তার মধ্য থেকে কেটে ফেলেছিল। কেননা তা মানুষকে (যাতায়াত পথে) কষ্ট দিত।

(বুখারী, হাদীস নং ১৩৫৬, ৬৫২ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৪)

## ৩. রাস্তায় পেশাব-পায়খানা না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا اللَّعَانِينَ. قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ (الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : “তোমরা দু’টি লানতকারী থেকে বেঁচে থাক। তারা (সাহাবীগণ) বললেন, দু’টি অভিশাপকারী কি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন : যে মানুষের চলাচলের রাস্তায় অথবা ছায়াতে পেশাব-পায়খানা করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯)

## ৪. কিবলার দিকে থুথু ফেলা নিষেধ

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَفَلَّ تَجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ -

হযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে, শেষ বিচার দিবসে উক্ত থুথু তার উভয় চোখের মাঝে ফেলা হবে। (ইবনে খুযাইমা হাদীস নং ১৩১৪ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮২৪)

## ৫. যানবাহনে আরোহণের সময় যা বলবে

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

“সুবহানাল্লাযী সাখ্বারা লানা হাযা ওয়ামা কুনা লাহু মুক্বরিনীন”

৬. চলার পথে সোয়ারীর প্রতি খেয়াল রাখা ও রাস্তাে সফরকালে রাস্তার উপর অবতরণ না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তোমরা শস্য-শ্যামল ভূমিতে ভ্রমণ কর তখন তোমরা উটকে জমিন থেকে তার প্রাপ্য দাও। পক্ষান্তরে যখন তোমরা দুর্ভিক্ষকবলিত অনাবাদী ভূমিতে সফর কর তখন তোমরা তাকে দ্রুত হাকিয়ে নিয়ে যাও। আর যদি তোমরা রাত্রিতে অব-তরণ কর, তবে তোমরা রাস্তা বিরত থাক, কেননা তা রাতের সময় বিষাক্ত ও হিংস্র জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল। (মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৬)

৭. অহংকারী ব্যক্তির মত চলা থেকে বিরত থাকা

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كَلًّا مُخْتَالًا فَخُورًا -

অহংকারবশে ভূমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং দুনিয়ায় গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাষ্টিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

(সূরা লোকমান : আয়াত-১৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمْتُهُ وَرَدَّاهُ إِذَا خُسِفَ بِهِ  
الْأَرْضُ فَهُوَ يَنْجَلِجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যখন একজন মানুষ চলার সময় তার কেশগুচ্ছ ও চাদর তাকে অহংকারে পতিত করে তখন জমিন তাকে ধসিয়ে ফেলে। সে শেষ বিচার দিবস সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত জমিনে ঢুকতেই থাকবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৮)

৮. ক্রম-বিক্রয়ে মহানুভবতা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করেন, যে মহানুভবতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফিরিয়ে চায়। (বুখারী, হাদীস নং ২০৭৬)

৯. ঋণ পরিশোধের সময় হলে তা আদায় করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : “ধনীরা (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে কোন ধনী লোকের দিকে হাওরালা করা হয়, সে যেন তা কবুল করে নেয়।”

(বুখারী, হাদীস নং ২২৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬৪)

১০. অভাবীকে পরিশোধের জন্য সুযোগ দেয়া ও কমা করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَاجِرٌ يَدَايْنُ النَّاسِ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জনৈক ব্যবসায়ী মানুষদেরকে ঋণ দিত, আর যখন কোন অভাবস্থতকে দেখত, সে তার কর্মচারীদেরকে বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।”

(বুখারী, হাদীস নং ২০৭৮, বুখারীর ও মুসলিম হাদীস নং ১৫৬২)

১১. সালাতের সময় ক্রয়-বিক্রয় না করা

আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর জিকিরের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দাও, তা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। আর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ খোজ করবে ও আল্লাহর অধিক জিকির করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা : জুমু'আহ : আয়াত-৯-১০)

## ১২. সর্বাবস্থায় ইনসাফ বজায় রাখা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ - الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ -  
- وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ - أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ  
مَّبْعُوثُونَ - لِيَوْمٍ عَظِيمٍ - يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ -

ওজনে যারা কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ। যারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদের জন্য ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। ওরা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, মহাদিবসে যেদিন সকল মানুষ বিশ্ব জগতে পালনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।

(সূরা আল-মুত্বাফফিন : আয়াত-১-৬)

## ১৩. অধিক পরিমাণে শপথ না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْحَلْفُ مَنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُحِقَّةٌ لِلْبِرْكََةِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, মিথ্যা শপথে পণ্য বাজারজাত হয়ে যায় বটে; কিন্তু তা বরকত মি-টিয়ে দেয়। (বুখারী, হাদীস নং ২০৮৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৬)

## ১৪. হারাম ও জঘন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় এবং লেন-দেন ত্যাগ করা

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا -

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা : ২৭৫)

২. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَتْسَابُ وَالْأَزْزَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি-আস্তানা ও ভাগ্যনির্ণয়ক তীর, ঘণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা তা পরিহার কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদা : আয়াত-৯০)

৩. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ -

আর (তিনি-মুহাম্মাদ স) তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেন। (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

১৫. মিথ্যা ও প্রভারণার আশয় না নেয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا  
فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَفَلَا فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ  
فَلَيْسَ مِنِّي -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ খাবারের স্তুপের নিকট দিয়ে গমন করার সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে যায়, তখন তিনি বলেন : হে খাদওয়াল্লা একি? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ এতো আকাশের বৃষ্টির ফলে। তিনি বলেন : “তুমি তা খাদ্যের উপরে রাখনি কেন যাতে মানুষ দেখত। যে প্রভারণা করে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মুসলিম, হাদীস নং ১০২)



عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا -

২. হাকীম ইবনে হেজাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ একে থেকে পৃথক না হবে, ততক্ষণ তাদের এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ-ত্রুটি গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ২০৭৯ বুখারীর ও মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩২)

১৬. পণ্যের অবৈধ মজুত না করা

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ -

মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : একমাত্র ভুলকারীই মূল্যবাড়ানো উদ্দেশ্যে জমা করে।

(মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৫)

## ১৯. সফরের (ভ্রমণের) আদব ও শিষ্টাচার

১. নেক ব্যক্তিবর্গের ওসিয়াত কামনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي قَالَ : عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ : اللَّهُمَّ اطْوِلْهُ الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলে : হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফর করতে ইচ্ছুক কাজেই, আপনি আমাকে ওসিয়াত করুন। তিনি বলেন : “তোমার জন্য আল্লাহ ভীতি আবশ্যিক এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলবে। ঐ ব্যক্তি যখন ফিরে চলে গেল, তিনি বললেন : “হে আল্লাহ! তুমি তার জন্য জমিনকে শুটিয়ে দাও এবং তার সফরকে সহজ করে দাও।”

(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৪৫, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৭৭১)

## ২. সফরের প্রারম্ভে মুসাফিরের জন্য প্রার্থনা

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُودَعُنَا فَيَقُولُ : أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদেরকে বিদায় জানানোর সময় বলতেন : [আসতাওদি‘উল্লাহা ধীনাকা ওয়া আমানাতিকা ওয়া খাওয়াতীমা ‘আমালিকা] আমি তোমার ধীন, তোমার আমানত ও তোমার জীবনের শেষ আমল আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করলাম। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৪৩, তিরমিযীর ও হাকেম হাদীস নং ১৬১৭, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৪)

## ৩. অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের প্রার্থনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا يُضِيعُ وَدَانِعَهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বললেন : [আসতাওদি‘উকাল্লাহাল্লাযী লা ইউযী‘ যু ওয়াদাই‘যুহ] আমি তোমাকে সেই আল্লাহর দায়িত্ব ন্যস্ত করে যাচ্ছি যিনি তাঁর আমানতসমূহ বিনষ্ট করেন না। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯২১৯, সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ১৬ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২৮২৫)

## ৪. সৎসঙ্গীর সাথে ভ্রমণ করা

عَنْ أَبِي مُوسَى (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِعُ

الْكَبِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَتَنَافِعُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ نِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً -

আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো : সুগন্ধ বহনকারী (আতর বিক্রেতা) ও হাপর ফুঁৎকার প্রদানকারী (কামার)-এর মতো। সুগন্ধ বহনকারী হয়ত তোমাকে সুগন্ধময় করবে অথবা তুমি তার থেকে কিনবে কিংবা (কমপক্ষে) তুমি তা থেকে সুগন্ধ পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুঁ প্রদানকারী (কামার) হয়ত তোমার বস্ত্র জ্বালিয়ে দিবে অথবা (কমপক্ষে) দুর্গন্ধ পাবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৫৩৪, বুখারীর ও মুসলিম হাদীস নং ২৬২৮)

৫. একাকী সফর না করা

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمَ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : একাকী সফরে কি (অসুবিধা) রয়েছে আমি যা জানি মানুষ তা যদি জানত তবে কোন সওয়ারী রাতে একাকী চলাফেরা করত না। (বুখারী, হাদীস নং ২৯৯৮)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ -

২. আমার ইবনে ও'আইব তার পিতা ও তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : একজন সওয়ারী এক শয়তান ও দু'জন সওয়ারী দুই শয়তান স্বরূপ আর তিনজন সওয়ারী তো একটি কাফেলা। (আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬০৭ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ২২৭১ ও তিরমিধী, হাদীস নং ১৬৭৪০)

## ৬. কুকুর ও ঘণ্টা সাথে নিয়ে ভ্রমণ না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَانِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যে ভ্রমণে কুকুর ও ঘণ্টা থাকে ফেরেশতারা সে সফরে সঙ্গী হিসেবে থাকে না।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১১৩)

## ৭. সঙ্গী-সাথীকে ভ্রমণে ও অন্য ক্ষেত্রে সাহায্য করা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصْرَةَ يَمِينِنَا وَشِمَالِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমরা কোন এ সফরে নবী করীম ﷺ এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি সওয়ারীতে আরোহণ করে আসল। বর্ণনাকারী বললেন : অতঃপর সে তার দৃষ্টি ডানে-বামে ফিরানো আরম্ভ করল। তা দেখে রাসূলে করীম ﷺ বললেন : যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে, আর যার নিকট নিজেই পাথেয়-এর অতিরিক্ত রয়েছে, যার নেই তার জন্য যেন নিয়ে আসে।”

(মুসলিম, হাদীস নং ১৭২৮)

## ৮. আরোহণের দোয়া

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ - وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ -

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রক্বিনা লামুনক্বলিব্বন। (সূরা জুখরুফ : আয়াত-১৩-১৪)

### ৯. সফরের দোয়া

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ :  
 سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى  
 وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَطَوِّبْ عَنَّا  
 بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ .  
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسَوْءِ  
 الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ أَيْبُونَ  
 تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ সফরে বের হওয়ার সময় উটের উপর সোজা হয়ে বসে তিনবার “আল্লাহ আকবার” বলার পর বলতেন-

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ - وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ -

সুবহানাল্লাযী সাখখারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রক্বিনা লামুনক্বলিব্বন।

“পূত-পবিত্র সে মহান সত্ত্বা যিনি আমাদের জন্য তা বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা তাকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না, আর আমরা অবশ্যই ফিরে আসব আমাদের পালনকর্তা দিকে।” (সূরা যুখরুফ : ১৩-১৪)

এরপর বলতেন : [আল্লাহ্‌য়া ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াস্তাকওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারযা, আল্লাহ্‌য়া হাওবিন 'আলাইনা সাফারিনা হাযা ওয়াত্ববি 'আনড়বা বু'দাহ, আল্লাহ্‌য়া আশ্তাস স-হিবু ফিসসাফারি ওয়ালখলীফাতু ফিলআহ্ল, আল্লাহ্‌য়া ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছায়িসসাফারি ওয়া কা'আবাতিল মানযরি ওয়া সুইল মনক্বলাবি ফিলমালি ওয়ালআহ্ল ।]

হে আল্লাহ! আমাদের এ ভ্রমণ আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি নেক কাজ ও পরহেযগারিতা এবং আমরা এমন আমলের সামর্থ্য তোমার নিকট কামনা করি, যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ-সাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! তুমিই এ সফরে আমাদের সাথী আর পরিবারের দেখাশুনাকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ভ্রমণের ক্লান্তি থেকে এবং অবাস্তিত কষ্টদায়ক দৃশ্য দেখা থেকে এবং সফর থেকে ফিরে আসার সময় সম্পদ ও পরিজনের ক্ষয়ক্ষতির দৃশ্য দেখা থেকে।

আর যখন নবী করীম ﷺ সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন উক্ত দোয়ার পর বাড়িয়ে বলতেন :

[আয়িবূনা, তায়িবূনা, 'আবিদূনা, গিরক্বিনা হামিদূন]

আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকরী, ইবাদতকারী ও আমাদের পালনকর্তার প্রশংসাকারী।] (মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪২)

১০. সফরে দু'জন বের হলে যা করণীয়

عَنْ أَبِي مُوسَى (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَ  
مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : يَسْرًا وَلَا تُعْسِرًا وَيَسْرًا وَلَا تُنْفِرًا  
وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا -

আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাকে ও মু'আযকে ইয়ামেন প্রেরণা সময় বলেন : তোমরা সহজতা অবলম্বন করবে কঠোরতা করবে না, সুসংবাদ দিবে তাড়িয়ে দিবে না এবং একে অপরের অনুসরণ করবে ও বিরোধিতা করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৪৩৪৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩৩)

১১. তিন বা ততোধিক ব্যক্তি ভ্রমণে বের হলে তাদের একজনকে আমীর (নেতা) নিয়োগ করবে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তিনজন ভ্রমণে বের হবে তখন তারা যেন একজনকে আমীর নিয়োগ করে।”

(আবু দাউদ হাদীস নং ২৬০৮)

১২. জ্বালামদের অঞ্চল দিয়ে গমনের সময় মুসাফিরের দোয়া

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ : لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقْنَعُ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী যখন হিজর (তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় সামূদ জাতির ধ্বংসলীলা)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন বলেন : “যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের এলাকায় প্রবেশ করো না; কিন্তু তাদের যে আযাব পৌছেছিল তা তোমাদের পৌছার ভয়ে কান্নাকাটি করে প্রবেশ করলে চলবে। অত:পর নবী করীম ﷺ বাহনের উপর তাঁর চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলেন। (বুখারী, হা : নং ৩৩৮০ ও মুসলিম হা : নং ২৯৮০)

১৩. উপরে উঠা ও নিচে নামার সময় মুসাফির যা বলবে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) وَفِيهِ - قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبُوشَهُ إِذَا عَلَوْا الثَّنَابَا كَبْرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا .

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, (তাতে রয়েছে) তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ও তাঁর বাহিনী যখন উপরে উঠতেন, আল্লাহ্ আকবার” বলতেন এবং যখন নিচে নামতেন, “সুবহানাল্লাহ” বলতেন।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ২৫৯৯)

## ১৪. সফর অবস্থায় ঘুমের নিয়ম

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ .

কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ সফররত অবস্থায় যখন রাত যাপন করতেন তখন তিনি ডান কাতে শয়ন করতেন। আর যখন ফজরের পূর্বে কোথাও অবস্থান নিতেন তখন তিনি তাঁর হাত খাড়া করে তালুর উপর নিজের মাথা রাখতেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৬৮৩)

## ১৫. কোন স্থানে নামায সময় দোয়া

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ (رض) أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ -

খাওলা বিনতে হাকীম আস্‌সালামিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্থানে এসে বলবে : [আ'উযু বিকালিমা-তল্লাহিত তামমাতি মিন শাররি মা খলাক্ব] আল্লাহর নিকট তাঁর যাবতীয় সৃষ্টির ক্ষতি থেকে তাঁর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহ নাম ও গুণাবলী) এর মাধ্যমে আশ্রয় চাই যতক্ষণ সে ঐ স্থান থেকে না ফিরবে ততক্ষণ কোন জিনিস তাঁর ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৮)

## ১৬. মুসাফির যখন সকাল করবে তখন যা বলবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ : سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَاتِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَانِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ -



আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন কোন সফরে থাকতেন ও সকাল করতেন তখন বলতেন : [সামি'আ সামি'উন বিহামদিদ্লাহি ওয়া হুসনি বালায়িহি 'আলাইনা রক্বানা স-হিবনা ওয়া আফযিল 'আলাইনা 'আয়িয়ান বিদ্লাহি মিনান্নার ]” (মুসলিম হাদীস নং ২৭১৮)

সওয়ারী হোঁচট খেলে বলবে : بِسْمِ اللّٰهِ - বিসমিল্লাহ

১৭. সফরে কোন গ্রাম চোখে পড়লে বলবে

عَنْ صُهَيْبٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا أَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَا وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَا وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّلْنَا وَرَبَّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَيْنَا فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا -

সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম ﷺ যখনই কোন গ্রাম দেখতেন, আর সে গ্রামে প্রবেশের ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন :

[আল্লাহুয়া রক্বাস্ সামাওআতিস্ সাবয়ি ওয়া মা আযলালনা, ওয়া রক্বাল আরযীনাস্ সাবয়ি ওয়া মা আক্বলালনা, ওয়া রাব্বালশ্ শায়াত্বীনা ওয়া মা আযলালনা, ওয়া রক্বালর্ রিয়্যাহি ওয়া মা যারাইনা, ফাইন্না নাসআলুকা খাইরা হায়িল ক্বরইয়াতি ওয়া খইরা আহলিহা, ওয়া না'উযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফীহা]

হে সন্তোকাশ ও যা কিছু তার নিচে রয়েছে তার মালিক, হে সন্ত জমিন ও তার উপরে যা কিছু রয়েছে তার মালিক! শয়তানদের ও যাদের তারা গোমরাহ করেছে তাদের পালনকর্তা এবং হে প্রবাহিত বাতাস ও বাতাসে যা কিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় তার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে এ গ্রাম ও এর অধিবাসীদের মঙ্গল কামনা করি এবং আমরা আপনার কাছে এ গ্রাম ও গ্রামবাসীদের ও এর মধ্যে যে ক্ষতি ও অকল্যাণ আছে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি ।

(হাদীসটি সহীহ, নাসাঈ ও সুনানে কুবরা হাদীস নং ৮৮২৬ ও তাহাতীর মুশকিলুল আসার হাদীস নং ৫৬৯৩ । দেখুনঃ সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ২৭৫৯)

## ১৮. বৃহস্পতিবার সফর করা মুত্তাহাব

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. وَفِي لَفْظٍ : لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ -

কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাবুক যুদ্ধের জন্যে বৃহস্পতিবার বেরিয়ে ছিলেন। আর তিনি সাধারণত বৃহস্পতিবার ভ্রমণ শুরু করতেই পছন্দ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : তিনি বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য কোন দিন খুব কমই ভ্রমণ শুরু করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ২৯৪৯-২৯৫০)

## ১৯. সকালে সফরে বের হওয়া এবং রাত্রিতে চলা

۱. عَنْ صَخْرِ الثَّغَامِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ : وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ.

১. সাখর আল-গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের সকালবেলা বরকত দান করুন। আর বর্ণনাকারী বলে, তিনি ﷺ যখন কোন অভিযান বা সৈন্যদল পাঠাতেন তাদেরকে দিনের প্রারম্ভে প্রেরণ করতেন। (আহমদ, হাদীস নং ১৫৫২২ ও আবু দাউদ হাদীস নং ২৬০৬)

۲. عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالذُّجَّةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : “তোমরা ফজরের সালাতের পূর্বে অন্ধকার অবস্থায় সফরের ইচ্ছা কর, কেননা রাত্রিতে জমিনকে সংকুচিত করে দেয়া হয়।”

(মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৫১৫৭ ও আবু দাউদ হাদীস নং ২৫৭১)

২০. হজ্জ বা অন্য সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর যা বলবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّبُونَ تَانِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে করীম ﷺ যখনই কোন যুদ্ধ, বা হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরে আসতেন তখন তিনি প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে তিনবার “আল্লাহ্ আকবার” বলতেন এবং পরে বলতেন : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহদাহ্ লা শারীকালাহ্ লাহ্ ল মুলকু ওয়ালাহ্ ল হামদু ওয়াহ্ যা ‘আলা কুন্নি শাইয়িন ক্বদীর, আয়িবূনা, তায়িবূনা, ‘আবিদূনা, সাজিদূনা, লিরবিবনা হামিদূন। সদাকালাহ্ ওয়া‘দাহ্ ওয়া নাসারা ‘আদাহ্ ওয়া হাজামাল আজ্জাবা ওয়াহ্ দাহ্।”

“আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সর্বময় ক্ষমতা এবং যাবতীয় প্রশংসা কেবল তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সেজদাহকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সকল দুষমনকে পরাজিত করেছেন।

(বুখারী, হাদীস নং ১৭৯৭ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪৪)

২১. প্রয়োজন শেষে করে মুসাফির যা করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَتَوَمَّهُ  
فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ -

## ২০. নিদ্রা ও জাগ্রত হওয়ার আদব

### ১. নিদ্রা যাওয়ার সময় যা করণীয়

عَنْ جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
أَطْفِنُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ  
وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেন :  
: রাতে যখন তোমরা নিদ্রা যাবে তখন আলো নিভিয়ে দাও, দরজা বন্ধ কর,  
পানির পাত্রগুলো এবং খাদ্য-পানীয় বস্তু ঢেকে রাখ ।

(বুখারী, হাদীস নং ৬২৯৬ ও মুসলিম হাদীস নং ২০১২)

### ২. ঘুমের আগে হাত চর্বি ও অন্যান্য গন্ধ যুক্ত করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحٌ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا  
نَفْسَهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন  
তিনি বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হাত ধৌত না করে চর্বি জাতীয় গন্ধ  
নিয়ে নিদ্রা যায় । অতঃপর তার কোন সমস্যা ঘটে তবে সে যেন নিজেকে ছাড়া  
অন্য কাউকে দোষারোপ না করে ।

(হাদীসটি সহীহ, তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৬০ ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৯৭)

### ৩. অযু অবস্থায় নিদ্রা যাওয়ার ক্ষয়ীলত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِثُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرٍ فَيَتَعَارُ مِنْ  
اللَّيْلِ فَيَمَالَ اللَّهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন : সফর আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা ও পানাহার থেকে বিরত রাখে। অতএব, সফরকারী তার প্রয়োজন শেষে যেন তাড়াতাড়ি পরিষ্কারের নিকট ফিরে আসে।

(বুখারী, হাদীস নং ৩০০১ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৭)

২২. সফর শেষে আগমনের সময়

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَىٰ فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ -

১. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ সফর (সেরে) দিনের প্রথম প্রহর ছাড়া (বাড়িতে) আসতেন না। যখন তিনি আসতেন প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। অতঃপর সেখানে বসতেন। (বুখারী, হাদীস নং ১৮০০ ও মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৮)

۲. عَنْ أَنَسِ (رض) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ রাহে কখনও পরিবারের নিকট আসতেন না। তিনি সকাল কিংবা বিকালে আসতেন।

২৩. সফর শেষে রাত্রিতে আসলে পরিবারকে জানানো সুন্নাত

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ كَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَىٰ أَهْلِكَ حَتَّىٰ تَسْتَعِدَّ الْمَغِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةَ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন : তুমি যদি (পরিবারের নিকট) রাতের বেলা আসতে চাও, তবে তুমি তার নাভির নিচ পরিষ্কার ও এলোমেলো চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি না করা পর্যন্ত প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, হাদীস নং ৫২৪৬ ও মুসলিম হাদীস নং ৭১৫)

১. মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে কোন মুসলিম ব্যক্তি পাক-পবিত্র হয়ে জিকির করা অবস্থায় নিদ্রা যাবে। অতঃপর রাতে জাগ্রত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাকে তাই দান করবেন। (হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৪২ শব্দগুলি তার ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৮৮১)

৪. মুসলিম ব্যক্তি নিদ্রা যাওয়ার সময় কুরআন কারীম থেকে যা তিলাওয়াত করবে

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلِّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفْبِهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন বিছানায় গমন করতেন প্রত্যেক রাতেই তিনি উভয় হাত একত্রিত করে তাতে “কুল হুয়ালাহ আহাদ”, কুল আ’উযুবি রাব্বিল ফালাক” এবং “কুল আ’উযুবি রাব্বিননাস” তিলাওয়াত করতেন ও ফুঁ দিতেন। অতঃপর যথা সম্ভব নিজ দেহে উক্ত হাত বুলাতেন। আর (এভাবে) উভয় হাত দ্বারা আরম্ভ করতেন এবং মাথা ও চেহারা থেকে এবং দেহের সম্মুখ অংশে অনুরূপ তিনি তিনবার করতেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫০১৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاتَانِي أَنِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتَهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : صَدَقَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযান মাসের যাকাভের মাল হেফাজত করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। এমন সময় একজন আগলুক এসে খাবার থেকে মুষ্টিভরে নিতে আরম্ভ করল, আমি তাকে আটক করে বললাম : আমি তোমাকে অবশ্যই নবী করীম ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। (অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। (পরিশেষে আগলুক) বলে : আপনি যখন বিছানায় যাবেন তখন আয়াতুল কুরসী তিলাওয়াত করবেন, তাহলে আত্মাহর তরফ থেকে আপনার সাথে সর্বদা একজন পাহারাদার থাকবেন, সকাল পর্যন্ত কোন শয়তান আপনার নিকটবর্তী থেকে পারবে না। অতঃপর নবী করীম ﷺ বলেন : সে তো তোমাকে যা বলেছে সত্য বলেছে কিন্তু সে তো বাস্তবেই বড় মিথ্যুক, সে তো শয়তান। (বুখারী, হাদীস নং ৫০১০)

৫. ঘুমের সময় ‘আল্লাহ আকবার’, ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা  
 عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ (رَضِيَ) جَاءَتْ تَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ خَادِمًا فَلَمْ  
 تُرَافِقَهُ، قَالَتْ... فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا... فَقَالَ: أَلَا  
 أَدَلَّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا  
 فَكَبِّرَا اللَّهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبَّحَا  
 ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ -

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, ফাতেমা (রা) নবী করীম ﷺ-এর নিকট একজন সেবকের জন্য আসে কিন্তু তাঁকে পায়নি,----- যখন নবী করীম ﷺ আসেন, তখন আয়েশা (রা) তাঁর কাছে বিষয়টি খুলে বললেন। -----। আমরা শয়ন করলে তিনি ﷺ আসেন এবং বলেন : “তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়েও ভাল জিনিসের সন্ধান দিব না? যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন চৌত্রিশ বার “আল্লাহ আকবার” তেত্রিশবার “আলহামদুলিল্লাহ” এবং তেত্রিশবার “সুবহানাল্লাহ” পাঠ করবে, এটাই তোমাদের জন্য তার চেয়ে অতি উত্তম, যা তোমরা চেয়েছিল।

(বুখারী হাদীস নং ৩১১৩ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাদীস নং ২৭২৭)

## ৬. প্রয়োজনের বেশি শয্যার ব্যবস্থা না করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِأَمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ -

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ তাকে বললেন : একটি শয্যা হবে পুরুষের, দ্বিতীয়টি তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি মেহমানের এবং চতুর্থটি শয়তানের। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৪)

## ৭. তিনবার বিছানা ঝাড়ু দেয়া বা পরিষ্কার করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُوِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتَ جَنْبِي وَإِيكَ أَرْقَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتُ نَفْيَ فَارْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ . وَفِي لَفْظٍ : فَلْيَنْفُضْهُ بِصِنْفَةٍ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেন : “তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন বিছানায় গমন করবে সে যেন তার বিছানাটি তার লুঙ্গির পাড়-পার্শ্ব দ্বারা ঝেড়ে নেয়; কেননা সে জানেনা পরবর্তীতে বিছানার উপর কি হয়েছে। অতঃপর সে বলবে : “বিসমিকা রব্বী ওয়া তু জানবী, ওয়াবিকা আরফা ‘উহু, ইন আমসাকতা নাফসী ফারহামহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহফাজহা বিমা তাহফাজু বিহী ‘ইবাদাকাস্ স-লেহীন।”

হে আমার পালনকর্তা! তোমার নামে আমি আমার পার্শ্ব (বিছানায়) রাখলাম, তোমার সাহায্যেই তা উঠাব, তুমি যদি আমার আত্মাকে নিয়ে নাও তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে সুযোগ দাও তবে যেভাবে তুমি তোমার সৎবান্দাদেরকে হেফাজত কর সেভাবে তাকে হেফাজত কর।

(বুখারী হাদীস নং ৬৩২০ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৪)



অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : সে যেন বিছানা তার পোশাকের পাড়-পার্শ্ব দ্বারা তিনবার বেড়ে নেয়। (বুখারী, হাদীস নং ৭৩৯৩)

৮. ওষু অবস্থায় ডান পার্শ্ব হয়ে নিদ্রা যাওয়া

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَالْجَاةُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اَمْنْتُ بِكِتَابِكَ اَنْزَلْتَهُ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَهُ فَاِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَانْتِ عَلَيِ الْفِطْرَةِ وَاَجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُنَّ -

বারা' ইবনে আজেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাকে বলেছেন : যখন তুমি তোমার বিছানায় (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) যাবে তখন সালাতের ওয়ূর ন্যায় ওষু করবে, তারপর তোমার ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করবে এবং পড়বে :

[আল্লাহুমা আসলামতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাওওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়া লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আল্লাহুমা আমাতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনজালতা ওয়া বিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা]

হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম, আর আমার যাবতীয় কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম, আমার পৃষ্ঠদেশকে তোমার দিকেই ঝুকে দিলাম, এসব তোমারই রহমতের প্রত্যাশায় এবং তোমারই শক্তির ভয়ে। তোমার নিকট ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও কোন মুক্তির উপায় নেই। তুমি যে কিতাব নাখিল করেছ এবং যে নবীকে তুমি পাঠিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছি। (এরপর নবী করীম ﷺ বলেন : যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর তবে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। আর এগুলোকে তুমি সর্বশেষে বলবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৬৩১১ ও মুসলিম হাদীস নং ২৭১০)

৯. নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়ার সময় যা বলবে

عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا  
أْوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا  
وَكَفَّنَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَّ -

১. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন তাঁর বিছানায়  
যেতেন তখন তিনি বলতেন : [আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্বু'আমানা,  
ওয়াসাক্ব-না, ওয়াকাফানা, ওয়াআওয়ানা, ফাকাম মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়া  
লা মু'বিয়া]

যাবতীয় প্রশংসা ঐ রাসূল আলামীনের যিনি আমাদেরকে পানাহার করান, যিনি  
আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং যিনি আমাদেরকে আশ্রয় দেন। এমন কত মানুষ  
রয়েছে যার নেই কোন যথেষ্টকারী এবং নেই কোন আশ্রয়দাতা।

(মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৫)

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَرْفَأُهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِنْ  
أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ  
الْعَافِيَةَ -

২. [আল্লাহ্মা খলাকতা নাকসী ওয়া আন্তা তাওয়াফফাহা লাকা মামাতুহা ওয়া  
মাহুইয়াহা, ইন আহুইয়াইতাহা ফাহফায়হা, ওয়া ইন আমাতুহা ফাগফির লাহা,  
আল্লাহ্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফিয়াহ]

হে আল্লাহ! তুমি আমার রূহকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে পূর্ণতা দান করেছ।  
তোমার কাছেই তার মৃত্যু ও জীবন। যদি তুমি তাকে জীবিত রাখ তার  
হেফাজত কর আর যদি মৃত্যু দাও তবে তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমি  
তোমার কাছে মাফ চাই। (মুসলিম, হাদীস নং ২৭১২)

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا  
وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ۗ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ائْتِنَا مِنَ الْفَقْرِ -

৩. ডান কাঁধ হয়ে শয়ন করে বলবে : [আল্লাহুয়া রব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রব্বাল আরযি ওয়া রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকুল হাবি ওয়ান্নাওয়া ওয়া মুনজিলাত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জীলি ওয়াল ফুরক্ব-ন, আ'উযুবিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন অন্তা আযিয়ুন বিনাসিয়াতিহি, আল্লাহুয়া আন্তাল আওয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ুন, ওয়া আন্তায় য-হিরু ফালাইসা ফাওক্বুকা শাইয়ুন, ওয়ান্তাল বাত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাইয়ুন, ইক্বযি 'আল্লাদ দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাক্বরি]

হে আল্লাহ! তুমি আকাশমণ্ডলির প্রতিপালক, তুমি জমিনের প্রতিপালক, তুমি মহা আরশের প্রভু, আমাদের প্রতিপালক এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। বীজ ও আঁটি ফেঁড়ে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটায় তুমি, তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান তথা কুরআনের অবতীর্ণকারী একমাত্র তুমি। আমি প্রত্যেক বস্তুর ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি যার সবকিছু তোমারই আয়ত্বাধীনে। হে আল্লাহ! তুমিই অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুই নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কোন কিছুই থাকবে না। তুমিই প্রকাশমান, তোমার ওপর কিছুই নেই। তুমিই অপ্রকাশ্য তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কোন কিছু নেই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত রাখ।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ -

৪. [আব্দুল্লাহুমা 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ্শাহাদাহু, ফাত্বিরিস্ সামাওয়াতি ওয়ালাআরয্, রব্বা কুন্নি শাইয়িন ওয়া মালীকাহু, আশহাদু আব্দা ইলাহা ইন্না আস্তা, আ'উযু বিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া মিন শাররিশ শায়ত্ব-নি ওয়া শিরকিহ্]

হে আব্দাহ! তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জান। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা। তুমিই সব কিছুর প্রতিপালক ও অধিপতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে একমাত্র তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং আমি আশ্রয় চাই শয়তান ও তার শিরকের ক্ষতি থেকে। (হাদীসটি সহীহ, আভায়ালিসী হাদীস নং ৯ ও তিরমিযী হাদীস নং ৩৩৯২)

عَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ فِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ -

৫. বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন শয়ন করতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাত গালের নিচে রেখে বলতেন : [আব্দুল্লাহুমা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাক'আছু ইবাদাক্ ]

হে আব্দাহ! তুমি আমাকে তোমার শাস্তি থেকে রক্ষা কর যে দিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৮৬৫৯ সিলসিলা সহীহাইন হাদীস নং ২৭৫৪)

عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِي شَيْطَانِي وَفُكِّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى -

৬. আবু আজহার আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ রাত্রিকালে যখন বিছানায় আসতেন তখন বলতেন : [বিসমিল্লাহি ওয়ায'তু জাহ্বী, আব্দুল্লাহুমাগফির লী যাহ্বী, ওয়া আখসি' শায়তানী, ওয়া ফুক্কা রিহানী, ওয়াজ্জ'আলনী ফিন্নাদিয়্যাল আ'লা]

আল্লাহর নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপরাশি মাফ কর। আমার মধ্যে যে শয়তান অবস্থান করছে তাকে লাঞ্ছিত কর, আমার বন্ধক মুক্ত কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ দানশীলদের মধ্যে शामिल কর।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৫৪)

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلَيْهِ النُّشُوْرُ -

৭. হুজাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন রাতে বিছানায় গমন করতেন তখন তিনি নিজ হাত গালের নিচে রেখে বলতেন : [আল্লাহ্‌মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া]

হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করলাম (ঘুমলাম) এবং তোমার নামেই আবার জীবিত হব।

১০. যখন রাসূল ﷺ জাহাত হতেন তখন বলতেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلَيْهِ النُّشُوْرُ -  
[আলহামদু লিল্লাহিহিলাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর ]

যাবতীয় প্রশংসা সে মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন এবং তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

(বুখারী হাদীস নং ৬৩১৪ ও মুসলিম হাদীস নং ২৭১১)

১১. রাতে নিদ্রাহীন অবস্থায় পাশ পরিবর্তন ও বিড়বিড় করার সময় যা করণীয়

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَكَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ  
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتَجِيبَ لَهُ  
فَإِنْ تَرَضًا وَصَلَّى قَبِلَتْ صَلَاتُهُ -

উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি রাতে পাশ পরিবর্তন ও বিড়িবিড় করার সময় এ দোয়া পড়বে : [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ্, লাহলমুলকু ওয়ালাহলহামদু ওয়া ছওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কুদীর। আলহামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানািল্লাহি ওয়া লা ইলাহাहा ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ (অত:পর বলে) আল্লাহ্মাগফির লী]

এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তার কোন শরীক নেই, আধিপত্য তাঁরই। তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান। আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা ব্যতীত পাপ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। অত:পর বলে : হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন বা অন্য কোন দোয়া করে তবে তার দোয়া কবুল করা হয়। অত:পর যদি ওয়ু করে সালাত আদায় করে তবে তার সালাত কবুল করা হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ১১৫৪)

## ২১. স্বপ্নের আদব

### ১. স্বপ্নের প্রকারভেদ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا اقْتَرَبَ  
الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُرُؤِيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبٌ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ  
حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءِ  
وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ  
مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءَ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ  
مَا يَكْرَهُ فَلْيَقْمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : যখন শেষ বিচার দিবস খুবই নিকটবর্তী হবে তখন মুসলিমের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। তোমাদের মাঝে সবচেয়ে যে সত্যবাদী তার স্বপ্ন সবচেয়ে অধিক সত্য বলে গণ্য হবে। আর মুসলিমের স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ৪৫ ভাগের একভাগ। স্বপ্ন তিন প্রকার—

১. নেক স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ স্বরূপ।
২. শয়তানের পক্ষ থেকে স্বপ্ন দৃষ্টিশায় নিপতিত হওয়ার জন্য।
৩. মানুষ মনে মনে যা জল্পনা-কল্পনা করে সে স্বপ্ন। কাজেই তোমাদের কেউ অপছন্দ করে এমন স্বপ্ন দেখলে তাহলে উঠে সালাত আদায় করবে এবং তা মানুষকে বলবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭০১৭ মুসলিম হাদীস নং ২২৬৩)
২. যখন ঘুমে যা ভালোবাসে বা ঘৃণা করে দেখবে তখন যা করণীয়

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَرَّضْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَفَلَّحْ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ-

১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে, সে যেন যাকে পছন্দ করে তাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে বর্ণনা না করে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন তার ও শয়তানের ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। বাম পার্শ্বের তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে এবং কারো নিকট বর্ণনা না করে। তবে তাকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৪ ও মুসলিম হাদীস নং ২২৬১)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا هِيَ مِنَ اللَّهِ

فَلْيَحْمَدِ لِلَّهِ عَلَيْهَا وَلْيَحْدِثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا  
يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا  
يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনে  
: তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। কাজেই  
সে যেন তার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তা বর্ণনা করে। আর  
যদি এ ছাড়া অন্য কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তা শয়তানের পক্ষ থেকে।  
অতএব সে স্বপ্নের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারো নিকটে তা  
উল্লেখ করবে না, এতে তা তার কোন ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

(বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৫)

عَنْ جَابِرٍ (رض) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  
: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا  
وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ  
(الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ) . وَفِي لَفْظٍ : فَإِن رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ  
فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ -

৩. জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি  
ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখল যা তার অপছন্দনীয়। তবে সে যেন  
তার বাম পার্শ্বে তিনবার থুথুর ছিটা নিক্ষেপ করে। তিনবার শয়তান থেকে  
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির  
রাজীম’ বলে) এবং যে পার্শ্ব হয়ে শায়িত ছিল তার বিপরীত দিকে যেন ঘুরে  
যায়।” অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে : কোন ব্যক্তি যদি যা অপছন্দ করে এমন কিছু  
দেখে তবে যেন সে সালাত আদায় করে। (মুসলিম হাদীস নং ২২৬২ ও ২২৬৩)



## ৩. ভাল স্বপ্ন সুসংবাদদাতা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : মুবাশশির তথা সুসংবাদদাতা ছাড়া নবুওয়্যাতের আর কোনকিছু বাকী থাকবে না। তারা বললেন : সুসংবাদদাতা কি? তিনি বললেন : তা হলো ভাল স্বপ্ন। (বুখারী, হাদীস নং ৬৯৯০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّتِهِ وَأَرْبَعِينَ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম ﷺ বলেন : সৎলোকের উত্তম স্বপ্ন হলো নবুওয়্যাতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ।

বুখারী, হাদীস নং ৬৯৮৩ ও মুসলিম হাদীস নং ২২৬৩)

## ৪. ঘুমের মধ্যে রাসূল করীম ﷺ কে স্বপ্ন দেখা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَسْمُرُوا بِأَسْمِيَّ وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِيَّ وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِيَّ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : তোমরা আমার নামে নামকরণ কর। কিন্তু আমার কুনিয়াত তথা উপনামে নাম রাখা থেকে বিরত থাক। (এটি নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় নিষেধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর উপনামে নামকরণ জায়েয রয়েছে।)

যে আমাকে (প্রকৃত আকৃতিতে) স্বপ্নে দেখে সে ঠিক আমাকেই দেখে; কারণ শয়তান আমার (আসল) আকৃতির ন্যায় আকৃতি ধারণ করতে অক্ষম (তবে অন্য কারো আকৃতি ধারণ করে মিথ্যা বলতে পারে)। যে ইচ্ছা পোষণ করে আমার ওপর মিথ্যারোপ করতে সে যেন তার আসন জাহান্নামে নির্মাণ করে নেয়।

(বুখারী হাদীস নং ১১০ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৩৪ ও ২২৬৬)

৫. ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি কারো সাথে খেল-তামাশা করে তবে সে যেন কাউকে না বলে

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَانَ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ -

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল : ঘুমের মধ্যে আমি দেখি যে আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ শুনে হেসে হেসে বললেন : তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে শয়তান যদি খেল-তামাশা করে তবে তা যেন সে মানুষের নিকট প্রকাশ না করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২২৬৮)

## ২২. অনুমতি গ্রহণের আদব

১. ঘরে প্রবেশের আদব

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ط ذَلِكَمُخْبِرٌ كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং সালাম না করে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা-২৪ নূর : আয়াত-২৭)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ  
اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ .

তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমারা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দিবে অভিবাদন স্বরূপ যা আল্লাহর নিকট থেকে পক্ষ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র। (সূরা-২৪ নূর : আয়াত-৬১)

২. অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا  
اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ -

১. আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পায়, সে যেন ফিরে যায়। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৪৫ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৫৪)

عَنْ رِيعِيِّ (رضى) قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَامِرٍ : أَنَّهُ  
اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ : أَخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِمَهُ  
الِاسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ : قُلْ أَلَسَلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ  
الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَسَلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ.

২. রিব'ঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বনি আমেরের একজন লোক আমাদেরকে বর্ণনা করে যে, সে নবী করীম ﷺ এর ঘরে অবস্থানকালে তাঁর নিকট অনুমতি চেয়ে বলে : আমি কি প্রবেশ করব? নবী করীম ﷺ তখন তাঁর সেবককে বল-লেন : তার নিকট গিয়ে তাকে অনুমতি গ্রহণের আদব শিক্ষা দিয়ে তাকে বল : তুমি বল : “আসসালামু ‘আলাইকুম” আমি কি প্রবেশ করতে পারি? লোকটি নবী

করীম ﷺ এর কথা শ্রবণ করে বলল : আসসালামু 'আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করতে পারি? অতঃপর, নবী করীম ﷺ তাকে অনুমতি দিলে সে প্রবেশ করে।

(হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ২৩৫১৫ ও আবু দাউদ হাদীস নং ৫১৭৭)

৩. অনুমতি গ্রহণের সময় যেখানে দণ্ডায়মান হবে

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ (رض) قَالَ : قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ زَكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ : أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ -

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ যখন কারো দরজার নিকট হাজির হতেন, তিনি দরজার মুখোমুখি দাঁড়াতেন না বরং তার ডানে বা বামে দাঁড়িয়ে বলতেন : আসসালামু 'আলাইকুম আসসালামু 'আলাইকুম।

(হাদীসটি সহীহ, মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ১৭৮৪৪ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৫১৮৬)

৪. অনুমতি গ্রহণকারীকে নাম জিজ্ঞাসা করা হলে সে যা বলবে

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةٌ إِبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيٍّ -

১. উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট গেলাম। সে সময় তিনি গোসল করতে ছিলেন আর ফাতেমা পর্দা দ্বারা আড়াল করে ঘিরে ছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি বললেন : কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী। তিনি বললেন : উম্মে হানীকে স্বাগতম। (বুখারী, হাদীস নং ২৩৭; মুসলিম, হাদীস নং ৩৩৬)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَقَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا -

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলাম তিনি বলেন : কে তুমি? আমি বললাম, আমি। তিনি বললেন : আমি আমি। যেন তিনি এটি (আমি আমি বলাকে) ঘৃণা করলেন। (বুখারী, হাদীস নং ৬২৫০ মুসলিম হা : নং ২১৫০)

৫. দাস-দাসী ও ছোট্টদের অনুমতি গ্রহণের আদব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ  
الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ  
الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ  
بَعْدَهُنَّ ۚ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بِعِضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ  
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ করে : ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের বস্ত্র পরিবর্তন করবে তখন এবং এশার সালাতের পর এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোনরূপ অপরাধ নেই, তোমাদের পরস্পরের নিকট তো যাভায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের নিকট নির্দেশ সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা-২৪ নূর : আয়াত-৫৮)

৬. অনুমতি ছাড়া কাউকে বাদ রেখে গোপনে কথা বলা নিষেধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُونَا صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ -

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : তোমরা যদি তিনজন একত্রিত হও তবে তন্মধ্যে দু'জন যেন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে গোপনে আলাপ আলোচনা না করে; কেননা তা তাকে চিন্তিত করে ফেলবে।” (বুখারী, হাদীস নং ৬২৯০ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৮৪)

৭. অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে দৃষ্টি না দেওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ امْرَأًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম ﷺ বললেন : অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি যদি তোমার ঘরে দৃষ্টি দেয় আর তুমি পাথর নিক্ষেপ করে তার চক্ষু অন্ধ করে দাও তবে তোমার কোন গুনাহ নেই।

(বুখারী হাদীস নং ৬৮৮৮ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৫৮)

## ২৩. হাঁচির আদব

১. হাঁচির জবাব দেয়া যদি হাঁচিদাতা ‘আল হামদুলিল্লাহ’ বলে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُسَمِّنَهُ وَأَمَّا التَّشَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَبْرُدْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا قَالَ هَا ضحك مِنْهُ الشَّيْطَانُ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা'আলা নিচ্ছয়ই হাঁচি ভালোবাসেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই যখন কেউ হাঁচি দিয়ে “আলহামদু লিল্লাহ” বলে তখন প্রত্যেক ঐ মুসলমানের যে তা শুনে তার হক হলো, তার হাঁচির জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যথা সম্ভব তা নিবৃত্ত করবে, আর যদি বলে (হাই তোলার মুহূর্তে) হা---- তবে তাতে শয়তান হাসি দেয়। (বুখারী হাদীস নং ৬২২৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ. قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَسَمِّمْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : একজন মুসলিমের প্রতি অন্য মুসলিমের ৬টি অধিকার রয়েছে। বলা হলো সেগুলো কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন : যখন সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম দেবে। যখন সে দাওয়াত দেবে তখন তা কবুল করবে। যখন তার নিকট কোন অসিয়ত চাবে তখন উপদেশ দিবে। যখন হাঁচি দিয়ে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে, তখন জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলবে। যখন অসুস্থ হবে তখন তাকে দেখাশুনা করবে। আর মৃত্যুবরণ করবে তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে।

(মুসলিম, হাদীস নং ২১৬২)

২. হাঁচি প্রদানকারীর জবাবের পদ্ধতি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ -

আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় সে যেন “আলহামদু লিল্লাহ” (যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য) বলে এবং তার জবাবে তার (স্বীনি) ভাই বা সঙ্গী যেন “ইয়ারহামুকাল্লাহ” (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলে। যখন তার জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলবে (হাঁচি দাতার পুনরায় বলবে) “ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম” (আল্লাহ আপনাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা সংশোধন করুন।) (বুখারী হাদীস নং ৬২২৪)

৩. কাকের ব্যক্তি হাঁচি দিলে তার জবাবে যা বলবে

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَعَاطِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءً أَنْ يَقُولَ لَهَا بِرَحْمَتِ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ -

আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : ইহুদিরা নবী করীম ﷺ এর নিকট এ আশায় হাঁচি দিত যে তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলবেন, “ইয়ারহামুকুমুল্লাহ” কিন্তু তিনি বলতেন : “ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম। (আবু দাউদ হাদীস নং ৫০৩৮ ও তিরমিখী, হাদীস নং ২৭৩৯)

৪. হাঁচির সময় করণীয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন হাঁচি দিতেন তখন তিনি স্বীয় হাত বা কাপড় মুখে দিতেন এবং তাঁর আওয়াজ নিচু বা কম করতেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০২৯ ও তিরমিখী হাদীস নং ২৭৪৫)

৫. হাঁচি দাতার জবাব যখন দেয়া হবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَبَقِيَ لَهُ فَقَالَ : هَذَا حَمِدُ اللَّهِ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ -



আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট দু'জন ব্যক্তি হাঁচি দেয়; এদের একজন হাঁচির দোয়া পড়ে এবং অন্যজন পড়ে না। এ বিষয়ে তাঁকে জানানো হলে তিনি বলেন : এ ব্যক্তি আত্মাহর প্রশংসা করেছে এবং ঐ ব্যক্তি আত্মাহর প্রশংসা করেনি।

(বুখারী হাদীস নং ৬২২১ ও মুসলিম হাদীস নং ২৯৯১)

৬. হাঁচি দাতার জবাব যতবার দিতে হবে

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُشِمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ -

১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাঁচি দাতার তিনবার জবাব দিতে হবে, তার অতিরিক্ত হলে সে সর্দি আক্রান্ত ব্যক্তি। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৭১৪)

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ. ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مَزْكُومٌ -

২. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে শ্রবণ করেছেন। জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাঁচি দিলে তার জন্য তিনি বলেন : “ইয়ারহামুকাত্মাহ”। এরপর উক্ত ব্যক্তি পুনরায় হাঁচি দিলে রাসূলে করীম ﷺ তার জন্য বলেন : লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত। (মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৩)

৭. হাই তোলায় সময় বা করণীয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّشَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْكُظِمَ مَا سَطَّاعَ -

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : “হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির হাই আসে সে যেন সাধ্যমত তা দমন করে।” (বুখারী, হাদীস নং ৬২২৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২৯৯৪)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَنَازَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى نَبِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ -

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে তখন সে যেন নিজ হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে ফেলে, কেননা (এ অবস্থায় মুখের ভেতর) শয়তান প্রবেশ করে। (মুসলিম হাদীস নং ২৯৯৫)

## ২৪. রোগী দেখার আদব

### ১. রোগী দেখার ক্ববীলত

عَنْ ثَوْبَانَ (رض) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ -

সাওবান (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি রোগী দেখতে যায় সে যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে অবস্থান করে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৮)

### ২. রোগী দেখতে যাওয়ার বিধান

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِجَابَةِ الدَّعَى وَتَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ أَنْبَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالذَّبَّاجِ وَالْقَسِيِّ وَالِاسْتَبْرَقِ -

বারা' ইবনে আজেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয় আদেশ ও সাতটি বিষয় প্রসঙ্গে নিষেধ করেন : জানাযার অনুসরণ করার আদেশ করেন এবং আদেশ করেন রোগী দেখার, দাওয়াত দাতার আহ্বানে সাড়া দেয়া, নির্যাতিতকে সাহায্য করা, শপথ পূর্ণ করা, সালামের জবাব দেয়া, হাঁচি দাতার জবাব দেয়া। আর আমাদেরকে নিষেধ করেন : রূপার পাত্র ব্যবহার, স্বর্ণের আংটি পরা, সাধারণ রেশমী পোশাক রেশমী পোশাক, মোটা রেশমী, রেশমী কারুকার্যখচিত রেশমী ব্যবহার করতে। (বুখারী হাদীস নং ১২৩৯, ও মুসলিম হাদীস নং ২০৬৬)

৩. বালা-মুসীবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে যা বলবে

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ رَأَى مُبْتَلَىٰ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বালা- মুসীবতে পতিত ব্যক্তিকে দেখে বলবে : [আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহু, ওয়া ফাদদলানী 'আলা কাসীরিম মিম্মান খলাক্বা তাফদীলা] তবে সে উক্ত বালা-মুসীবতে পতিত হবে না। অর্থ : যাবতীয় প্রশংসা সেই আত্মাহর যিনি আমাকে সংরক্ষণে রেখেছেন। তোমাকে যা দ্বারা পরীক্ষা করেছেন তা থেকে এবং যিনি আমাকে তাদের অনেকের চেয়ে উত্তম মর্যাদা দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন।

(আউসাতে তাবরানী, হাদীস নং ৫৩২০ ও সিলসিলা সহীহা হাদীস নং ২৭৩৭)

৪. রোগী পরিদর্শনকারী যেখানে বসবে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তিনি রোগীর মাথার পাশে বসতেন...। (হাদীসটি সহীহ, বুখারী আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন হাদীস হাদীস নং ৫৪৬)

৫. রোগী পরিদর্শনকারী রোগীর জন্য যে দোয়া পাঠ করবে

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَارٍ أَسْأَلُ  
 اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ  
 مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : “যে ব্যক্তি মৃত্যু আসন্ন নয় এমন ব্যক্তিকে দেখতে গেল। অতঃপর সে তার নিকট সাতবার বলল : [আসআলুগ্নাহাল ‘আযীম, রক্বাল ‘আরশিল ‘আযীম, আয়ইয়াশফীক্ ] অর্থ : আমি মহান আল্লাহ মহাআরশের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে রোগ মুক্ত করুন। তবে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সে রোগ থেকে নাজাত দিবেন।

(আবু দাউদ হাদীস নং ৩১০৬ শব্দগুলি তার ও তিরমিযী হাদীস নং ২০৮৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا قَالَ  
 أَللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأ لَكَ عَدُوًّا وَيَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেন : “যখন কোন ব্যক্তি একজন রোগীকে দেখতে আসবে সে যেন বলে : [আল্লাহুশাফী ‘আবদাক্, ইয়ানকাউ লাকা ‘আদুওয়ান ওয়া ইয়ামশী লাকা ইলাস্‌লাহ্]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাকে রোগ থেকে মুক্ত কর, হয়ত সে তোমার কোন দূশমনের সাথে মোকাবিলা করবে বা তোমার জন্য সালাতের দিকে অগ্রসর হবে। (মুসনাদে আহমদ হাদীস নং ৬৬০০, সিলসিলা সহীহ হাদীস নং ১৩৬৫ ও আবু দাউদ হাদীস নং ৩১০৭)

عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَتَى بِهِ قَالَ: ﷺ: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ إِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন রোগীর নিকট আসতেন বা তাঁর নিকট কোন রোগীকে নিয়ে আসা হতো, তখন তিনি বলতেন : [আযহিবিল বা'সা রব্বান নাস, ইশফি ওয়া আশ্শাশশাফী ল্যা শিফায়্যা ইন্না শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকুমা] অর্থ : সকল দুর্দশা দূর কর! হে সমস্ত মানুষের পালনকর্তা, আরোগ্য দান করুন। তুমিই তো আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর কোন আরোগ্য নেই। আর এমন আরোগ্য দান করুন যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৭৫ শব্দগুলি তার ও মুসলিম হাদীস নং ২১৯১)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضد) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: لَهُ لَا بَاسَ طَهُورًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ -

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখন কোন রোগী ব্যক্তিকে দেখতে তার নিকট আসতেন তখন বলতেন : [লা বা'সা ত্বহুরুন ইন শাআল্লাহ] অর্থ :

কোন চিন্তা নেই আরোগ্য লাভ করবে। (বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৬)

৬. ফিতনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ হলে নারীরা পুরুষ রোগীকেও দেখতে পারবে

عَنْ عَائِشَةَ (رضد) أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ ﷺ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا أَيْتَ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ ... قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَبِّبِ الْبَيْنَا الْمَدِينَةَ  
كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا  
وَأَنْقُلْ حُمَاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলে করীম ﷺ মদীনা আস-  
লেন। সে সময় আবু বকর ও বেলাল (রা) ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।  
আয়েশা (রা) বলেন : আমি তাঁদের নিকট প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলাম : হে  
আব্বা! আপনার কি অবস্থা? এবং হে বেলাল! আপনার কি অবস্থা? আয়েশা (রা)  
বলেন : আমি নবী করীম ﷺ এর নিকট আগমন করে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি  
বলেন : হে আব্বাহ! আমাদেরকে তুমি মদীনার প্রতি মক্কার মত বা ততোধিক  
মুহাব্বত দান কর। হে আব্বাহ! তুমি মদীনাকে উপযোগি কর এবং তুমি  
আমাদের জন্য তার 'মুদ' ও 'সা'-এ বরকত দাও এবং তার জ্বরকে (মদীনার  
বাইরে) জুহফার দিকে নিয়ে যাও।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৫৪ ও মুসলিম হাদীস নং ১৩৭৬)

#### ৭. মুশরিক রোগীকে দেখা

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ  
عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْلَمَ  
فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ -

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইহুদি দাস নবী  
করীম ﷺ এর খেদমত করত। সে রোগাক্রান্ত হলে নবী করীম ﷺ তাকে  
দেখতে আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে তাকে বলেন : তুমি ইসলাম কবুল  
কর। ছেলোটিকে তার নিকট অবস্থানরত পিতার দিকে তাকায়। তা দেখে তাকে  
তার পিতা বলে : আবুল কাসেম! মুহাম্মদ ﷺ এর নির্দেশ পালন কর। অতঃপর

সে ইসলাম কবুল করে। তারপর নবী করীম ﷺ এ কথা বলে বেরিয়ে যান যে, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করলেন। (বুখারী, হাদীস নং ১৩৫৬)

৮. যাবতীয় ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুক করা

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ فَلَمَّا نُقِلَ كُنْتُ أَتِفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبِرْكَتِهَا -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন তিনি নিজে নিজে যে সূরা দ্বারা ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তা পড়ে ফুঁ দিতেন। অতঃপর যখন তাঁর অবস্থা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাতের বরকতের জন্য তাঁর হাত দ্বারাই মাসেহ করাতাম।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৩৫ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৯২)

৯. অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যা উপকারী তার দিক নির্দেশনা দেওয়া

عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْأَعَاصِ الثَّقَفِيِّ (رض) أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ اسْتَمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ -

১. উসমান ইবনে আবুল আস আসসাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে নিজ দেহে ব্যথা অনুভবের অভিযোগ করলে তাকে রাসূলে করীম ﷺ বলেন : তুমি তোমার দেহের ব্যথার স্থানে হাত রেখে তিনবার “বিসমিল্লাহ” ও সাতবার [আ’উযু বিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন শাররি মা আজ্জিদু ওয়া উহাযিরু]

অর্থ : আমি যার সম্মুখীন ও যা কিছু অনুভব করি তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ ও তাঁর শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করি। (মুসলিম হাদীস নং ২২০২)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةٍ مَحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْبَةٍ  
بِنَارٍ وَأَنَا أَنهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْبِ .

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রোগ নিরাময় তিনটি জিনিসে বিদ্যমান রয়েছে : শিক্তা লাগানো, মধুপান অথবা গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মতকে দাগাতে নিষেধ করেছি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮১ ও মুসলিম হাদীস নং ২২০৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলে করীম ﷺ কে বলতে শুনেছেন : কালিজিরা মৃত্যু ছাড়া প্রত্যেক রোগের মহা ঔষধ।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৬৮৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২২১৫)

عَنْ أُمِّ رَافِعٍ (رض) قَالَتْ : كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا شَرْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْحِنَاءَ -

৪. উম্মে রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ যখনই কোন আঘাত পেতেন বা কাঁটায় আক্রান্ত হতেন তখন তিনি তাতে মেহেদি লাগাতেন।

(তিরমিখী, হাদীস নং ২০৫৪ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৫০২)

১০. রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট গমন করে যা বলবে

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ



اللَّهُ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ : قُرَيْلَى : أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَكَه  
وَأَعْفِنِي مِنْهُ عَقْبِي حَسَنَةً) قَالَتْ فَقُلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ  
هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হবে, তখন ভাল কথা বলবে; কেননা তোমরা যা বল ফেরেশতাগণ তার জন্য আমীন বলে। (তিনি) উম্মু সালামা (রা) বলেন : আবু সালামা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললাম : আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি বলেন : “তুমি বল : [আল্লাহস্বাগফির লী ওয়া লাহ ওয়া আ'ক্বিবনী মিনহ উক্ববান হাসানাহ্] অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাকে মাফ কর এবং তার পরবর্তীতে আমাকে উত্তম প্রতিদান দাও। (তিনি) উম্মু সালামা (রা) বলেন : অত:পর আমি তা বললাম। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম পুরস্কার মুহাম্মাদ ﷺ কে দান করেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৯১৯)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصْرُهُ فَأَغْمَضَهُ وَفِيهِ - ثُمَّ :  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَأَخْلُفْهُ  
فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَكَه يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ  
وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ -

২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আবু সালামার নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় তার চোখ খোলা ছিল, তিনি তা বন্ধ করে দিলেন। অত:পর তিনি বলেন : [আল্লাহস্বাগফির লি আবী সালামাহ, (এখানে যার জন্য দোয়া করবে তার নাম উচ্চারণ করবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহ্ ফিলম-হাদিইয়ীন, ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবনী ফিলগাবিরীন, ওয়াগফির লানা ওয়া লাহ ইয়া রব্বাল'আলামীন, ওয়াফসাহ্ লাহু ফী ক্ববরিহি ওয়া নাওবির লাহু ফীহু] অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়েতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার

মর্খাদা সুউচ্চ করে দাও। তারপর বাকীদের মাঝে তার উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও, হে নিখিল বিশ্বের পালনকর্তা তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং তার কবরকে সুপ্রশস্ত করে দাও ও তার জন্য কবরকে আলোকিতময় করে দাও।

(মুসলিম, হাদীস নং ৯২০)

### ১১. মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেয়া

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ (رض) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ (رض) قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ -

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ এর মৃত্যু অবস্থায় আবু বকর (রা) তাঁকে চুমু দেন। (বুখারী হাদীস নং ৫৭০৯)

### ১২. রোগীর ঝাড়-ফুক

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ أَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ সূরা নাস ও সূরা ফালাক তিলাওয়াত করে তাঁর কোন জ্বর ব্যথার স্থানে নিজ ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং এ দোয়া পড়তেন : [আল্লাহ্‌ছা রাক্বানা, আযহিবিল বা'স, ইশফিহি ওয়া আত্তাশাফী, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা লা ইউগাদিরু সাক্বমা]

অর্থ : হে আল্লাহ! সমস্ত মানুষের পালনকর্তা, তুমি ব্যথা দূরীভূত করে দাও। তাকে রোগ থেকে আরোগ্য কর, তুমিই রোগ আরোগ্যকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দান কর যা কোন রোগকেই বাদ না দেয়। (বুখারী হাদীস নং ৫৭৪৩ ও মুসলিম হাদীস নং ২১৯১)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الرَّقِيَّةِ: تَرْتَهُ أَرْضِنَا وَرَيْقَةً بَعْضُنَا يَشْفِي سَقِيمُنَا بِأَذْنِ رَبِّنَا -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন : আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের কারো খুঁখু ব্যবহার করছি আমাদের রোগী আমাদের পালনকর্তা নির্দেশে যেন আরোগ্যতা লাভ করে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭৪৬ ও মুসলিম, হাদীস নং ২১৯৪)

বি : দ্র : শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা নিজ খুঁখু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যথা বা ক্ষত স্থানে মাশিশ করার সময় উক্ত দোয়া পাঠ করবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رض) أَنَّ جَبْرِيلَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ : نَعَمْ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ -

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে বললেন : হে মুহাম্মাদ! আপনি রোগে আক্রান্ত? তিনি বলেন : হ্যাঁ! জিবরাঈল (আ) বললেন : [বিসমিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন ইউযীক্, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও 'আইনিন হাসিদ, আল্লাহ্ ইয়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরক্বীক্]

অর্থ : আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক দেয়, যত কিছু আপনার কষ্টদায়ক তা থেকে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে বা হিংসা চক্ষুর বদনজর থেকে, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন, আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক দেই।

(মুসলিম হাদীস নং ২১৮৬)

১৩. শহরে প্রেগ-মহামারী দেখা দিলে যা করণীয়

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّاعُونَ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ -

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্লেগ-মহামারী হলো একটি শাস্তি যা বনী ইসরাঈল বা কোন গোত্রে বা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের প্রতি (শাস্তিস্বরূপ) পাঠানো হয়েছিল। অতএব তোমরা যদি শ্রবণ কর যে, কোন অঞ্চলে তা ছাড়িয়ে পড়েছে, তবে সেখানে গমন কর না। পক্ষান্তরে মহামারী তোমাদের অবস্থানকৃত অঞ্চলে প্রসার লাভ করলে সেখান থেকে পলায়নের জন্য বের হবে না।

(বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২২১৮)

## ২৫. পোশাকের আদব

পোশাকের উপকারিতা

১. সৌন্দর্য ও লজ্জাস্থান আবৃত করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَمْ وَرِيشًا ؕ  
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ -

হে আদম সন্তান! তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি, আর যা তাকওয়ার পোশাক তাই সর্বোত্তম পোশাক। তা হলো আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম, যদি তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা-৭ আ'রাফ : আয়াত-২৬)

২. ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদির কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَآئِلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَآئِلَ تَقِيْكُمْ بَاسَكُمْ -

তোমাদের জন্য সুব্যবস্থা করেন পরিধেয় পোশাকের; যা তোমাদেরকে তাপ থেকে আত্মরক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের যা তোমাদেরকে যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে। (সূরা-১৬ নাহল : আয়াত-৮১)

## ২. সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْبَسُوا مِنْ نِيَابِكُمْ أَلْبِيَّضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ نِيَابِكُمْ وَكَفَّفُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ .

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা তোমাদের পরিধেয় পোশাকের মধ্যে সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পোশাক এবং তা দ্বারাই তোমাদের মৃত্যুকে কাফন পরাও।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৬১ ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪৭২)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبِرَةَ -

২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ হিবারা পোশাক সর্বাধিক পছন্দ করতেন।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮১৩ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৯)

(বি: দ্র: হিবারা হলো : ইয়ামেন দেশের নির্মিত এক জাতীয় সবুজ রঙের নকশাকৃত সুতি পোশাক।)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ -

৩. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ-এর নিকট সর্বোত্তম পোশাক ছিল জামা।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৫ ও ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৭৫)

## ৩. নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের সীমা

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِزَارَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ

لَا جُنَاحَ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ -

১. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ বলেছেন : মুসলমানের দেহের নিম্নাংশে পরিধেয় পোশাকের সীমা হলো পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত। তবে তার ও পায়ের টাখনুর মাঝে হলে কোন দোষ বা গুনাহ নেই। যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত: স্বীয় লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পড়বে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৩ ও ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩৫৭৩)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّتْهُ خِيَلَاءٌ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُوْلِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِيْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: فَيُرْخِيَنَّ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশত: স্বীয় পোশাক ঝুলিয়ে পরিধান করবে আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচার দিবসে তার প্রতি তাকাবেন না। উম্মে সালামা (রা) বলেন : তবে নারীরা তাদের ঝালরের (আঁচলের) ক্ষেত্রে কি করবে? তিনি বলেন : “এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মে সালামা বলেন : তবে এতে তাদের পা বের হয়ে যাবে, তিনি বলেন : তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে তার অধিক করবে না।

(তিরমিযী হাদীস নং ১৭৩১ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫৩৫৬)

৪. টাখনুর নিচে পোশাক ঝুলানোর শাস্তি

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شِبْرًا خِيَلَاءً لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রাসূলে করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি লুন্নী (পায়জামা, প্যাণ্ট), জামা ও পাগড়ির কোন একটি অহংকারবশত : টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে চলবে আল্লাহ তার দিকে শেষ বিচার দিবসের তাকাবেন না। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৪ শব্দগুলি তার ও নাসাই হাদীস নং ৫৩৩৪)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا  
يُزَكِّيهِمْ وَكُهُمَّ عَذَابُ أَلِيمٍ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَقِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ  
الْكَاذِبِ-

২. আবু যার গিফারী (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : “আল্লাহ তা’আলা শেষ বিচার দিবসে তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন : নবী করীম ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেন, আবু যার (রা) বলেন : যারা ধ্বংস হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তারা কারা? তিনি বলেন : তারা হলো : পায়ের টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পথ চলা ব্যক্তি, কোন কিছু দান করে খোঁটাদানকারী এবং মিথ্যা কসম করে পণদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে।

(মুসলিম, হাদীস নং ১০৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ -

৩. আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন : লুন্নী (পায়জামা, জামা, প্যাণ্টের) যতটুকু টাখনুর নিচে যাবে ততটুকুই জাহান্নামের আগুনে যাবে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৭)

৫. যেসব বস্ত্র ও বিছানা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَسَةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ -

১. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : তোমরা (পুরুষরা) রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না; কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তা পরিধান করবে আখিরাতেও পরিধান করতে পারবে না।

(বুখারী হাদীস নং ৫৮৩৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৯)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأَحِلَّ لِأُنثَاهُمْ -

২. আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী ও স্বর্ণের ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং মহিলাদের জন্য করা হয়েছে হালাল।

(তিরমিযী, হাদীস নং ১৭২০, সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১৪০৪ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫২৬৫)

عَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : عِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِتْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّبَاجِ وَالْقَسِيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَانِرِ الْحُمْرِ -

৩. বারা' ইবনে আজেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদেরকে সাতটি জিনিসের আদেশ করেছেন তার মধ্যে : ১. রোগী দেখা, ২. জানাযার অনুসরণ, ৩. হাঁচি দাতার দোয়ার জবাব দেয়া। আর সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে : সাধারণ রেশমী পোশাক, রেশমী কাপড়ের নির্মিত পোশাক, কারুকর্মযুক্ত রেশমী, মোটা রেশমী এবং রক্তবর্ণের রেশমী সোয়ারীর জিন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৪৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৬৬)



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِبِلَاتٌ مَانِلَاتٌ. رُوِسُهُنَّ كَاسِنِمَةَ الْبُخْتِ الْمَانِلَةَ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا -

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : দুই প্রকার মানুষ জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে আমি এখনো দেখিনি (তারা হলো : ) ১. এমন এক জাতি, তাদের সাথে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে যা দ্বারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. এমন কতিপয় নারী যারা নিজ অবস্থা প্রকাশের জন্য দেহের কিছু অংশ আবৃত রাখে ও কিছু অংশ অনাবৃত করে রাখে বা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করে যার ফলে তাদের রং ও আকৃতি প্রকাশ পায়। অন্যদেরকে নিজেদের প্রতি এবং নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্টকারিণী মহিলা। আর মাথার চুলকে উটের ঝুকে যাওয়া কুজের ন্যায় উঁচু ঝুটি করে বাধে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের গন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম, হাদীস নং ২১২৮)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ مِنْ نِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَهَا -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাকে দু'টি হলুদ পোশাক পরা অবস্থায় দেখে বলেন : এ হলো কাফেরদের পোশাকের অন্তর্ভুক্ত; এটি পরিধান কর না। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৭৭)

عَنْ حُدَيْفَةَ (رض) قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي أَنْبِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبَيْسِ الْحَرِيرِيِّ وَالِدِيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ -

৬. হজ্জাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ আমাদেরকে বর্ণ ও রূপার পাণ্ডে পানাহার করতে এবং রেশমী পোশাক, কারুকর্ষিত রেশমী পোশাক ও তাতে বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৩৭)

عَنْ أَبِي الْمَلِیحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ -

৭. আবু মালীহ ইবনে উসামা তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৩২ ও তিরমিযী হাদীস নং ১৭৭০)

\* যেসব কাপড়ে (খ্রিস্টানদের) ক্রশচিহ্ন বা কোন প্রাণীর ছবি বা লোক দেখানো কোন কিছু রয়েছে তা পরিধান করা হারাম।

৬: যেভাবে চলা ও যে কাগড় পড় নিষিদ্ধ

১.আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ - وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ -

অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না; নিচয়ই আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি তোমার চলাতে মধ্যম পছা অবলম্বন কর এবং তোমার গলার আওয়াজ নিচু কর; নিচয়ই আওয়াজের মধ্যে গাধার আওয়াজ সবচেয়ে অশ্রীভিকর।

(সূরা-৩১ লোকমান : আয়াত-১৮-১৯)

২. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ -

তারা (মহিলাগণ) যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজ্জোর পদক্ষেপ না করে। (সূরা-২৪ নূর : আয়াত-৩১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ  
أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ  
وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ شَقِيهٍ -

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ দুই  
ধকারের পোশাক পরিধান থেকে নিষেধ করেছেন। (এক) পুরুষের একটি  
পোশাক এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানের উপর কিছু থাকে না।  
(দুই) একটি পোশাক এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে জড়ানো, যাতে করে তার দেহের  
এক দিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে। (বুখারী হাদীস নং ৫৮২১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تَعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجَّلٌ جُمْتَهُ إِذْ  
خَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি তার সেট পোশাকে  
আচর্যবানিত হয়ে কেশ গুচ্ছ সিঁধি করে চলছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাকে ধ্বংস  
করে দেয়। আর সে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত জমিনে ধ্বসে যেতেই থাকবে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৮)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ  
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ -

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ  
মহিলাদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী মহিলাদের লা'নত  
করেছেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯ ও মুসলিম হাদীস নং ২০৮৮)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি কোন বিজ্ঞাতীয় বেশ ধারণ করল সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৫১১৮, ইরওয়া হাদীস নং ১২৬৯ ও আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৩৯)

৭. নারীদের বেপর্দা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা হারাম

১. আব্দাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

بِأَيِّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَنَنُتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিন মহিলাদেরকে বল, তারা যেন তাদের ওড়না বা চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারা ও বুকের) উপর টেনে দেয়, এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আব্দাহ কামাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-৫৯)

২. আব্দাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ -

(হে নবী!) ঈমানদার মহিলাদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে, তারা যেন যা সাধারণত : প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের শ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। (সূরা ২৪ নূর : আয়াত-৩০)

৩. আব্দাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন-

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ نِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

আর এমন বৃদ্ধ মহিলাগণ, যারা বিবাহের আশা রাখে না তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের (বাহ্যিক অতিরিক্ত চাদর-ওড়না) পোশাক খুলে রাখে, তবে এটি থেকে বিরত হয়ে থাকলে তা তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা- ২৪ নূর : আয়াত-৬০)

### ৮. সৌন্দর্য প্রদর্শন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক হুকুম

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ : أَلَيْكَ مَالٌ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟ قَالَ : قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ : فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْأِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكِرَامَتِهِ -

১. আবুল আহওয়াস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট সাধারণ মানের পোশাকে আগমন করি। অতঃপর তিনি বলেন : তোমার কি সম্পদ আছে? সে বলে : জি হ্যাঁ, তিনি বলেন : কেমন সম্পদ? সে বলে : আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা উট, ছাগল, ঘোড়া ও দাস-দাসী দিয়েছেন। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দান করেছে, তখন তোমার মধ্যে আল্লাহর নে'আমত ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটা চায়।

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৬৩ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫২২৪)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ آتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَانِرًا فِي مَنْزِلِنَا فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا فَقَالَ : أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسْكِنُ بِهِ رَأْسَهُ وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ آتَاكَ اللَّهُ مَالًا يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ -

২. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ আমাদের নিকট এসে: একজন বিক্ষিপ্ত এলোমেলো মাথার চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখে বলেন : সে কি এমন কিছু পায় না যা দ্বারা সে তার চুলগুলোকে পরিপাটি

করবে? এবং অন্য একজনকে ময়লাযুক্ত পোশাকে দেখে বলেন : সে কি কোন পানি পায় না যে, তা দ্বারা তার বস্ত্র ধৌত করবে?

(আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬২ ও নাসাঈ হাদীস নং ৫২৩৬)

### ৯. মাথার কাপড়

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (رض) قَالَ : كَانِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ -

আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলে করীম ﷺ কে মিন্বারের উপর দেখি, সে অবস্থায় তাঁর উপর কালো পাগড়ি ছিল। তিনি পাগড়ির দুই পার্শ্ব তার উভয় কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখেন।

(মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৪৫)

### ১০. নতুন পোশাক ও অন্য কিছু পরিধান করার সময় যা বলবে

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ : إِمَامًا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ . قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا فَيَلْ تَبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى -

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ যখন কোন নতুন বস্ত্র পরিধান করতেন, তা জামা হোক বা পাগড়ি হোক তার নাম নিয়ে (এ দোয়া) বলতেন : [আল্লাহ্‌রহ্মা লাকাল হামদু আন্তা কা সাওতানীহি, আসআলুকা মিন খইরিহি ওয়া খইরা মা সুনি'য়া লাহ, ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'য়া লাহ]

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা তুমি এটি আমাকে পরিধান করলে। আমি এর ও যার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট এর ও যার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আবু নাযরা বলেন : নবী করীম ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ যখন নতুন বস্ত্র পরিধান করতেন তখন তার জন্য বলা হত : [তুবলা ওয়া ইউখলিফুফ্লাহ তা'আলা] তুমি এটি পুরাতন কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর পরিবর্তে আরো দিবেন। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২০ ও তিরমিধী হাদীস নং ১৭৬৭)

১১. নতুন বস্ত্র পরিধানকারীর জন্য দোয়া

عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ (رَض) قَالَتْ : أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ : مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُوهَا هَذِهِ الْخَمِيصَةُ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ : أُتْرُنِي بِأَمِّ خَالِدٍ (فَاتِي بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْبَسْنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ : أَبْلِي وَأَخْلِقِي مَرَّتَيْنِ -

উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট কিছু বস্ত্র নিয়ে আসা হয় যাতে একটি চাদর ছিল, তিনি বলেন : তোমাদের মতামত কি, আমরা কাকে এ চাদরটি পরিয়ে দিব? জনগণ সকলেই নিশ্চুপ রইল। তিনি বলেন : আমার নিকট উম্মে খালেদকে নিয়ে এসো (বর্ণনাকারী বলেন :) অত:পর আমাকে রাসূলে করীম ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হলো, তারপর তিনি আমাকে তাঁর হাত দ্বারা চাদরটি পরিয়ে দিয়ে দুবার বলেন : [আবলী ওয়া আখলিকী] অর্থ : ক্ষয় ও পুরাতন কর।

(বুখারী হাদীস নং ৫৮৪৫) এর অর্থ : অনেক বস্ত্র ক্ষয় করে দীর্ঘজীবী হও।

১২. জুতা পরিধানের নিয়ম

عَنْ جَابِرٍ (رَض) قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي غَزْوَةِ غَزَوَاتِهَا : اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ -

১. জ্বাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ কে এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি : তোমরা অধিক পরিমাণে জুতা পরিধান কর, কেননা মানুষ যখন জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে সে যেন সওয়ারীতেই আরোহণ অবস্থায় থাকে ।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৯৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنَّ الْيُمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَأُخْرَهُمَا تُنْزَعُ -

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে সে যেন ডান পা দ্বারা আরম্ভ করে এবং যখন খুলে সে যেন বাম পা প্রথমে খুলে । যাতে ডান পা পরার সময় শুরুতে এবং বের করার সময় পরে হয় । (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৫৬ ও মুসলিম হাদীস নং ২০৯৭)

১৩. পুরুষের আংটি পরার হুকুম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ -

১. আবু হুরায়রা নবী করীম ﷺ থেকে (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন ।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮৬৪ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৯)

عَنْ أَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصَّهُ مِنْهُ -

২. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার ও তার পাথরও ছিল রূপার । (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭০)

عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبَسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ -



৩. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম ﷺ তার ডান হাতে রূপার আংটি পরতেন যার পাথর ছিল হাবশা দেশের। তিনি তার পাথরটি তালুর দিক রাখতেন। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৯৪)

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ : صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
: إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ  
أَحَدٌ : قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ -

৪. আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একটি আংটি বানিয়ে, বলেন : “আমি একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা অংকন করেছি। আর কেউ যেন নিজ আংটিতে ঐ নকশা খোদাই না করে। বর্ণনাকারী বলেন : আমি অবশ্যই রাসূলে করীম ﷺ-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য দেখতে পেয়েছি। (বুখারী, হাদীস নং ৫৮৭৪)

১৪. নারীদের জন্য সোনা ও রূপার যা যা পড় জায়েয

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) شَهِدْتُ الْعَيْدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَآتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ  
يُلْقِينَ الْفَتَحَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে ঈদের সালাতে হাজির ছিলাম। তিনি খুতবার আগে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি নারীদের নিকট গমন করেন। তখন তারা বেলাল (রা)-এর পোশাকে তাদের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আংটিগুলো খুলে খুলে নিক্ষেপ করে।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮০ ও মুসলিম, হাদীস নং ৮৮৪)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ فِلَادَةً فَهَلَكَتْ  
فَارْسَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلِبِهَا  
فَادْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّبِيمِ -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি আসমা (রা)-এর গলার হার ধার নিয়ে হারিয়ে ফেলেন। রাসূলে করীম ﷺ (তার খোজ্রে) এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তিনি হারটি এমন সময় পেলে, যখন সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল অথচ তাঁদের নিকট পানি ছিল না। এমতাবস্থায় তারা সালাত আদায় করেন ও বিষয়টি নবী করীম ﷺ কে জানিয়ে দেন। অতঃপর তাযাম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়।

(বুখারী, হাদীস নং ৩৩৬ ও মুসলিম হাদীস নং ৩৬৭)

### ১৫. পোশাক ও বিছানায় বিনয়ী ধর্দর্শন

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (رض) قَالَ : أَخْرَجَتِ الْبِنَاءُ عَائِشَةَ كِسَاءً وَازَارًا  
غَلِيظًا فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَيْنِ -

১. আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আয়েশা (রা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি লুঙ্গি আমাদের নিকট বের করে বললেন : যখন নবী করীম ﷺ ইস্তেকাল করেন তখন এ দুটি তাঁর পরিধানে ছিল।

(বুখারী, হাদীস নং ৫৮১৮ ও মুসলিম, হাদীস নং ২০৮০)

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ : إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدْمًا حَشْوَةً لِيَفَّ -

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলে করীম ﷺ-এর ঘুমানোর বিছানা ছিল চামড়ার, যার ভরাট ছিল খেজুর গাছের আঁশের।

(মুসলিম, হাদীস নং ২০৮২)

## রাসুলের ওসিয়ত

২৫. মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ১০টি অছিয়ত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحَرِّقْتَ وَلَا تَعْقُنْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ - وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَإِنْ مَنَ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِنْتَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تُشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَأَيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مُوتَانٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَائْتِبْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبًا وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ -

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দশটি বিষয় সম্পর্কে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন-

১. হে মুয়ায! তোমাকে যদি হত্যা করা হয় অথবা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারাও হয় তবুও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবেনা।
২. তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার সম্পদ ও সম্ভান ও পরিবার হতে তোমাকে বের করে দেয় তবুও তাদের অবাধ্য হবে না।
৩. তুমি কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ছেড়ে দেবে না, কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত ছেড়ে দেয় তার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।
৪. তুমি মদ পান করবে না, কেননা মদ হল সকল পাপের মূল।
৫. তুমি পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপ কাজ আল্লাহর গজব নাযিলের কারণ হয়।
৬. যদি তোমার সামনে অব্যাহতভাবে মানুষ নিহত হতে থাকে তবুও তুমি যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করবে না।

৭. যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয় এবং তুমি যেখানে অবস্থান করছ, এমতাবস্থায় তুমি সেখান হতে পলায়ন করবে না।
৮. তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত ব্যয় করবে।
৯. তাদের উপর হতে শাসনের ডাঙা তুলে রাখবেনা।
১০. আর তাদেরকে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করতে থাকবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবালকে উদ্দেশ্য করে যে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন, তা শুধু মুয়াযের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং মুয়াযকে সামনে রেখে অথবা সাক্ষী রেখে রাসূল (সা) কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সমগ্র উম্মতের জন্য এই অছিয়ত করেছেন। কেননা হাদীসে যেসব অপরাধমূলক কাজ হতে বেঁচে থাকার অছিয়ত করা হয়েছে মুয়ায ঐসব কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করতেন। মূলত মুয়াযের মাধ্যমে উপরোক্ত পাপকাজ হতে বেঁচে থাকার জন্য তিনি তাঁর উম্মতকে অছিয়ত করেছেন। মুয়াযকে সামনে রেখে রাসূল ﷺ এর অছিয়তগুলো ছিল নিম্নরূপ—

প্রথম অছিয়ত : শিরক থেকে বেঁচে থাকা। কেননা শিরক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ যা আল্লাহ মাফ করবেন না। আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا .

আল্লাহর সাথে শিরক করার গুনাহ আল্লাহ কিছুতেই মাফ করবেন না। তবে তা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করতে পারেন। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট। (সূরা নিছা : আয়াত-১১৬)

লুকমান তাঁর ছেলেকে নছিহত করতে গিয়ে প্রথম যে উপদেশটি দিয়েছিলেন তা আল্লাহ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন—

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ .

হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা অবশ্যই শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

এ প্রসঙ্গে মুয়াযের আর ও একটি বর্ণনা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُعَاذٍ بِأَمْعَاذٍ أَتَدْرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ  
الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَدْخِلَ الْجَنَّةَ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াযকে বলেন, হে মুয়ায! তুমি কি অবগত আছ যে বান্দার উপর আল্লাহর হক কি, আর আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? মুয়ায জবাবে বললেন, আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলই তা ভাল জানেন, (আমার জানা নেই)। রাসূল ﷺ বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল এই যে, বান্দাহ একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব) করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, যে বান্দাহ তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি, আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

উপরোক্ত হাদীস ব্যতীত গুনাহ কবিরার (বড় গুনাহ) পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতিটি হাদীসে শিরক অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরীক করাকে ১ নং কবিরা গুনাহ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন- আবদুল্লাহ বিন আমর হতে বর্ণিত-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَلْكَبَائِرُ  
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ  
الْقَمُوْسُ.

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, কবিরা গুনাহ হল : আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মানুষ হত্যা করা ও মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

আবু হুরাইরা ও মুয়ায বিন জাবাল (রা)-এর হাদীসেও কবিরা গুনাহর পর্যায়ে প্রথম নম্বরে আল্লাহর সাথে শরীক করাকে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অছিয়ত : মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে রাসূল ﷺ এর অছিয়ত ছিল পিতা-মাতা প্রসঙ্গে। রাসূল ﷺ বলেন, মুয়ায, তোমার পিতা-মাতা যদি তোমার উপর রাগ করে তোমাকে তোমার সম্পদ ও সন্তান ও পরিবার অর্থাৎ বাড়ী-ঘর থেকে বের করেও দেয়, তবুও তাদের অবাধ্য হবেনা।

এখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায়ই আল্লাহর

হকের সাথে সাথেই পিতা-মাতার হকের কথা বলে আয়াত নামিল করেছেন।

যেমন আদ্বাহ্ বলেন-

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَيَا أُولَٰئِكَ إِن كَانُوا إِحْسَانًا ۗ  
يَبْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آبٌ وَلَا  
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

তোমার রব তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আদ্বাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করবেনা। আর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে। আর তোমার সামনে পিতা-মাতার কোন একজন অথবা উভয়ই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (বার্ধক্যজনিত আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে) তাদের উদ্দেশ্যে (বিরক্তি উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণাসূচক) উফ শব্দ পর্যন্তও উচ্চারণ করবেনা। আর তাদের সাথে রাগের ব্যবহার করবেনা বরং পিতা-মাতার সাথে সম্মানজনক কথা বলবে।

(সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৩)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ  
بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা আস, আমি তোমাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনাচ্ছি আদ্বাহ্ তোমাদের জন্য কি কি হারাম করেছেন। তোমরা আদ্বাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবেনা এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করবে।

(সূরা আনয়াম : আয়াত-১৫১)

লুকমানের ছেলের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রদত্ত নছিহতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আদ্বাহ্ বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ  
فِي أُمَمِينَ ۖ إِنْ شَكَرْتَهُ لَأَزِيدَنَّكَ ۖ وَإِذَا كَفَرْتَهُ أَتَىٰ الْمَصِيرَ-

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে অছিয়ত করেছি (উত্তম আচরণ করার)। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে বহন করেছে, আর তাকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক আর

কৃতজ্ঞ থাক পিতা-মাতার প্রতি। তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলছেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا .

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে যেমন গর্ভে বহন করেছে তেমনি তাকে কষ্টসহ প্রসব করেছে।

(সূরা আহকাফ : আয়াত-১৫)

এ ছাড়াও আল্লাহ্ সূরা আনকাবুতে ইরশাদ করেছেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا -

আমি মানব জাতিকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছি।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-৮)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতিকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু মুমিন- মুসলমানদেরকেই নয়। মানব সৃষ্টির সূচনা হতেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতিই পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণকে একটি মহৎ কাজ বলেই স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। ফলে আল্লাহ্ সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছেন। উপরোক্ত প্রশ্নে রাসূল ﷺ এর দু'টি হাদীস পেশ করে দ্বিতীয় অছিয়তের আলোচনা শেষ করতে চাই।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضي) قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟  
قَالَ بِرَآءِ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করেছিলাম যে, মানুষের কোন কাজটি আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? রাসূল বললেন, পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা। আমি আবারও প্রশ্ন করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ ইমানের পরই পিতা-মাতার হকের কথা বলেছেন। এমনকি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহির স্থানও পিতা-মাতার অধিকারের পরে নির্ধারণ করেছেন। তবে অন্যান্য হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় তিনি ব্যক্তির আমলের প্রতি দৃষ্টি রেখে উত্তম আমলের কথা বলতেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَنْبِؤُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الرَّأْدَيْنِ.

রাসূল ﷺ একদিন সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই আমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করবেন। রাসূল বললেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় অছিয়ত : মুয়াজ্জের প্রতি রাসূল ﷺ-এর তৃতীয় অছিয়ত ছিল ফরজ তরক না করা প্রসংগে।

وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مَتَعَمِدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً مَتَعَمِدًا فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ.

হে মুয়ায! তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও ফরজ সালাত তরক করবে না। কেননা যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ সালাত তরক করে তার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।

ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও দাস হওয়ার কারণে তার জিন্দেগীর সমস্ত কাজ-কর্ম আল্লাহর মরজি অনুযায়ী করতে হবে। কেননা সে আবদ, তার মাবুদের ইচ্ছা অনুযায়ীই চলতে হয়। এ হিসেবে একজন মানুষ তার নিজের পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনীয় কাজগুলো যদি আল্লাহর মরজি অনুযায়ী করে, তাহলে তার এই যাবতীয় কাজ আল্লাহর ইবাদতে অন্তর্ভুক্ত হবে। আমলি ইবাদতের বাইরে মানুষের জন্য মহান আল্লাহ বেশ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত প্রত্যেক নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য ফরজ করেছেন। এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে এক নম্বরে হল সালাত। সালাত শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য যেমন ফরজ করা হয়েছে, তেমনি ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের



উপরেও। যেমন আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন কুরআনে ইব্রাহিমের (আ) দোয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ  
الْمُحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ  
تَهْوَى إِلَيْهِمْ.

হে আমার প্রতিপালক! শস্য-ফসল বিহীন একটি উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের পার্শ্বে আমার বংশধরদের জন্য বসতি স্থাপন করলাম, যাতে তারা এখানে সালাত কায়েম করে। সুতরাং, মানুষের মনকে তুমি তাদের দিকে ঝুকিয়ে দাও।

(সূরা-১৪ ইব্রাহীম : আয়াত-৩৭)

মূসা (আ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং আমার দাসত্ব কর এবং আমাকে স্মরণ রাখার জন্য তুমি সালাত কায়েম কর। (সূরা তোহা : আয়াত-১৪)

ইস্মাঈল (আ)-এর প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

তিনি তার পরিবার-পরিজনকে সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন। আর তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয়। (সূরা মরিয়ম : আয়াত-৫৫)

মহান আল্লাহ্ ঈসা (আ) প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কুরআনে বলেন-

وَأَوْصَيْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

আর আল্লাহ্ আমাকে জীবিত থাকা অবধি সালাত আদায় করার ও যাকাত দানের নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা মরিয়ম : আয়াত-৩১)

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক নবী এবং তাঁর উম্মতের উপর আবহমান কাল হতেই সালাত, যাকাত ও রোযাসহ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত ফরজ করে দিয়েছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্

রাক্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদির জন্য ওয়াক্তের শর্তের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّقْشُورًا.

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের জন্য সালাত ওয়াক্তের সাথে ফরজ করেছেন।

(সূরা নিসা : আয়াত-১০৩)

সুতরাং প্রত্যেক ওয়াক্তের সালাত তার নির্দিষ্ট ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে, নতুবা সালাত আদায় হবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন ফরজ সালাত জামায়াতের সাথে ফরজ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ.

আর রুকুকারীদের সাথে মিলিত হয়ে রুকু কর। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-৪৩)

অর্থাৎ তোমরা একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় কর। সুতরাং বিশেষ ওজর ছাড়া একা একা ফরজ সালাত পড়া মোটেই ঠিক হবে না, তাতে সালাত পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় হবে না।

চতুর্থ অছিয়ত : মুয়াযকে উদ্দেশ্য করে রাসূলের ﷺ এর চতুর্থ অছিয়তটি ছিল শরাব সম্পর্কে। রাসূল ﷺ বলেন-

وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ.

মুয়ায, “তুমি কখনও মদ পান করবে না। কেননা মদ হল অশ্লীল কাজের জন্মদাতা।” মদ যে পাপের জন্মদাতা এটি বুঝার জন্য এখন আর তেমন কোন দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। সমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই এটা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কৃটিত হয়।

ইসলাম পাপ-পঙ্কিলতাবিহীন যে সুন্দর সমাজ কামনা করে তা মদ্যপায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা বিধায় পবিত্র কুরআনে মদকে পরিপূর্ণভাবে হারাম করে নির্দেশ দান করা হয়েছে। রাসূল (সা) তাঁর প্রিয় সাহাবী মুয়াযকে সামনে রেখে তাঁর উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মদ্য পানকে হারাম করার অছিয়ত করেছেন।

পঞ্চম অছিয়ত : ৫ নং অছিয়ত ছিল পাপ কাজ হতে দূরে অবস্থান করা সম্পর্কে।

إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.

হে মুয়ায! তুমি পাপের কাজ হতে বহুদূরে অবস্থান করবে। কেননা পাপের কাজের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়।

মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর পঞ্চম অছিয়ত ছিল যে, হে মুয়ায! তুমি পাপের কাছেও যাবেনা। কেননা পাপকাজ আল্লাহ গজবের কারণ হয়। অর্থাৎ পাপ কাজের মাধ্যমে পাপী আল্লাহর গজবকে আহ্বান করে।

আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন- সালাত, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি রাসূলের উপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় ফরজ হয়েছে। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নবুয়তের ১২ বৎসর পর মেরাজের সময় রাসূলের মাকী জিন্দিগীতে ফরজ হয়েছে। বাকী যাকাত, রোযা ও হজ্জ ইত্যাদির নবুয়তী জীবনের ১৩ বৎসর পর মদীনায় হিজরত করার পরে ফরজ করা হয়েছে।

কিন্তু গুনাহে কবীরাসহ চিহ্নিত পাপের কাজগুলো নবুওয়তের প্রথম হতেই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

গুনাহ সাধারণত দুই প্রকারের।

১. সগীরা (ছোট গুনাহ) ও ২. কবীরা (বড় গুনাহ)।

আল্লাহর পয়গম্বরগণ সগীরা ও কবীরা সব রকমের গুনাহ হতে মা'সুম (পবিত্র) ছিলেন। কিন্তু পয়গম্বর ব্যতীত অন্য সকল মুমিনের পক্ষে সগীরা গুনাহ বান্দা যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাঁর ছোটখাট অপরাধ (সগীরা গুনাহ) মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ঘোষণা করেছেন—

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا.

আমার নিষেধ করা বড় বড় গুনাহ হতে যদি তোমরা বেঁচে থাক, তাহলে তোমাদের ছোট-খাট অপরাধ ক্ষমা করে দিব। আর তোমাদেরকে সম্মানজনক অবস্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা : আয়াত-৩১)

সগীরা গুনাহ আল্লাহ বিভিন্ন নেক কাজের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাফ করতে থাকেন। কিন্তু কবীরা গুনাহ অনুতপ্ত মনে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ মনে তাওবা ছাড়া মাফ হবে না। তবে সগীরা গুনাহের ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন এবং অব্যাহতভাবে সগীরা গুনাহ করে যাওয়া কবীরায় পরিণত হয়। কোন কোন

হাদীসে কবীরা গুনাহর সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে नीচে দুটি হাদীস পেশ করা হল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْكَبَائِرُ سَبْعٌ أَوْلَهَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ قَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَرَمَى الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, কবীরা গুনাহ হল সাতটি : প্রথমটি হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, অতঃপর না হক কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, যাদু করা, আর কোন পবিত্র চরিত্রের মুমিন নারীর বিরুদ্ধে যেনার অপবাদ দেয়া।

(বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে আক্বাস (রা) বলেছেন, কবীরা গুনাহ হল সত্তরটি।

عَنْ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (رضى) قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفِرَانِضُ وَالسَّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ قَالَ كَانَ فِي الْكِتَابِ أَنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَرَمَى الْمُحْصَنَةِ وَالسَّحْرُ وَأَكْلُ الرَّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ.

আমার বিন হাযম পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে একখানা (হেদায়াতমূলক) পত্র পাঠিয়েছিলেন। যার মধ্যে ফরজ, সুন্নাতসমূহ ও কাফফারা ইত্যাদির বিবরণ ছিল। পত্র নিয়ে আমার বিন হাযমকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে একথাও লেখা ছিল যে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে

আল্লাহর সাথে শিরুক করা, অন্যায়ভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন নিরাপরাধ নারীর বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ও ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা।

উপরোক্ত হাদীস দুটি ইমাম ইবনে কাছির তাঁর বিখ্যাত তাফসীরের কিতাবে সূরা নিসার **إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ** আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ অছিয়ত

**إِيَّاكَ وَالْفِرَارَ عَنِ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ .**

মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর ষষ্ঠ অছিয়ত ছিল যে, হে মুয়ায! জিহাদের ময়দানে যুদ্ধের চরম মুহুর্তে যখন তুমি দেখতে পাছ যে, তোমার সামনে তোমার সাথীরা শাহাদাত বরণ করছে, এমতাবস্থায়ও তুমি কিছুতেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন কুরআনে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেন-

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ  
الْأَدْبَارَ - وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ  
مُتَحَرِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۗ  
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ .**

হে ঈমানদাররা! (যুদ্ধের সময়) তোমরা যখন কোন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হবে, তখন কিছুতেই তোমরা ময়দানে ছেড়ে পলায়ন করবে না। আর যে বা যারা ময়দানে ছেড়ে পলায়ন করবে সে আল্লাহর গজবের অধিকারী হবে। আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তবে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে অথবা দল থেকে বিচ্ছিন্ন সৈনিকদের দলের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ময়দান ত্যাগ করার অনুমতি আছে। (সূরা আনফাল : আয়াত-১৫-১৬)

আল্লাহ্ আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِبْتُمْ فِئَةً فَاتَّبِعُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

যে ঈমানদাররা! তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) কোন কাফির বাহিনীর মুখোমুখি হও, তখন দৃঢ়তা সহকারে মোকাবেলা কর। আর আল্লাহকে বেশি স্মরণ কর। তাহলেই তোমরা বিজয়ী হবে। (সূরা আনফাল : আয়াত-৪৫)

হাদীসের কিতাবসমূহে শুনাহ্ কবীরা পর্যায়ে যত হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার সর্বত্রই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করাকে শুনাহ্ কবীরা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম অছিয়ত : মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সপ্তম অছিয়ত ছিল—

إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاتَّبِعْ .

হে মুয়ায! যদি কোন জনপদে মহামারী দেখা দেয়, আর তুমি সেখানে অবস্থান করছো, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থান করবে। (সেখান থেকে চলে যাবে না)।

ব্যাখ্যা : কোন জনপদে যদি মহামারী আকারে সংক্রামক মরণব্যাদি দেখা দেয় তাহলে যারা ঐ জনপদে বাস করছে তাদেরকে চলে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সুস্থ লোকেরা যদি জনপদ থেকে চলে যায়, তাহলে রোগীদের পরিচর্যা ও সেবা-শুশ্রূষা যেমন হবে না, তেমনি যারা মারা যাবে তাদেরও সুষ্ঠুভাবে দাফন-কাফন হবে না। এ জন্যেই সুস্থ লোকদের জনপদ ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অন্য এলাকার সুস্থ লোকদেরকে মহামারী প্রবণ এলাকায় আসতে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হতে একটি হাদীস আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) থেকে আর একটি হাদীস উসামা বিন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত আছে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ  
الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا  
تَخْرُجُوا مِنْهَا .

উসামা বিন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন শুনেবে কোন জনপদে মহামারী আকারে তাউন (প্লেগ) রোগ দেখা দিয়েছে, তখন

সেখানে যাবে না। আর যদি সেখানে আগে থেকে অবস্থান কর, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে না সেখানেই অবস্থান করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

অষ্টম, নবম ও দশম অছিয়ত : মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রাসূল ﷺ-এর শেষের তিনটি অছিয়ত ছিল পরিবার পরিজনদের (স্ত্রী ও সন্তানদের) প্রসঙ্গে। রাসূল (সা) বলেন,

يَا مَعَاذُ أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ  
أَدَبًا، وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ.

হে মুয়ায! তুমি তোমার পরিবার পরিজনের প্রয়োজনে সাধ্যমত খরচ করবে, তাদের উপর হতে শাসনের ডাঙা তুলে রাখবেনা, আর তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ব্যাপারে সতর্ক করবে।

ব্যাখ্যা : মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর দশটি অছিয়তের মধ্যে তিনটি ছিল পরিবার-পরিজনদের প্রসঙ্গে। প্রথমত, রাসূল ﷺ পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে সাধ্যমত খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃপণতা পরিহার করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রা) রাসূল ﷺ হতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَخْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন কোন লোক কোন নেক নিয়তে তার পরিবারের জন্য খরচ করে, তার ঐ খরচকৃত অর্থ আল্লাহর দরবারে সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মিটান অর্থাৎ তাদের খানা-পিনা বসবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসা খরচসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা পরিবার প্রধানের উপর ফরজ। এই প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে আল্লাহ কৃপণতা করতে যেমন নিষেধ করেছেন, তেমনি নিষেধ করেছেন অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য ব্যয় করতে। এ ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে পাকে বলেছেন-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوبَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ  
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

তুমি তোমার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখ না (একেবারেই হাত উপুড় করে কাউকে কিছু দিবে না) আবার অব্যবহারভাবে তোমার হাত প্রসারিত করে দিওনা (যাতে অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু খরচ হয়ে যায়) তুমি (আর্থিক দিক দিয়ে) অক্ষম ও ভর্ৎসনায়োগ্য হয়ে পড়বে। (সূরা বানী ইসরাঈল : ২৯)

মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে সন্তান ও সন্ততির সম্পর্কে বলেছেন-

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ। (সূরা কাহাফ : ৪৬)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

অবশ্য তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ। (সূরা তাগাবুন : আয়াত-১৫)

সুতরাং মালের অতিরিক্ত আকর্ষণ, মাল কামাই ও সংগ্রহের ব্যাপারে যেমন বেপরোয়া না করে তোলে, তেমনি খরচের ব্যাপারেও যেন তাকে ভারসাম্যহীন না করে। এ ব্যাপারেও আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষকে বার বার সাবধান করেছেন। আবার অন্যদিকে সন্তান-সন্ততির অতিরিক্ত মহব্বত ও আকর্ষণ যেন তাকে সন্তান-সন্ততির তরবিয়াতের ব্যাপারে উদাসীন এবং তাদের চাহিদা পূরণে ভারসাম্যহীন করে না তোলে সে ব্যাপারেও সাবধান করেছেন। যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ.

হে ঈমানদাররা! তোমাদেরকে যেন তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না ফেলে। আর যারা সম্পদ-সন্তান-সন্ততির আকর্ষণে আল্লাহকে ভুলে যাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-১০)

সুতরাং মুয়াযকে সামনে রেখে রাসূল ﷺ এর শেষ অছিয়ত তিনটি ছিল একেবারেই পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ বলেন, মুয়ায পরিবারের



বৈধ ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করবে, তাদের তারবিয়াত ও শাসনের ব্যাপারে উদাসীন হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালার ভয় প্রদর্শন করবে।

মুয়ায বিন জাবাল (রা) প্রিয় নবী ﷺ-এর আরও ৩টি অছিয়ত : মুয়ায বিন জাবালকে যখন ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানো হয়, তখন তাঁর অনুরোধে রাসূল ﷺ তাঁকে নিম্নে বর্ণিত অছিয়ত করেন-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضي) أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَللَّهِ حَيْثُ مَا كُنْتُ قَالَ زِدْنِي قَالَ أَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ قَالَ زِدْنِي قَالَ خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقِ حَسَنِ.

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবী ﷺ কে অনুরোধ করেছিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন, হে মুয়ায! তুমি যেখানই থাক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় করে চলবে। আমি বললাম, আমাকে আরও অছিয়ত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, মুয়ায কোন গর্হিত কাজ করে ফেললে সাথে-সাথেই একটি উত্তম বা ভাল কাজ করবে। (কেননা ভাল কাজ মন্দ কাজের পাপকে মিটিয়ে দেয়) আমি বললাম, আমাকে আরও অছিয়ত করুন, তিনি বললেন, মুয়ায, তুমি জনসাধারণের সাথে উত্তম আচরণ করবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : প্রাচীন সভ্যতার পাদ-পিঠ ইয়ামানের মত একটি প্রদেশ যখন হিজরী নবম সনে কোনরকম শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ইসলামের শাসনাধীন চলে আসে, তখন রাসূল ﷺ মুয়ায বিন জাবালের মত একজন নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ সাহাবীকে শাসক নিয়োগ করে ইয়ামানে পাঠিয়ে দেন। রওয়ানা করবার সময় রাসূল ﷺ নিজে তাঁর সোয়ারীর সাথে সাথে কিছুদূর পায়ে হেটে হেটে তাঁকে বিদায় করার মুহূর্তে বেশ কয়েক দফা নির্দেশনামূলক হেদায়াত দেন, যার বিবরণ বিভিন্ন হাদীসের কিভাবে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলের নির্দেশনামূলক হেদায়াত সমাণ্ড হলে পরে মুয়ায তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু অছিয়ত প্রদানের জন্য রাসূলকে ﷺ কে অনুরোধ করেন। উপরোক্ত হাদীসে সেই অছিয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। মুয়াযকে যে কঠিন দায়িত্বভার দিয়ে পাঠান হচ্ছিল সেই দায়িত্বের প্রেক্ষিতেই তাঁকে রাসূল ﷺ এই তিনটি অছিয়ত করেছিলেন।

অছিয়ত শেষে রাসূল ﷺ মুয়াযকে (রা) লক্ষ্য করে আরও বলেছিলেন-

يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا وَكَلَعَكَ أَنْ  
تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي فَبِكِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رضى) جَشَعًا  
لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

হে মুয়ায! হয়ত এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাত পাবে না। তুমি হয়ত আমার এই মসজিদ এবং আমার কবরের কাছ থেকে গমনাগমন করবে। মুয়ায একথা শুনে রাসূলের বিচ্ছেদের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করলেন।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ)

আবু হুরায়রা (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর ৩ টি অছিয়ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ قَالَ هُسَيْمٌ  
فَلَا أَدْعُهُنَّ حَتَّىٰ أَمُوتَ بِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  
مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমার খলিল (প্রিয়বন্ধু) আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা কিছুতেই ছাড়বো না। যুমের আগে বেতর সালাত পড়া, প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা আর জুময়ার দিনে গোসল করা। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে রাসূল ﷺ যে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছিলেন তা ছিল ফরজের অতিরিক্ত। ফরজ ও ওয়াজিব তো অবশ্য পালনীয়। যিনি শুনাহ কবীরা হতে বেঁচে থেকে ফরজ-ওয়াজিব নিয়মিত পালন করবেন তিনি নাজাত পেয়ে যাবেন। তবে আত্মাহুর কাছে মর্যাদা প্রাপ্তি ও জান্নাতে উন্নত দরজা প্রাপ্তি নফল ইবাদাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। রাসূলের একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী হওয়ার কারণে আবু হুরায়রার ফরজ ও ওয়াজিব পালনে কোন ক্রটি ছিল না বিধায় তাঁকে আত্মাহুর দরবারের অতিরিক্ত মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য রাসূল ﷺ অতিরিক্ত ইবাদত ক'টি নিয়মিত পালন করার অছিয়ত করেছিলেন।

বিতর সালাত অন্যান্য নফলের মত নয়। ইমাম আবু হানিফার মতে বিতর সালাত ওয়াজিব। মুকিম অবস্থায় হোক কিম্বা মুসাফির সর্বাবস্থায় বিতর পড়তে

হবে। আর ছুটে গেলে কাদা করতে হবে। অবশ্য মুসাফিরের জন্য ফরজ সালাত কসর করে আদায় করতে হবে। তার জন্য সূনাত পড়া বাধ্যতামূলক নয় বরং সফর অবস্থায় সূনাত সালাত তার উপর হতে রহিত হয়ে যায়।

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে বিতর সূনাতে মুয়াক্কাদ। সর্বাবস্থায় পড়তে হবে। আর কখনও ছুটে গেলে কাদা আদায় করতে হবে। এমনকি ফজরের আজান হওয়া পরে হলেও বেতর পরে নিতে হবে। রাসূল ﷺ বিতর সালাত ঘুমের আগে পড়ে নিতে বলেছেন। তবে বিতর শেষ রাতে পড়া উত্তম বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

প্রতি চন্দ্রমাসে তিনদিন রোজা রাখা—

আবু হুরায়রা ও আবু দারদা (রা) উভয়কেই রাসূল ﷺ প্রতি চন্দ্রমাসের তিন দিন অর্থাৎ ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার অছিয়ত করেছিলেন। সকল ইমামের ঐক্যমতে এ রোযা নফল। নফল সালাতের মাধ্যমে যেমন সালাতী ব্যক্তির আত্মাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি নফল রোযার মাধ্যমেও বান্দার মর্যাদা আত্মাহর কাছে বৃদ্ধি পায়। আত্মাহর প্রিয় পয়গম্বরগণ কয়েক প্রকারের নফল রোযার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। এর প্রথমটি হল, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা। এ প্রসঙ্গে আত্মাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল মাসে আরও ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। অর্থাৎ সারা বছর নফল রোযা রাখার সওয়াব পাবে।

দ্বিতীয় হল, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, সপ্তাহের এই দুইদিন বান্দার আমল আত্মাহর দরবারে পেশ করা হয়। আর আমি চাই আমার রোযার হালতে যেন আমার আমল আত্মাহর দরবারে পেশ হয়।

তৃতীয় হল আরাফার দিনের রোযা। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেছেন—

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি আশা করি আরাফার দিনের রোযা পূর্ববর্তী দুই বছরের গুনাহের কাফফারা হবে।

এ রোযা যারা হজ্জে থাকবে না তাদের জন্য। কেননা আরাফা ও মুযদালিফার দিনে হাজ্জীরা সফরে থাকে এবং তাদেরকে খুব কষ্ট করতে হয়। চতুর্থ হল আন্তরার রোযা। কেননা এ রোযা নবী করীম ﷺ নিজে রেখেছেন এবং ছাহাবীদেরকেও এ রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। (তিরমিযী)

পঞ্চম হল আইয়্যামে বিজের রোযা অর্থাৎ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। এই রোযা রাখার জন্যই বিশেষভাবে রাসূল ﷺ আবু জার (রা) ও আবু দারদাকে (রা) অছিয়ত করেছিলেন।

আবু জার গিফারী (রা)-এর প্রতি রাসূল ﷺ-এর ৫টি অছিয়ত

عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سِنَّةُ أَيَّامٍ أَعْقَلَ بَا  
أَبَا ذَرٍّ مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ قَالَ أَوْصِيكَ  
بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَاتَ فَاحْسِنِ  
وَلَا تَسْئَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا  
تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

আবু জার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, হে আবু জার! তুমি ছয়দিন অপেক্ষা কর, তারপর আমি তোমার উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা বলব। অতঃপর যখন সপ্তম দিন এসে উপস্থিত হল, তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, হে আবু জার!

১. গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার অছিয়ত করছি।
২. যদি তোমার সাথে কেউ দুর্ব্যবহারও করে তবুও তুমি তার সাথে উত্তম আচরণ করবে।
৩. তুমি কারও কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করবে না, এমনকি তোমার হাতের ছড়িটা ভুলে দিতেও।
৪. তুমি আমানতের খেয়ানত করাবে না।
৫. তুমি পরস্পর দু'জনের (বিচারের) ফয়সালা করে দিবে না। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ব্যাখ্যা : হাদীসে রাসূল ﷺ আবু জার (রা)-কে ছয়দিন পর কিছু উপদেশ দিবেন বলে ওয়াদা করলেন। এটি এই জন্য যাতে আবু জার এই ছয়দিন

রাসূলের কথা শনার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। আর এই দীর্ঘ অপেক্ষার পর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে তিনি যা কিছু শুনবেন তা তার মনে একেবারেই গৌঁথে থাকবে। কেননা অপেক্ষার পরে যে বস্তু লাভ করা যায় তার কদর অনেক বেশি হয়।

আবু জার গিফারীর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ প্রথম অছিয়ত ছিল তাকওয়া সম্পর্কে। তাকওয়ার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর হাদিসে বিস্তারিত এসেছে। আবু জার (রা)-এর জন্য রাসূল ﷺ এর দ্বিতীয় অছিয়ত এই ছিল যে, হে আবু জার! তোমার সাথে যদি কেউ দুর্ব্যবহারও করে তাহলে তুমি তার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা আবু জার রাসূল ﷺ-এর একজন সাহাবী হওয়ার কারণে তিনি রাসূল ﷺ-এর ঘিনের একজন উত্তম দায়ীও ছিলেন। আর দায়ীর সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম গুণ হল উত্তম আচরণ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

اِدْعُ بِالنَّبِيِّ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ  
وَلِيًّا حَمِيمًا.

আর তুমি (দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে) উত্তম আচরণ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে, তোমার দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।

আবু জার (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (সা)-এর তৃতীয় অছিয়ত ছিল যে, হে আবু জার! তুমি কারও কাছে কিছু চাইবে না। এমনকি তুমি সোয়ারীর উপরে আছ এমতাবস্থায় যদি তোমার হাতের ছড়িটা পড়ে যায় তাহলে তুমি সোয়ারীর উপর থেকে নেমে সেটাকে হাতে তুলে নিবে। ছড়িটা তুলতে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আল্লাহর প্রিয় রাসূল ﷺ উপরোক্ত অছিয়তের মাধ্যমে আমাদেরকে কারও কাছ থেকে কোন অনুগ্রহ গ্রহণ করার চেয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْبِدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى -

রাসূল ﷺ বলেছেন, নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত অনেক উত্তম। অর্থাৎ গ্রহণকারীর হাত থেকে প্রদানকারীর হাত অনেক উত্তম। (মুসনাদে ইমাম আহমদ)

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন—

وَمَنْ يَسْتَفِنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.

আর যে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতে চায় আদ্বাহ্ তাকে মানুষ থেকে মুখাপেক্ষীহীন রাখেন। (বুখারী)

আবু জার (রা)-এর জন্য রাসূল (সা)-এর চতুর্ষ অছিয়ত ছিল আমানত সম্পর্কে। রাসূল ﷺ বলেন, হে আবু জার! تَقْبِضُ أَمَانَةً তুমি কখনও আমানতের খেয়ানত করবে না। আমানত প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে বলেছেন—

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ .

যে আমানতের হেফযত করে না সে ঈমানদার নয়।

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَمِنَ خَانَ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন হল তিনটি : যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন ওয়াদা করে তা পালন করেনা। আর তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

আবু জারের উদ্দেশ্যে রাসূলের পঞ্চম অছিয়ত ছিল বিচার-ফায়সালা সম্পর্কে। আসলে বিচার-ফায়সালা খুবই কঠিন কাজ। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, “যাকে বিচারক করা হল তাকে বিনা ছুরিতে জবাই করা হল।”

বিচারককে আমানতদার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন যেমনি হতে হয় তেমনি হতে হয় তাকে স্থির চরিত্র সম্পন্ন। হয়ত আবু জারের বিশেষ অবস্থায় প্রেক্ষিতে তাঁকে বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছিলেন।

২৬. আবু জার (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর আরও ৮টি অছিয়ত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ (رضى) أَيُّ أَخِي إِنْ أُنِي مُوَصِّبِكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا زُرَّ الْقُبُورَ تَذَكَّرُ بِهَا الْآخِرَةَ بِالنَّهَارِ أَحْيَانًا، وَلَا تُكْثِرْ مِنْهَا وَأَغْسِلِ الْمَوْتَ فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مُوعِظَةٌ بَلِيغَةٌ وَصَلَّ عَلَى الْجَنَائِزِ

لَعَلَّ ذَلِكَ يَحْزَنُ قَلْبَكَ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ظِلِّ اللَّهِ تَعَالَى  
 مَعْرُضٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَجَالِسِ الْمَسَاكِينِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ إِذَا  
 لَقِبْتَهُمْ وَكُلِّ مَعَ صَاحِبِ الْبَلَاءِ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَإِيمَانًا  
 بِهِ وَالْأَيْسُّ الْخَشِينُ الضَّيِّقُ مِنَ الثَّيِّبِ لَعَلَّ الْعِزَّ وَالْكَبْرِيَاءَ  
 لَا يَكُونُ لَهُمَا فِيكَ مَسَاعٌ وَتَزِينُ أَحْيَانًا لِعِبَادَةِ رَبِّكَ فَإِنَّ  
 الْمُؤْمِنَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ تَعَفُّفًا وَتَكْرُمًا وَتَجَمُّلاً، وَلَا تُعَذِّبُ  
 شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ بِالنَّارِ.

রাসূল ﷺ আবু জার (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রিয় ভাই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে কিছু অছিয়ত করছি। তুমি তা বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাকে তার দ্বারা কল্যাণ দান করবেন। ১. দিবা ভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তুমি আখেরাতের কথা স্মরণ করবে। তবে তা (কবর জিয়ারত) অধিকবার করবে না। ২. তুমি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করবে। কেননা, প্রাণহীন দেহ পরিপর্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম নছিহত লাভ হয়। ৩. তুমি মৃতের জানাযার উপস্থিত হবে, এতে তোমার মন চিন্তিত হবে। কেননা চিন্তাশীল ব্যক্তি আল্লাহর ছায়া ও কল্যাণের আবাসস্থল। ৪. তুমি মিসকিনের সাথে উঠা-বসা করবে। আর প্রতিবার সাক্ষাতে তাকে সালাম দিবে। ৫. তুমি বিনয়াবনত অবস্থায় আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান সহকারে বিপদগ্রস্ত লোকের সাথে বসে থাকবে। ৬. তুমি সংকীর্ণ কাপড় পরবে, তাহলে অহমিকা ও অহংকারবোধ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। ৭. আল্লাহর ইবাদতের জন্য কখনও কখনও তুমি উত্তম লেবাস পরবে। মুমিন ব্যক্তি কখনও কখনও পবিত্রতা, মর্যাদা ও সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে তা পরিধান করে থাকে। ৮. আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবকে আওনে পোড়ায় শাস্তি দিবেনা। (আল জামি আস সাগীর)

প্রথম অছিয়ত : আবু জার, তুমি দিবাভাগে কখনও কখনও কবর জিয়ারত করবে। রাসূল প্রথম দিকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি কবর জিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। তবে এ অনুমতি পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। আর রাতে কবর জিয়ারত করতে নিরুৎসাহিত করেছেন।

আলোচ্য অছিয়তে দেখা যায় আবু জারকে রাসূল ﷺ দিবাভাগে কবর জিয়ারত করতে বলেছেন। আর মাঝে- মাধ্যেই কবর জিয়ারত করতে বলেছেন যাতে

নিজের পরিণতি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে পাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

**দ্বিতীয় অছিয়ত :** দ্বিতীয় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর ব্যাপারে। প্রাণহীন লাশকে গোসল করাতে গিয়ে নিশ্চয়ই নিজের অনুরূপ পরিণতির কথা মনে করে পাপ কাজ থেকে বিরত ও অধিকতর নেক কাজে আগ্রহী হবে।

**তৃতীয় অছিয়ত :** তৃতীয় অছিয়ত ছিল মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত ৩টি কাজই আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের পছন্দনীয় এবং তিনি উক্ত কাজ সম্পাদনকারীকে যথেষ্ট ছওয়াব দান করবেন।

**চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়ত :** চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়ত ছিল দরিদ্রদের সাথে উঠাবসা করা ও বিপদগ্রস্তদের সাথে বসে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। উপরোক্ত উভয় কাজেই দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তরা যেমন খুশী হয় তেমনি নিজের মনের অহমিকা ভাব দূর হয়। আর আল্লাহ রাক্বুল আলামীনও তাকে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত বান্দার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণে অশেষ ছওয়াব দান করবেন।

**ষষ্ঠ ও সপ্তম অছিয়ত :** ষষ্ঠ ও সপ্তম অছিয়ত ছিল লেবাস-পোশাক প্রসঙ্গে।

আল্লাহর প্রিয় নবী ﷺ তাঁর প্রিয় ছাহাবী আবু জার গিফারীকে সাধারণ পোশাক পরতে বলেছেন। আবার কখনও কখনও আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়াস্বরূপ আল্লাহকে খুশী করার জন্য উত্তম পোশাক পরিধান করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন—

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا.

তোমরা প্রতি সালাতের সময় উভয় লেবাস পরিধান কর, আর খাও, পান কর তবে বাহুল্য ব্যয় করো না। (সূরা-৭ আরাফ : আয়াত-৩১)

আল্লাহ আরও বলেন—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّرْقِ.

হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, কে হারাম করেছে উত্তম লেবাস যা মানুষের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আর কেইবা হারাম করেছে তাদের জন্য উত্তম খাদ্য?

(সূরা-৭ আরাফ : আয়াত-৩২)

**অষ্টম অছিয়ত :** আবু জার গিফারীর উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) অষ্টম অছিয়ত ছিল, আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবকে যেন আঙনে পোড়ানোর শাস্তি না দেয়া হয়। মানুষের



জন্য যেসব জীবন পীড়াদায়ক বা ভয়াবহ, যেমন সাপ, বিছু বোলতা-ভীমরুল ইত্যাদিকে মারা বৈধ। কোন কোন ক্ষেত্রে মারা অধিকতর ছওয়াবের কাজ। তবে এসব জীবকে পুড়িয়ে মারা যাবে না। অন্যভাবে মারতে হবে।

আবু জার গিফারী (রা)-এর উপরে রাসূলের এসব অছিয়তের প্রভাব এত ছিল যে, তিনি সারা জীবনই খুব সাদা-সিধে জীবন যাপন করেছেন এবং সম্পদের মোহ তাঁকে সামান্যতমও আকৃষ্ট করতে পারেনি।

## ২৭. জ্ঞানেক ছাহাবীর উদ্দেশ্য রাসূলের ৫টি অছিয়ত

قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْصِنِي فَقَالَ أَوْصِيكَ بِالِدْعَاءِ فَإِنَّ مَعَهُ الْإِجَابَةَ وَعَلَيْكَ بِالشُّكْرِ فَإِنَّ مَعَهُ الزِّيَادَةَ وَأَنْتَ هَاكَ عَنِ الْمَكْرِ فَإِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمَكْرَ السَّبِيءُ إِلَّا بِأَهْلِهِ وَعَنِ الْبَغْيِ مَنْ بَغَى عَلَيْهِ نَصَرَهُ اللَّهُ وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَبْغُضَ مُؤْمِنًا أَوْ تُعِينَ عَلَيْهِ.

এক ব্যক্তি (সাহাবী) রাসূলের কাছে আবেদন করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার উদ্দেশ্য কিছু অছিয়ত করুন। রাসূল ﷺ বললেন—

১. তোমাকে আমি (আল্লাহর কাছে) দু'আ করার অছিয়ত করছি। কেননা (আল্লাহ) দু'আ কবুল করেন।
২. তোমাকে শোকরের অছিয়ত করছি। কেননা শোকর (আল্লাহর) নিয়ামত বৃদ্ধি করে।
৩. আমি তোমাকে কূট-কৌশল থেকে নিষেধ করছি। কেননা তা দ্বারা সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৪. আমি তোমাকে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করছি। কেননা যার সাথে সীমা লংঘনের আচরণ করা হয় তাকে আল্লাহ সাহায্য করেন।
৫. খবরদার তুমি কোন মুমিনের সাথে যেমন শত্রুতা করবেনা, তেমনি তার ক্ষতিও করবেনা।

২৮. রাগ না করা ও গালি না দেয়ার ব্যাপারে জনৈক ছাহাবীকে রাসূলের অছিয়ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ কে বললেন, রাসূল (সা) আপনি আমাকে অছিয়ত করুন। রাসূল (সা) বললেন, তুমি কখনও রাগ করবে না, লোকটি বার বার অছিয়ত করার কথা বলতে থাকলে রাসূলও বার বার বলছিলেন, তুমি কখনও রাগ করবে না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর প্রিয় রাসূল সকলকে একই অছিয়ত করেন নি, বরং প্রশ্নকারীর অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিভিন্ন সময় প্রশ্নকারীকে অছিয়ত করেছেন। কখনও কখনও প্রিয় নবী ﷺ কোন কোন ছাহাবীকে সন্মোদন করে নিজেই বিভিন্ন বিষয় অছিয়ত করেছেন। আবার কখনও কখনও ছাহাবী নিজেই রাসূলের কাছে অছিয়ত কামনা করায় কামনাকারীর উদ্দেশ্যে রাসূল অছিয়ত করেছেন। আলোচ্য হাদীসের অছিয়ত ছিল ছাহাবীর আকাঙ্ক্ষার জবাব।

রাগ অনেক সময় মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। ফলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়, যার জন্য পরে অনুতপ্ত হতে হয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাগ সংবরণকারী ও ক্রটি ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَالْكُذِّبِينَ الْغَائِبِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

যারা রাগ সংবরণ করে এবং লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল-ইমরান : আয়াত-১৩৪)

আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন-

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ.

আর আমার যেসব বান্দারা অশ্লীল কাজ ও কবীরা গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকে আর রাগের মাধ্যমে লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়। (সূরা গুরা : আয়াত-৩৭)

রাগ প্রসঙ্গে নিম্নে আরও একটি হাদীস পেশ করা হল-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ  
بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, কুস্তীতে জিতে বীর হওয়া যায় না। প্রকৃত বীর হল সে যে, রাগের মাথায় নিজের নফসকে সামলাতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

২৯. পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ  
يُؤْصِيكُمْ بِأَبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ  
يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُؤْصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ  
يُؤْصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ.

মিকদাম বিন মাদিকারাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্য আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন। অবশ্য আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে, আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে, আল্লাহ অছিয়ত করেছেন তোমাদের মায়েদের ব্যাপারে। আরও অছিয়ত করেছেন নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে।

(ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে ইমাম আহমদ)

ইমাম বুখারীও আদাবুল-মুফরাদে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যা : হাদীসে শ্রিয় নবী ﷺ আল্লাহ রাক্বুল আলামীন মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে পিতা-মাতা ও নিকটতমদের ব্যাপারে যে অছিয়ত করেছেন তার উল্লেখ করেছেন। এখানে রাসূল ﷺ নিজের অছিয়তের কথা বলেননি। অবশ্য রাসূল ও আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া নিজ থেকে কোন অছিয়ত করেননি।

পিতা-মাতা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ  
وَفِصْلُهُ فِىٰ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ.

আমি মানব জাতিকে অছিয়ত করেছি তাদের পিতা-মাতার ব্যাপারে। তার মা তাকে কষ্টের পরে কষ্ট করে বহন করেছে আর তাকে বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করেছেন পূর্ণ দু'বছর। সুতরাং আমার শোকর আদায় কর, আর শোকর আদায় কর পিতা-মাতার। পরিণামে তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়দের ব্যাপারে আল্লাহ্ রাসূল আলামীন কুরআনে আরও বলেছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

মৃত্যুকালে তোমরা যদি কোন মাল (সম্পদ) রেখে যাও, তাহলে তোমাদের জন্য পিতা-মাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য ইনসাফ মোতাবেক ঐ মালে অছিয়ত ফরজ করা হল। মুত্তাকিনদের জন্য এটাকে হক করে দেয়া হল।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮০)

অবশ্য মিরাসের আয়াত বা হুকুম নাযিল হওয়ার পর ওয়ারিসদের জন্য অছিয়ত বাতিল হলেও ওয়ারিসের বাইরে নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে বাতিল হয়নি।

পিতা-মাতার হকের পরেই হল নিকট আত্মীয়দের হক। কুরআন হাদীসের পরিভাষায় এদেরকে আকরাব বলা হয়েছে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বারবার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাকে দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ হতে সৃষ্টি করেছেন। আর ঐ একই ব্যক্তি হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছিলেন। অতঃপর এই উভয়ের মাধ্যমে অজস্র পুরুষ ও নারী সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা ঐ আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা (পরস্পর পরস্পরের) হক কামনা করে থাক, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। (সূরা নিসা : আয়াত-১)

ব্যাখ্যা : এখানে আব্দুল্লাহ্ গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ্যে করে সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখা ফরয এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম বা গুনাহে কবীরা। রাসূলের হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আত্মীয়দের পরস্পরের হকের শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে রাসূল ﷺ একটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, তা হল : **الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ**

অর্থাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে যে কত নিকটে তার হক তত বেশি।

আত্মীয় হওয়ার কারণে আপন ভাই এবং চাচাতো ভাই উভয়েরই হক আছে। তবে আপন ভাইয়ের হক চাচাতো ভাইয়ের হকের চেয়ে বেশি। অনুরূপভাবে আপন চাচা এবং চাচাতো চাচার হক।

রাসূল ﷺ পবিত্র হাদীসে উল্লেখ করেছেন—

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ—

সালমান বিন আমের (রা) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মিসকিনকে কেউ কিছু দান করলে শুধু দানের ছওয়াবই পাবে। আর আত্মীয়কে দান করলে দানের ছওয়াব এবং আত্মীয়তার হক আদায় করার ছওয়াব পাবে। (জিরমিযী)

রাসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে বলেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالَّذِي بَعَثْنِي بِالْحَقِّ لَأَقْبِلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَلْتِهِ وَيَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِمْ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল ﷺ বলেন, হে মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতগণ! আমি সেই আব্দুল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আমাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ সেই ব্যক্তির দান কিছতেই কবুল করবেন না, যে তার অভাবী এবং তার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী আত্মীয়কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দান

করে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ঐ ব্যক্তির দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফিরেও তাকাবেন না। (আত-তারগীব)

হাকীম বিন হিয়াম (রা) হতে আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে-

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ - قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে কোন দানটি সবচেয়ে বেশি প্রিয়? রাসূল ﷺ জওয়াবে বললেন, দুর্ব্যবহারকারী আত্মীয়কে যা দান করা হয়। (দারেমী)

ব্যাখ্যা : কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশাবলি যদি সবাই মেনে চলে তা হলে গোটা মানব সমাজই একটি অভিন্ন কল্যাণকর সমাজে পরিণত হয়। কেননা দুনিয়ার কোন মানুষই আত্মীয় ছাড়া নেই।

প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا زَالَ جِبْرِيلُ  
يُؤْصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيَنِي .

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিনয়তই জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে আমাকে অছিয়ত করছিলেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, হয়ত প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে আল্লাহর রাসূল কোন ছাহাবীকে অছিয়ত করেননি। বরং জিবরাঈল (আ) স্বয়ং রাসূলকে অছিয়ত করেছেন। আর এ অছিয়ত জিবরাঈল (আ) একবার দুইবার করেননি। বরং বারবার করেছেন। যার ফলে রাসূলের ধারণা এসেছিল যে, হয়ত আল্লাহ প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঘোষণা করবেন।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رَضِيَ) قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي (ص) بِثَلَاثٍ - أَسْمَعُ  
وَأَطِيعُ وَكَلِّ لِعَبْدٍ مُجَدِّعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرْقًا فَكْثِرْ مِنْهُ

مَرَقَهَا ثُمَّ انظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مَنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَرُوفٍ  
وَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا .

আবু জার (রা) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধু আমাকে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করেছেন। অঙ্গহীন কোন দাসকেও যদি আমি রাখি তাহলে তার আনুগত্য করতে। আর সালাত পাকালে পরিমাণে একটু বেশি পাকাতে যাতে করে আমি প্রতিবেশীকে তা হতে উত্তমভাবে দিতে পারি। আর তিনি আমাকে সালাত ওয়াস্ত মোতাবেক আদায় করতে বলেছেন।

কুরআনে হাকিমে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন তিন প্রকারের প্রতিবেশীদের বর্ণনা দিয়ে তাদের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ  
الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ -

আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর পিতা-মাতার প্রতি ইহসান কর। ইহসান কর নিকট আত্মীয়, ইয়াতিম ও মিসকিনদের উপরে। আর ইহসান করবে আত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ব প্রতিবেশী ও সফর সঙ্গীর প্রতি। (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

ব্যাখ্যা : এখানে তিন শ্রেণীর প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। ১. আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. অনাত্মীয় প্রতিবেশী ও ৩. সফরকালীন সফরসঙ্গী অর্থাৎ খণ্ডকালীন প্রতিবেশী। আলোচিত তিন প্রকারের প্রতিবেশীর সাথেই উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ আলেমগণ অন্যভাবে প্রতিবেশীকে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন।

১. আত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী, এর হক হল তিনটি। আত্মীয়ের হক, ইসলামের হক ও প্রতিবেশীর হক।
২. অনাত্মীয় মুসলিম প্রতিবেশী। এর হল দু'টি হক : প্রতিবেশী হওয়ার হক ও মুসলমান হওয়ার হক।
৩. অমুসলিম প্রতিবেশী। এর হক একটি, তাহল প্রতিবেশী হওয়ার হক।

নাফে ইবনে হারিস হতে প্রতিবেশী সম্পর্কে নিম্নলিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ نَافِعِ بْنِ حَارِثٍ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مِنْ سَعَادَةِ  
الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ  
الْهَنَى -

নাফে ইবনে হারিস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সেই মুসলিম ব্যক্তি ভাগ্যবান যার বাড়ী প্রশস্ত, যার প্রতিবেশী নেককার ও যার সোয়ারী উত্তম।

(আদাবুল মুকরাদ)

রাসূল ﷺ আলাহুর কাছে নিম্নে বর্ণিত দু'আ করতেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاةِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ  
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ এর দু'আর মধ্যে এই দু'আটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার বাসস্থান সংলগ্ন খারাপ প্রতিবেশী হতে আমাকে বাঁচাও।

রাসূল ﷺ আরো এক হাদীসে বলেন-

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أذى جَارَهُ فَقَدْ  
أَذَانِي وَمَنْ أذَانِي فَقَدْ أذى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ -

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল সে যেন আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিল। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةً  
تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ وَتَتَصَدَّقُ وَتُرْزَى جِيرَانَهَا  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَقَالُوا



فَلَأَن تَصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ وَتَتَصَدَّقَ بِأَثْوَارِ أَقْطِ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূলকে ﷺ এমন এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে রাত্রি জেগে সালাত পড়ে এবং দিনে রোযা রাখে, আর সে ভাল কাজ করে এবং দান খয়রাতও করে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল ﷺ বললেন, ঐ মহিলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামী। লোকেরা বললেন, রাসূল আর একজন মহিলা আছে সে ফরজ সালাত পড়ে, কিছু দান খয়রাতও করে তবে সে কাউকে (প্রতিবেশীকে) কষ্ট দেয় না। রাসূল বললেন, এই মহিলা জান্নাতী। (বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

৩০. মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ الْجُشَمِيِّ (رَضِيَ) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ  
فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ  
وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ  
عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا إِلَّا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا.

আমর বিন আহওয়াস জুসামি (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলের কাছ হতে (প্রথমত) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, গুণকীর্তন ও (জনতার উদ্দেশ্যে) ওয়াজ নছিহতের বাণী শুনলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, সাবধান, তোমরা আমার কাছ হতে মহিলাদের সাথে উত্তম আচরণের অছিয়ত শুনে নাও। তারা তো তোমাদের কাছে প্রায় বন্দিণীর মত। স্ত্রীত্বের অধিকার ছাড়া তোমরা তাদের (সবকিছুর) মালিক নও। তবে হ্যাঁ তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় আর যদি এ ধরনের লিপ্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে ঠিক পথে

আনার জন্য বিছানা আলাদা কর। আর আহত না করে তাদেরকে কিছু মারার শাস্তি দাও। যদি এতটুকুতে তারা ঠিক হয়ে যায় এবং আনুগত্য করে, তাহলে তাদের সাথে কঠোর আচরণের আর কোন বাহানা খুঁজবেনা। মনে রেখ, তোমাদের যেমন তোমাদের স্বীদের উপরে অধিকার আছে, তেমনি তোমাদের স্বীদেরও তোমাদের উপরে অধিকার আছে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসটি রাসূল ﷺ -এর বিদায় হজ্জের বিদায়ী ভাষণের একটি অংশ মাত্র। যে অংশে রাসূল ﷺ বিশেষভাবে মহিলাদের ব্যাপারে উন্নতকে অছিয়ত করেছিলেন। রাবীর বর্ণনায়ও এর ইংগিত আছে। যেমন তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ তাঁর ভাষণের সূচনায় আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করলেন। এরপর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে নছিহত করলেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ছাহাবী এখানে রাসূল কোন ভাষায় আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন তা যেমন বলেননি, তেমনি তিনি উপস্থিতিতে সামনে রেখে কি কি নছিহত করেছিলেন তাও তিনি বর্ণনা করেননি। তিনি বিশেষ গুরুত্বের কারণে মহিলা সম্পর্কীয় রাসূলের অছিয়তের অংশটাই শুধু বর্ণনা করেছেন।

ইসলামের পূর্বে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্ম নারীদেরকে চরমভাবে অধিকার বঞ্চিত রেখেছিল। আরবের জাহেলী সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত দাফন করার নজিরও ছিল। এ ধরনের অবস্থার মধ্যে ইসলামের শেষ নবী এসে নারীদেরকে মুক্তির বাণী শুনােলেন। পুরুষদের মানসিকভাবে যেমন নারীদের অধিকার দিতে প্রস্তুত করলেন। তেমনি নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান জারী করলেন। বিদায় হজ্জের বিদায়ী বক্তব্যও প্রমাণ করে যে, নারীদের অধিকারের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল্লাহ্ রাসূল আলামীন পবিত্র কুরআনে মহিলাদের প্রশংসা বলতে গিয়ে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

তোমরা তাদের সাথে উত্তমভাবে জীবন যাপন কর। (সূরা নিসা : আয়াত-১৯)  
আল্লাহ্ নারী- পুরুষের সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ .

নারীরা তোমাদের পোশাকস্বরূপ আর তোমরাও নারীদের পোশাকস্বরূপ।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল উপমা আর হতে পারেনা। মানুষের পোশাক বা আচ্ছাদন প্রথমত তার অংগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, দ্বিতীয়ত তার গোপন্য আবৃত রাখে, আর তৃতীয়ত তার শরীরকে গ্রীষ্ম ও শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। ঠিক অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বামীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে যতটা সম্ভব বাঁচায়। স্বামীও স্ত্রীর ব্যাপারে উপরোক্ত ভূমিকা পালন করবে। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবন মধুময় ও কল্যাণকর হবে।

কুরআন ও হাদীসে পিতা মাতার হকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে মায়ের হক পিতার হকের চেয়ে অধিক বলে ঘোষণা হয়েছে। কন্যা সন্তানকে উত্তমভাবে লালন-পালনকারী পিতা-মাতাকে আল্লাহর রাসূল বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। মহিলাদের সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ দুটি হাদীস পেশ করা হলো।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ إِلَى نِسَانِهِمْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে সেই পূর্ণতা লাভ করেছে যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সে-ই ভাল যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল। (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَاصٍ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَدُّنِيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

আবুদদ্বাহ ইবনে আমর বিন আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, দুনিয়া সবকিছুই সম্পদ, আর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হল নেককার স্ত্রী। (মুসলিম)

মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর অহিয়ত

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السَّوَّكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَنِي جَبْرِئِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسَّوَّكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى

أُمِّيَّ وَكَوْلَايَ إِتَىٰ أَخَافُ أَشُقُّ عَلَىٰ أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ عَلَيْهِمْ وَإِنِّي  
لَأَسْتَاكُ حَتَّىٰ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَحْفَىٰ مَقَادِمَ قَمِيٍّ.

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা মিসওয়াক কর। কেননা মিসওয়াকের সাহায্যে যেমন মুখ পবিত্র হয়, তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টিও লাভ হয়। জিবরাঈল (আ) এসে প্রতিনিয়তই আমাকে মিসওয়াকের জন্য অছিয়ত করতেন। এমন কি আমার আশংকা হয়েছিল যে, হয়ত বা মিসওয়াক করা আমার ও আমার উম্মতের জন্য ফরজ করা হবে। আমার উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহলে তাদের জন্য মিসওয়াক ব্যবহার ফরজ করে দিতাম। আর আমি এত অধিকবার মিসওয়াক ব্যবহার করি, যার ফলে আমার মুখের অর্ধভাগ আহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। (ইবনে মাজাহ)

মিসওয়াক সম্পর্কে রাসূলের ﷺ নিম্নে দু'টি হাদীস উপস্থাপন করা হল,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَوْلَا أَنْ أَشُقُّ  
عَلَىٰ أُمَّتِي لَا مَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য যদি কঠিন না হতো, তাহলে আমি তাদেরকে প্রতি সালাতের ওয়াক্তে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

عَنِ الْعَبَّاسِ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَىٰ  
أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضَ  
عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ.

আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হলে প্রতি সালাতের ওয়াক্তে মিসওয়াক কাজ ফরজ করে দিতাম। যেমনভাবে অজু ফরজ করা হয়েছে। (বায়হাকি)

ব্যাখ্যা : রাসূলকে জিবরাইল (আ)-এর অছিয়তের হাদীসসহ মিসওয়াক প্রসঙ্গে এত অধিক হাদীস এসেছে যার সংখ্যা অগণিত। এজন্যই সমস্ত ইমামদের ঐক্যমতে মিসওয়াক সূনাতে মুয়াক্কাদাহ। প্রথম হাদীসে রাসূল ﷺ কে বারবার জিবরাইলের (আ) অছিয়তের কারণে এক সময় রাসূল ধারণা করছিলেন যে,

হয়তো মিসওয়াক করাকে ফরজ করা হবে। এ দ্বারাই মিসওয়াকের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। কুরআনে কারিমে আদ্বাহ্ রাক্বুল আলামীন বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .

আদ্বাহ্ রাক্বুল আলামীন তওবাকারীকে ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন লোকদেরকে ভালবাসেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-২২২)

হাদীস ও ফিকহের কিতাবে বহু পৃষ্ঠা জুড়ে তাহারা বা পবিত্রতার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ .

পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

সালাত ঠিকমত আদায়ের জন্য পবিত্রতাকে শর্ত করা হয়েছে। যেমন সালাতীর শরীর পবিত্র হওয়া, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র হওয়া এবং যেখানে দাঁড়িয়ে সালাতীর আদায় করবে সে জায়গা পবিত্র হওয়া সালাত ফরজসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্যে মুখ হল অন্যতম। মুখের সাহায্যে খেতে হয়, কথা বলতে হয় এবং সালাত দাঁড়িয়ে, কেয়ায়াত, তসবীহ, দোয়া দু'আ ইত্যাদি পড়তে হয়। মুখের অন্যতম অংশ হল দাঁত। দাঁত পরিষ্কার না থাকলে মুখ পরিষ্কার থাকে না। সাধারণত খাদ্যের কণা দাঁতের গোড়ালিতে আটকে থাকে। ঠিকমত মিসওয়াকের সাহায্যে দাঁতের গোড়ালি পরিষ্কার না করলে পঁচা খাদ্যের কণা পুনরায় খাদ্য গ্রহণের সময় পেটে গিয়ে বদ হজমের সৃষ্টি করে। মুখে দুর্গন্ধ হয় দাঁতের গোড়ালীতে রোগের সৃষ্টি করে। তাছাড়া দাঁতের সাথে হৃদয়, চোখ ও ব্রেনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ জন্যই আদ্বাহ্ নবী তাঁর উম্মতকে দিন ও রাতে বহুবার দাঁত পরিষ্কার করার তাকিদ দিয়েছেন।

রাসূলের সময় যেহেতু ব্রাশ ছিল না তাই রাসূল ﷺ এবং ছাহাবায়ে কেলাম গাছের ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।

মিসওয়াক কতবার এবং কখন ব্যবহার করবে এ ব্যাপারেও হাদীস মওজুদ আছে। যেমন উপরের বর্ণিত হাদীসে প্রতিবার অযুর সময় বা সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসে ঘরে

প্রবেশের সাথে সাথে এবং ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পরপর রাসূলের মিসওয়াক করার বিবরণ আছে। যেমন-

عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ  
(رضي) بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَأَ إِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ قَالَتْ  
بِالسَّوَاكِ .

মিকদাদ বিন মুরায়হ বিন হানি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূল ঘরে প্রবেশের করার পর প্রথম কি কাজ করতেন? তিনি জওয়াবে বললেন, রাসূল প্রথম মিসওয়াক করতেন। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ (رضي) قَالَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ  
فَأَسْتَبِقُظُ إِلَّا بِتَسْوُكٍ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, অযু করার পূর্বে তিনি মিসওয়াক করে নিতেন।

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত দু'টি হাদীসের মাধ্যমে অতিরিক্ত জানা গেল যে, রাসূল সালাতের ওয়াক্ত ছাড়াও ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করতেন।

কারো কারো মতে রোযার দিন বিকালে মিসওয়াক না করা উত্তম। এমত আসলে ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নে দু'টি হাদীস উল্লেখ করা হল-

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ (رضي) قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ  
وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أَحْصَى وَلَا أَعُدُّ .

আমের বিন রাবিয়া (রা) বলেন, আমি রোযা অবস্থায় রাসূলকে ﷺ অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি। (বুখারী, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رضي) أَنَّهُ قَالَ يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَوَّلَ  
النَّهَارِ وَأَخْرَهُ -

আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) বলেন, রোযাদার দিনের প্রথম অংশেও মিসওয়াক করবে এবং শেষ অংশেও। (বুখারী)

### ৩১. মহান আল্লাহর পক্ষ হতে শিয় নবীর উদ্দেশ্যে ৯টি অছিয়ত

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ صَانِي رَبِّي بِتَسْعِ بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ  
وَالْعَلَانِيَةِ وَيَالْعَدْلِ بِالرِّضَا وَالْقَضْبِ وَيَالْقَضْدِ بِالْغِنَى  
وَالْفَقْرِ وَأَنْ أَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأُعْطَى مَنْ حَرَمَنِي وَأَصِلُ مَنْ  
قَطَعَنِي وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً .

রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার রব আমাকে নয়টি বিষয় অছিয়ত করেছেন। ১. প্রকাশ্য কিম্বা গোপন সর্বাবস্থায় ইখলাসের অছিয়ত করেছেন। ২. স্বাভাবিক কিম্বা উভয় হালাতে সুবিচারের অছিয়ত করেছেন। ৩. অছিয়ত করেছেন পরিমিত ব্যয়ের, ধনী থাকি কিম্বা গরীব থাকাবস্থায়। ৪. যে আমার উপর জুলুম করবে তাকে ক্ষমা করতে বলেছেন। ৫. যে আমাকে বঞ্চিত করবে তাকে দিতে বলেছেন। ৬. আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। (আল্লাহ আরও অছিয়ত করেছেন) ৭. আমার চুপ থাকা যেন ধ্যানের কারণ হয়, ৮. জিহ্বা যেন সর্বদা জিকিরে থাকে এবং দৃষ্টি যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (বাহজাতুল মাজালেস)

### ৩২. ইলম শিক্ষার্থীদের প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رضي) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
سَيَأْتِيَكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ  
مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْنُوهُمْ .

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, অনতিবিলম্বে তোমাদের কাছে ইলম হাছিল করার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদেরকে দেখলে মারহাবা মারহাবা বলে অভিনন্দন জানাবে। আর বলবে, তোমাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ আমাদেরকে অছিয়ত করেছেন। আর তোমরা তাদেরকে ইলম শিখাবে। (ইবনে মাজাহ)

عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  
قَالَ مَرَحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَنَا إِنَّ  
النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَاتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ  
يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا.

আবু হারুন আবদী বলেন, আমরা যখন আবু সাইদ খুদরীর (রা) কাছে যেতাম, তখন তিনি বলতেন, আস আস তোমাদের জন্য প্রথমে রাসূল ﷺ এর অছিয়ত আছে। আমাদেরকে রাসূল ﷺ বলেছেন, লোকেরা তোমাদের (মদীনাবাসীদের) অনুসরণকারী হবে। আর তারা দ্বীনের ইলম হাছিল করার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ হতে তোমাদের কাছে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে তখন তোমরা তাদের সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা করবে। (অর্থাৎ সার্বিক ব্যবস্থাসহ তাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখাবে।)

ব্যাখ্যা : ইলম শিখার জন্য আল্লাহ্ রাসূল আলামীন ও তাঁর রাসূল বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। আল্লাহ্র সমস্ত নবীগণই ছিলেন আলেম। আল্লাহ্ স্বয়ং নবীদেরকে তালিম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন—

وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ .

অবশ্য আমি দাউদ ও সুলায়মানকে ইলম দান করেছিলাম। আর তারা (এর বিনিময়ে) বলেছিলেন, আমরা ঐ মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দার উপর আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন।

(সূরা নামল : আয়াত-১৫)

রাসূল ﷺ কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন—

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ  
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا .

তোমার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছি। আর তুমি যা জানতে না তা তোমাকে আমি শিখিয়েছি। আর তোমার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ অপ্রতুল।

(সূরা নিছা : আয়াত-১১৩)



আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে আরও বলেন—

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .

যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তাদের জন্যই হল মর্যাদা ।

(সূরা মুজাদালাহ : আয়াত-১১)

তিনি আরও বলেন—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

আপনি বলুন, কি হে যারা ইলম শিখেছে আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি কখনও বরাবর হতে পারে? (সূরা যুমার : আয়াত-৯)

রাসূলের উপর সর্বপ্রথম কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত নাখিল হয়েছিল তা ছিল সূরা আলাকের অংশ। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন পড়া এবং ইলম ও কলমের কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনে কারীমের একটি সূরার নাম সূরা কলম রাখা হয়েছে।

রাসূল ﷺ ইলম শিক্ষা ও শিখাবার উপর গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে রাসূলের এ সম্পর্কীয় কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رضي) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَضَّلْتُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَلْتُ عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةِ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحَوْتِ لِيُصَلُّوا عَلَيَّ مَعْلِمِي النَّاسِ الْخَيْرَ .

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, একজন আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর আমার মর্যাদা সমতুল্য। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, স্বয়ং আল্লাহ, আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং আসমান জমিনের সমস্ত অধিবাসীরা এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মাছ পর্যন্ত ইলম শিক্ষা দানকারীর জন্য দু'আ করে। (তিরমিযী)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضي) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى

الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَّالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ  
 الْعَالِمِ لَيَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى  
 الْحِثَّانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ  
 عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ  
 لَمْ يَمُوتُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثَتِ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ  
 بِخَطِّهِ وَأَفْرِ .

আবু দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে লোক ইলম অর্জনের জন্য পথ ধরল, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন। আর ফেরেশতাগণ ইলম অন্বেষণকারীর সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেয়। তার জন্য আসমান- জমীনের অধিবাসীরা এমন কি পানির মধ্যে মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার কামনা করে। একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদের উপরে যেমন চন্দ্রের মর্যাদা তারকারাজীর উপরে। আর আলেমগণ হল নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ (উত্তরাধিকারীদের জন্য) টাকা পয়সা রেখে যান না, রেখে যান ইলম। যিনি ইলম শিখলেন তিনি পূর্ণ নিয়ামত লাভ করলেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহর প্রিয় পয়গম্বর আলেমদের পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল : যে ইলম অর্জনের জন্য পথ অতিক্রম করবে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দিবেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল : ফেরেশতাগণ তার সম্মানে তাদের পাখা বিছিয়ে দেবে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল : আলেমের গুনাহ মাফের জন্য আসমান- জমীনের অধিবাসী এমনকি পানির মধ্যের মাছ পর্যন্ত ইসতিগফার কামনা করে।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল : তারকাসমূহের তুলনায় চন্দ্রের যে মর্যাদা ঠিক অনুরূপভাবে আবেদ ব্যক্তির উপরে আলেমের মর্যাদা হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল : আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।

আলেমগণ আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে যে কত মর্যাদাবান উপরোক্ত হাদীস দু'টির ভাষাই তার বাস্তব প্রমাণ। আল্লাহ রাক্বুল আলামীন খেলাফতের দায়িত্ব

পালন করার জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই দায়িত্ব সৃষ্টভাবে পালন করার জন্য ইলম অপরিহার্য।

আব্দুল্লাহর নবীগণ সকলেই ছিলেন আলেম। আব্দুল্লাহ কোন ইলমবিহীন লোককে নবী বানাননি। প্রশ্ন হতে পারে আদম (আ) কোথায় লিখাপড়া করেছেন, তাঁর পূর্বে তো পৃথিবীতে কোন মানুষ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। অনুরূপভাবে আখেরী নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তো কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। মনে রাখতে হবে প্রথম নবী আদম (আ) ও শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ কে আব্দুল্লাহ স্বয়ং নিজে তালিম দিয়েছেন। যেমন আব্দুল্লাহ বলেন-

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

আব্দুল্লাহ আদমকে যাবতীয় বস্তুর নামের ইলম দান করে সেসব বস্তুর নাম ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। (সূরা বাকারা : আয়াত-৩২)

মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বলেন-

وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

সর্বশক্তিমান সত্ত্বা তাঁকে তালিম দিয়েছেন। (সূরা আন-নাজম : আয়াত-৫)

আব্দুল্লাহ আরও বলেন-

عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

আর আব্দুল্লাহ তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না। আপনার প্রতি আব্দুল্লাহর দয়া অপারিসীম। (সূরা নিছা : আয়াত-১১৩)

আব্দুল্লাহ তায়ালার শিখাতে সময়ের প্রয়োজন হয় না, মুহূর্তে তিনি অনেক কিছুই শেখাতে পারেন। এটাকে তাসাউফের পরিভাষায় ইলমে লাদুনী বলা হয়। এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাহলো, আব্দুল্লাহ ও তাঁর ইলমকে ভাগ করেননি বরং ইলমকে আম অর্থাৎ সাধারণ রেখে ইলম শিখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ইলমে দ্বীন অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের ইলম যেমন ফরজ, তেমন কুরআন হাদীসের ইলম মোতাবেক সৃষ্টভাবে দুনিয়া পরিচালনার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা শিখাও ফরজ। আব্দুল্লাহ স্বয়ং আদমকে প্রথমেই যাবতীয় বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। কেননা এছাড়া খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া অক্ষরজ্ঞান এবং ভাষাজ্ঞানও মানব জাতির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং বস্তুর ইলম এবং অক্ষর ও ভাষার

ইলমও ফরজ। নবী করীম ﷺ বদর যুদ্ধের কামের বন্দীদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানত তাদেরকে মুসলমানদের লেখা ও পড়া শিক্ষা দেয়াটা যুদ্ধের মুক্তিপণ হিসেবে ধার্য করেছিলেন। আর এটা তো জানা কথা, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে ধীন ইলম শিখায়নি। উপরের উভয় ঘটনাই প্রমাণ করে ধীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে ইলম হাসিল করা অপরিহার্য।

ধীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে অপরিহার্য ইলম হাসিল করা ফরজে আইন; আর উচ্চতর ইলম হাসিল করে কিছু সংখ্যক মুসলমানের বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া। লক্ষ্য করার বিষয় যে, আব্দাহ ও তাঁর রাসূল ইলমকে ভাগ করে দেখাননি বরং আম রেখেছেন, যেমন আব্দাহ বলেন-

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

যারা ইলম শিখেছে তারা আর যারা ইলম শিখেনি এরা কি এক হতে পারে?

(সূরা জুময়া : আয়াত-৯)

রাসূল ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম পুরুষ-মহিলার জন্য ইলম হাসিল করা ফরজ। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীস এবং তার পূর্বে বর্ণিত পবিত্র কুরআনে ইলমকে ভাগ করা হয়নি। এছাড়াও আব্দাহ কুরআনে দাউদ (আ.) সম্পর্কে বলেন-

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ .

আমি তোমাদের জন্য দাউদকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করতে পারে। (সূরা আশ্বিয়া : আয়াত-৮০)

সুলায়মান (আ) আব্দাহ শোকর আদায় করতে গিয়ে বলেন, যা আব্দাহ নিম্নলিখিত ভাষায় কুরআনে বর্ণনা করেছেন-

بِأَيِّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ .

হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্ আমাকে পাখির ভাষা শিখিয়েছেন, আর তিনি আমাকে সবরকমের নিয়ামত দান করেছেন। অবশ্য এসব আল্লাহ্‌র দৃশ্যমান অনুগ্রহ।

(সূরা নামল : আয়াত-১৬)

এ ছাড়াও কোরআনে বর্ণিত আদম (আ)-কে বস্তুর নাম, গুণাগুণ ও ব্যবহারের ইলম দান করা, রাসূলের বদর যুদ্ধের শিক্ষিত মুশরিক বন্দীদের মুসলমানদেরকে শিক্ষাদানকে মুক্তিপণ ধার্য করা ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, ধীন ও দুনিয়ার অপরিহার্য ইলম অর্জন করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। তবে অধিক (জ্ঞান) অর্জন করে বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরজে কেফায়া, ফরজে আইন নয়।

৩৩. মুয়ায বিন জাবালের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর আরও ১০টি অছিয়ত

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَصِدْقِ الْحَدِيثِ وَوَفَاءِ الْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَتَرْكِ الْخِيَانَةِ وَحِفْظِ الْجَارِ وَرَحْمَةِ الْيَتِيمِ وَكَيْسَنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ السَّلَامِ وَحِفْظِ الْجَنَاحِ -

মুয়ায বিন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছিলেন, মুয়ায, আমি তোমাকে দশটি বিষয়ের অছিয়ত করছি—

১. তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা,
২. সত্য কথা বলা,
৩. ওয়াদাপূরণ করা,
৪. আমানত যথাস্থানে পৌছে দেয়া,
৫. খেয়ানত পরিহার করা,
৬. প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখা,
৭. ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা,
৮. নম্র ভাষায় কথা বলা,
৯. ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও
১০. বিনয়াবনত হওয়া। (বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : অধ্যায়ের শুরুতে মুয়ায (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলের ১০ দফা অছিয়াতের বিবরণ ব্যাখ্যা সহকারে এসেছে। উপরোক্ত হাদীসে মুয়াযের উদ্দেশ্যে প্রিয় রাসূলের আরও দশ দফা অছিয়াতের বিবরণ দেয়া হল। পূর্বেই বর্ণিত হাদীসের দশ দফা হতে প্রথম দফা ব্যতীত আর ৯ দফাই সম্পূর্ণ নতুন। পূর্বের হাদীসে ও বর্তমান আলোচিত হাদীসে তাকওয়ার অছিয়াতটি কমন, অর্থাৎ উভয় হাদীসে এসেছে। বাকী বর্তমান আলোচিত হাদীসে নয় দফা অছিয়াত নতুন প্রকৃতির, তবে সবকটি অছিয়াতই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

দ্বিতীয় হল সত্য কথা বলা, আল্লাহ রাক্বুল আলামীন সত্য বলাকে ফরজ করেছেন এবং মিথ্যা বলাকে হারাম ও গুনাহ কবিরা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন-

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ .

তোমরা সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। (সূরা তাওবা : আয়াত-১১৯)

তোমরা সত্য কথা তো বলবেই, বরং সত্যবাদীদের সাথে অবস্থান করবে। মিথ্যাবাদীদের সঙ্গ পরিহার করবে।

রাসূল ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضي) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الثَّبَرِ وَإِنَّ الثَّبَرَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ إِلَيْهِ صِدْقًا .

ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, সত্যবাদীতা লোকদেরকে নেক কাজের দিকে ধাবিত করে, আর নেক কাজ লোকদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক প্রতিনিয়তই যখন সত্য কথা বলতে থাকে, তখন সে আল্লাহ কাছে সিদ্দীক হিসেবে পরিগণিত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : সত্যবাদীতা মানুষের এমন একটি গুণ যা অব্যাহতভাবে মানুষকে নেক কাজের দিকে নিয়ে যায়। আবহমান কাল থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সত্যবাদীতা একটি মহৎ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অছিয়াত ছিল ওয়াদা পালন করা, আমানতের হেফায়ত করা ও খেয়ানত পরিহার করা প্রসঙ্গে। এ ব্যাপারে নিম্নে আল্লাহর রাসূলের একটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَرَعَ مَنْ كَانَ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعِدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ .

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, চারটি কুস্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে সন্দোহভীতভাবে খাঁটি মুনাফিক। আর এর কোন একটি যদি কারও মধ্যে থাকে, তাহলে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত ধরে নিতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব আছে। উক্ত চারটি কুস্বভাব হল—

১. তার কাছে কোন আমানত রাখা হলে সে তার ষিয়ানত করে।
২. সে যখন কথা বলে তা মিথ্যা বলে,
৩. ওয়াদা করলে সে তা ভঙ্গ করে,
৪. ঝগড়ার সময় আশালীন কথাবার্তা বলে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে ষষ্ঠ অছিয়ত ছিল প্রতিবেশীর হক প্রসঙ্গে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে উপরে এক জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। অত্র হাদীসে সপ্তম অছিয়ত ছিল ইয়াতিমের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন প্রসঙ্গে। ইয়াতিম হল সেই, অপ্রাপ্ত বয়সে যার পিতা মারা গেছে অথবা পিতা মাতা উভয়েই প্রাণ হারিয়েছে। ইয়াতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শনের এবং উত্তম আচরণের তাকিদ করে কুরআনে আদ্বাহ্ রাব্বুল আলামীন ও হাদীসে আদ্বাহ্ রাসূল বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূলের নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি এক্ষেত্রে খুবই প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَقَرَجَ بَيْنَهُمَا .

সাহাল ইবনে সায়াদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি এবং ইয়াতিম প্রতিপালনকারী এভাবেই বেহেশতে পাশাপাশি অবস্থান করব। একথা বলে তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুল সামান্য ফাঁক করে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা : ইয়াতিম প্রতিপালনকারী আদ্বাহ রাক্বুল আলামীনের যে কত প্রিয়, তারই দিকে ইশারা করলেন আদ্বাহর রাসূল ﷺ। অর্থাৎ মহান আদ্বাহ ইয়াতিমের প্রতিপালককে বেহেশতে নবী ﷺ এর কাছাকাছি অবস্থানের সুযোগ দিবেন।

প্রিয় রাসূল ﷺ আর এক হাদীসে বলেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ . يُحَسِّنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ بِسَاءَ إِلَيْهِ .

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের বাসস্থানের মধ্যে ঐ বাসস্থানটি সবচেয়ে উত্তম যে বাসস্থানে কোন ইয়াতিম বাস করে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। আর মুসলমানদের সেই বাসস্থানটি সবচেয়ে খারাপ যেখানে কোন ইয়াতিম বাস করে, আর তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়। (ইবনে মাজাহ)

মুয়াযের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ এর আলোচ্য হাদীসে অষ্টম অছিয়ত ছিল নম্র কথা বলা। অর্থাৎ লোকদের সাথে কথাবার্তার কঠোরতা পরিহার করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। কেননা মুসলমান মাত্রই দাওয়াত দানকারী তথা দায়ী। সে আদ্বাহর পথে অন্যকে দাওয়াত দিবে। আর দায়ীর ভাষা হবে মিষ্টি ও হৃদয়গ্রাহী। যাতে তার হৃদয়গ্রাহী ভাষা অন্যকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

হাদীসে নবম অছিয়ত ছিল ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেন, মুয়ায তুমি ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। রাসূল ﷺ এক হাদীসে বলেন—

عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .



আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রা) বলেন, আমি রাসূলকে ﷺ বলতে শুনেছি, হে লোকেরা! ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় কর। লোকদেরকে খানা দাও, আত্মীয়তার হক আদায় কর, আর এমন সময় সালাত আদায় কর যখন লোকেরা ঘুমে থাকে। তাহলে শান্তি সহকারে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী) রাসূল ﷺ অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْسُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর ঈমানদার হওয়ার জন্য (মুমিনদের) পরস্পর পরস্পরকে মহব্বত করতে হবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা পথ বাতাব, সে পথ অবলম্বন করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত বাড়বে? তা'হল তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালাম বিনিময় করবে। (মুসলিম)

কাকে সালাম দিবে এ প্রশ্নে রাসূলের নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (رضى) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ السَّلَامِ خَيْرٌ - قَالَ نَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرَأُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলামে কোন কাজটি সর্বোত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, লোকদেরকে খানা খাওয়াবে, আর পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

### ৩৪. আব্বাস (রা)-এর উদ্দেশ্যে রাসূলের ৯টি অছিয়ত

عَنْ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَادِّ الزَّكَاةَ وَصُمْ رَمَضَانَ وَحُجَّ وَأَعْتَمِرْ وَبِرِّ وَالِدَيْكَ وَصِلْ رَحِمَكَ وَأَقْرِ الضَّيْفَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, রাসূল ﷺ বললেন, ১. তুমি সালাতও কয়েম কর। ২. যাকাত দাও, ৩. রমযানের রোযা রাখ, ৪. হজ্ব ও উমরা আদায় কর, ৫. পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ কর, ৬. নিকটাত্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ, ৭. অতিথীদের সম্মান কর, ৮. লোককে ভাল কাজে নির্দেশ দাও, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখ, ৯. যেখানেই থাক না কেন ন্যায় ও সত্যের সাথে থাক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَجْمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী সে যেন আত্মীয়দের হক আদায় করে। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তি হয় ভাল কথা বলবে না হয় চুপ থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَانِزَتَهُ قَالُوا وَمَا جَانِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - قَالَ يَوْمٌ وَلَيْلَتُهُ .

আবু সুরাইহ আল আদাবী (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে জায়েযা

দিয়ে সম্মান করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! জায়েযা কি? রাসূল ﷺ বললেন, এক দিন ও এক রাত। (বুখারী ও মুসলিম)

আলোচ্য হাদীসে দশম এবং শেষ অছিয়তটি ছিল আমার বিল মারূপ ও নাহি আনিল মুনকারের ব্যাপারে; অর্থাৎ সৎ কাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ হতে লোককে বিরত রাখা প্রসঙ্গে। এ কাজটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। যেমন আল্লাহ বলেন-

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উভয়ই পরস্পরের বন্ধু, তাদের কর্তব্য হল, লোকদের সৎকাজের নির্দেশ দান ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আরও বলেন- (সূরা তাওবা : আয়াত-৭১)

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

যদি আমি তাদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীর কোন অংশে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা সেখানে সালাত কয়েম করবে, যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশনা দান করবে ও অন্যায় কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। (সূরা হজ্জ : আয়াত-৪১)

রাসূলের একটি হাদীস এ প্রসঙ্গে নিম্নে দেয়া হল,

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانَ (رضي) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي  
نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ  
لَيُؤْثِرَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ فَتَدْعُوهُ فَلَا  
يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমার সৎ কাজের নির্দেশ দিবে, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখবে। নতুবা আল্লাহর পক্ষ হতে অচিরেই তোমাদের উপরে আজাব নাযিল হবে।

অতঃপর (তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) তোমরা দু'আ করবে। কিন্তু তোমাদের সে দু'আ কবুল করা হবে না। (তিরমিযী)

খলিফাদের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رضي) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَوْصِيَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَوْصِيَهُ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْظَمَ كِبِيرُهُمْ وَيُرْحَمَ صَغِيرُهُمْ وَيُوقَرَ عَالِمُهُمْ وَأَنْ لَا يَضْرِبَهُمْ فَيَذُلَّهُمْ وَلَا يُوْحَشَهُمْ فَيَكْفُرَهُمْ وَأَنْ لَا يَغْلِقَ بَابَهُمْ دُونَهُمْ فَيَأْكُلُ قَوْبَهُمْ ضَعِيفُهُمْ -

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি আমার পরবর্তী খলিফাদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার অছিয়ত করছি। অছিয়ত করছি আমি তাদেরকে মুসলমান জনগণ সম্পর্কে। তারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং আলেমদেরকে মর্যাদার চোখে দেখে। আর তাদের এমন ক্ষতি করবে না যাতে তাদেরকে লোকেরা লাঞ্ছিত করে। আর তাদেরকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না যাতে তারা বিদ্রোহ করে। খলিফারা যেন তাদের প্রবেশদ্বার জনগণের জন্য রুদ্ধ করে না রাখে। যার ফলে সবলেরা দুর্বলকে নির্মূল করবে। (বায়হাকী ও জামে সগীর)

ব্যাখ্যা : হাদীসে খলিফা বলতে রাসূলের খলিফা (স্থলাভিষিক্ত) বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা রাসূলের পরে উম্মতের দায়িত্ব প্রাপ্ত আমির হবেন। রাসূল ﷺ তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে নিজের জীবদ্দশায়ই সাবধান করে গেছেন। প্রথমত : আল্লাহর প্রিয় নবী খলিফাদেরকে তাকওয়া অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা তাকওয়ার ভিত্তিতে নিরূপণ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

অবশ্য আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাশীল যে সর্বাধিক মুত্তাকী। উম্মতের কাণ্ডারী বা পরিচালক সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির হওয়া উচিত। অতঃপর খলিফা সাধারণ মুসলমানদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে, রাসূল ﷺ তার নির্দেশ দিয়েছেন। খলিফারা যেন বড়দেরকে সম্মান করে, ছোটদের প্রতি স্নেহের আচরণ করে এবং আলেমদেরকে যেন সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে। রাসূলের

উপরোক্ত অছিয়ত বিশেষভাবে খলিফাদের জন্য হলেও, সমস্ত উম্মতের জন্যই এটা প্রযোজ্য। যেমন রাসূল ﷺ হাদীসে বলেছেন-

عَنْ أَنَسٍ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا  
وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا-

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে বড়দেরকে সম্মান করে না আর ছোটদেরকে স্নেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়। (তিরমিযী)

জনগণ যাতে খলিফার আচরণে রুষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ না করে সে ব্যাপারে রাসূল ﷺ সাবধান করেছেন। আরও সাবধান করেছেন জনগণের সমস্যা সম্পর্কে যেন তারা উদাসীন না থাকে। বরং জনসাধারণ যাতে তাদের সমস্যা খলিফা পর্যন্ত পৌছাতে পারে তার ব্যবস্থা রাখে।

আনসারদের শ্রসঙ্গে রাসূল ﷺ-এর অছিয়ত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضى) يَقُولُ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ (رضى)  
بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ؟  
قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ  
فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ  
حَاشِيَةً بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمَنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ  
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَوْصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ  
كَرْشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضُوا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ  
فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مَسِيئَتِهِمْ.

আনাস বিন মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আবু বকর ও আব্বাস (রা) আনসারদের একটি সমাবেশের কাছ থেকে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন আনসাররা কাঁদছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেন কাঁদছেন? বললেন, আমাদের সাথে রাসূলের মজলিসসমূহের কথা মনে করে আমরা কাঁদছি। তাঁরা এ ঘটনার কথা রাসূলের কানে পৌছে দিলেন। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাতই একখানা রুমাল মাথায় বেঁধে বের হয়ে পড়লেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে মিশরে উঠলেন। এরপর আর রাসূল ﷺ মিশরে উঠার সুযোগ

পাননি। রাসূল ﷺ আল্লাহ্ তায়ালায় প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে অছিয়ত করছি। কেননা তারাই আমার খাদ্য ও আবাসনের ব্যবস্থাকারী ছিল। তারা তাদের দেনা (দায়িত্ব) পুরোপুরি শোধ করেছে। কিন্তু তাদের পাওনা বাকী রয়ে গেছে। তোমরা তাদের উত্তম কাজের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের ক্রটিসমূহ ক্ষমার চোখে দেখবে। (বুখারী)

অপর এক রেওয়াজাতে বা বিবরণে আছে, রাসূল ﷺ বললেন, হে জনমণ্ডলী! মদীনায় অন্য লোকদের আধিক্য ঘটবে আর আনসারদের সংখ্যা কমে থাকবে। এমনকি তাদের সংখ্যা খাদ্যে লবণ পরিমাণের ন্যায় হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে-ই দণ্ডমুণ্ডের মালিক হবে সে যেন আনসারদের নেক কাজের মূল্যায়ন করে এবং তাদের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেয়।

ব্যাখ্যা : হাদীসের বিবরণ হতে বুঝা যায়, রাসূল ﷺ এর তিরোধানের মাত্র কয়েকদিন আগে এ ঘটনা ঘটেছিল। কেননা, রাবী বলেন, এরপর আর রাসূল ﷺ মিশরে উঠে বক্তব্য দেয়ার সময় বা সুযোগ পাননি। এটা ছিল রাসূলের বিদায় হজ্জ হতে ফিরে আসার পরবর্তী ঘটনা। রাসূলের হাবভাব ও কথাবার্তা থেকে আনসাররা অনুভব করছিলেন রাসূল ﷺ আর কয়কদিনই আমাদের মাঝে আছেন। সুতরাং আমরা আর রাসূলকে আমাদের মজলিসে পাচ্ছি না। একথা মনে করে আনসারগণ কঁদছিলেন। আবু বকরের মাধ্যমে এ খবর প্রিয় নবী ﷺ শনে তৎক্ষণাতই আনসারদের সমাবেশে এসে মিশরে উঠে বক্তব্য দিলেন। যে বক্তব্য উপরে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। বক্তব্যটি মসজিদে নববীতে ছিল বিধায় রাসূল ﷺ মিশরে উঠে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। রাসূল বললেন, ইসলামের জন্য আনসারদের এত অবদান যার দেনা এখনও পরিশোধ হয়নি। তারাই দুনিয়ার সর্বপ্রথম আশ্রয়হীন মুসলমানদের খাদ্য ও আবাসন দিয়েছিলেন। আর তারাই ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা করে দিয়েছিলেন।

রাসূল এই বলে খলিফা বা শাসকদের অছিয়ত করলেন যে, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হতে মুসলমানরা এসে মদীনায় বসতি স্থাপন করবে। ফলে তাদের ভুলনায় আনসারদের সংখ্যা কমে থাকবে। সুতরাং সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে তারা যেন তাদের হক হতে বঞ্চিত না হয়।

আনসারদের সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর উপরোক্ত অছিয়ত আনসারদের মর্যাদার সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষী।

ইমাম বুখারী আনাস (রা) হতে একটি হাদীস নিম্নলিখিত মর্মে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقَطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا لَا إِلَّا أَنْ تُقَطَعَ لِأَخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا قَالَ إِمَّا لَا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أثرَةٌ .

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী ﷺ আনসারদেরকে ডাকলেন এবং তাদেরকে বাহরাইনকে গণিমত হিসেবে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আনসারগণ বললেন, না রাসূল, আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে অনুরূপ কিছু না দিয়ে আমাদেরকে দিবেন না। রাসূল বললেন, ঠিক আছে, তোমরা যখন অমত করছ তাহলে তোমরা সবর কর ঐ পর্যন্ত সে পর্যন্ত না আমার সাথে হাওয়ে কাওসারে তোমাদের সাক্ষাত হয়। কেননা, আমার পরে খুব শীঘ্রই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে। (বুখারী)

ব্যাখ্যা : আনসারগণ তাঁদের মুহাজির ভাইদের প্রতি যে অত্যধিক শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন উপরোক্ত হাদীস তার প্রমাণ। আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে আনসারদের এ উত্তম আচরণের প্রশংসা এভাবে করেছেন-

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ .

মুহাজিররা আসার পূর্বেই যারা মদীনায় অবস্থান করত ও ঈমান এনেছিল তারা তাদের মুহাজির ভাইদেরকে মহব্বত করে। (সূরা হাশর : আয়াত-৯)

عَنْ بَرَاءٍ (رضى) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأَنْصَارُ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَقَالَ ﷺ أَيُّضًا اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ .

বারা বিন আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, মুমিন মাত্রই আনসারদেরকে মহব্বত করে। আর মুনাফিকরা আনসারদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। যারা আনসারদেরকে ভালবাসে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। আর যারা আনসারদেরকে ঈর্ষা করে, আল্লাহ তাদের প্রতি নারাজ। রাসূল ﷺ আরও বললেন, হে আল্লাহ! আনসাররা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। (বুখারী)



## পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫

ওয়েব সাইট : [www.peacepublication.com](http://www.peacepublication.com)

ই-মেইল : [peace.rafiq@yahoo.com](mailto:peace.rafiq@yahoo.com)